চতুর্থ অধ্যায়

উত্তর-পশ্চিম বাংলার বৃহত্তর মুসলমান সমাজের লোক-সঙ্গীত, লোক-নাট্য ও লোক-নৃত্য

লোকসঙ্গীতের ভূমিকা

গীতিপ্রধান বাঙালী জাতির সাধনার শ্রেষ্ঠ পরিচয় তার গীতি বা গীতিকবিতা । (১) চর্যা থেকে তার যে যাত্রাপথ তা রবীন্দ্রনাথ এক গভীর-ব্যাপক-বিশাল গীতিসাগরে এসে মিশেছে । উচ্চতর শিক্ষিত সমাজে লিখিত সাহিত্যের মধ্যে তার যে ছন্দ-অলংকারবহুল রূপ দেখা দিয়েছে তা নিরক্ষর সমাজেরই গীতি-সংস্কারের মধ্য দিয়েই উদ্ভূত । (২) এটিই লোকসঙ্গীতের ধারা । তা কোন যুগে যাত্রা করেছিল তার হদিস না মিললেও সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে তার রূপরীতির পরিবর্তন ঘটলেও সমগ্র গ্রামীন সমাজেরই তা প্রতিচ্ছবি -এ কথা বলা অমূলক নয় ।

লোকসঙ্গীতের প্রধান বিশেষত্ব সম্বন্ধে আচার্য আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেছেন- ' ইহা মৌখিক রচিত হইয়া মৌখিক প্রচার লাভ করে, সমাজের মধ্যে বিস্তার করিলেও কোন দিনই ইহার লিখিয়া রাখিবার সংস্কার গড়িয়া উঠে না । লিখিত হইবা মাত্রই সাহিত্য একটি বিশেষ অনমনীয় (rigid) রূপ লাভ করে, কিন্তু যাহা কেবল-মাত্র সমাজের স্মৃতিপথ অবলম্বন করিয়া মৌখিক প্রচার লাভ করে, তাহার মধ্যে কখনও একটি সুনির্দিষ্ট (rigid) রূপ গড়িয়া উঠিতে পারে না । প্রবহমানতার মধ্যে দিয়াই লোক-সঙ্গীতের প্রাণশক্তি রক্ষা পায় । নূতন নূতন যুগে উত্তীর্ণ হইয়া ইহার মধ্যে নূতন-নূতন উপকরণ সংগৃহীত হয় এবং তাহার ফলেই ইহার কোন অংশেই জীর্ণতা স্পর্শ করিতে পারে না । সেইজন্য যতদিন কোন সংহত সমাজ-জীবনের মধ্যে লোক-সঙ্গীতের কোনও সুনির্দিষ্ট রূপ প্রচলিত থাকে, ততদিনই ইহা নিজের শক্তিতেই আত্মরক্ষা করিতে পারে, তারপর সমাজ জীবনের বিবর্তনের ধারার সঙ্গে মুক্ত হইয়া যায়, সমাজের যা প্রয়োজনেই ইহার যেমন বিকাশ, সমাজের প্রয়োজনেই তেমনই ইহার বিনাশ । কিন্তু ইহার সম্পূর্ণ বিনাশ কদাচ সম্ভব হয় না, কারণ- যে ভাবেই হউক, সমাজ ইহার একটি নিজস্ব রূপ সর্বদাই রক্ষা করিয়া চলে, নাগরিক জীবনে তাহা নানাভাবে বিপর্যস্ত হইলেও পল্লী-জীবনের সংস্কার তাহা হইতে সম্পূর্ণ দূর হয় না । সুতরাং ইহার শক্তি ইহার মধ্যে যত ক্ষীণই হউক না কেন, তাহা কখনও সম্পূর্ণ বিনাশ পাইবার নহে ।' (৩) তবে এই লোকসঙ্গীতের কোন লিখিত ধারা এতদিন পর্যন্ত না থাকায় তার সুর-তাল-লয় সম্পর্কেও সুনির্দিষ্ট ব্যাকরণ ও তৈরী হয় নি, তবে প্রবহমানতার জন্য যোগ্য গায়ক বা গুরু তথা অধিকারীরা তার একটি বিশেষ রূপের সন্ধান পেয়ে থাকেন বলেই লোক-সঙ্গীতের 'বিকৃতি' কথা আলোচনায় এসে পড়ে । তবে একথাও সত্য যে ভিন্ন ভিন্ন সামাজিক পরিবেশ ও ভৌগোলিক সংস্থানে তার রূপ ভেদ, ধর্মীয় আচার সংস্কার-রীতিনীতিও এর সঙ্গে জড়িত থাকে অতি সুন্দর পাকে । (৪)

তবে নাগরিক জীবন থেকেও এই লোকসঙ্গীত গ্রহন করে না - তা নয় তা পূর্বে কথিত স্থানিক ও কালিক প্রেক্ষাপটে তার রূপ ও রঙ কিছুটা বদলেও নেয়। Maria Leach এর ভাষায় " "Fock music, like fock poetry, has assimilated very much extranous material and depending upon the culture history of the region it has been subject to influences of varying intensity from the city ".

এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে লোকসঙ্গীত সঙ্গীত শিল্পের (musical art) পংক্তিভুক্ত । (৬) তবে প্রসঙ্গক্রমে স্মরণীয় যে বাংলার বিশেষ কতকগুলি লোক-সঙ্গীত আঞ্চলিক সঙ্গীত (Regional Song musicalxart) হিসেবে চিহ্নিত যা উত্তর পশ্চিম সীমান্তবঙ্গের নিজস্ব অলংকার ।

উত্তর - পশ্চিম সীমান্তবঙ্গের লোকসঙ্গীত আলোচিতব্য ।

পাদটীকা :

(১) ড : আশুতোষ ভট্টাচার্য - বাংলার লোকসাহিত্য (তৃয় খণ্ড) প্রথম সং পৃ - ১

(২) তদেব - পৃ - ১

(৩) তদেব - পৃ - ২-৩

(৪) Maria Leach -- standard Dictionary of Folk love, PP 1033 -" Folk Songs are best defined as songs which are current in the repertory of a Folk-Group. .. the repertory of the village or the country side and that of the city have exchanged some of their product time and again much influence has been at work in both directions."

(5) Ditto - (1984) - P.1037.

(৬) Ditto - (1984) - P.1037 - The general characteristics of Folk Song as a verbal art hold q equally for Folk Song as a musical art.

(৭) ড : আশুতোষ ভট্টাচার্য - বাংলার লোকসাহিত্য (তৃয় খণ্ড) প্রথম সং -পৃ ৭

।। লোক-সংগীতের শ্রেণী বিভাগ ।।

উত্তর পশ্চিম সীমান্তবঙ্গের মুসলিম সমাজে প্রচলিত লোকসঙ্গীতের শ্রেণীবিভাগ নিম্নলিখিতভাবে করা যায় বলে আমাদের ধারনা ।

(১) কর্ম সঙ্গীত :- (ক) ছাত পিটানির গীত (খ) নিড়ানীর গীত (গ) টেঁকি ও যাঁতার গীত (ঘ) বন্ধুয়ালি গীত (মাঠের গীত) ।

(২) নৌকা বাইচের গীত (৩) ধর্মীয় সঙ্গীত :- (ক) কাওয়ালি (খ) সাঁইয়ের গীত (গ) সত্যপীরের গীত (ঘ) মাদ্রার পীরের গীত ।

(৪) বিবাহের গীত ৫) মহরমের গীত :- (ক) জারি গীত (খ) জং গীত (গ) মুর্শিয়া (ঘ) ঝানি ।

(৬) প্রেম সঙ্গীত :- (৭) হাস্য রসাত্মক সঙ্গীত (৮) বিদ্রূপাত্মক সঙ্গীত (৯) সহেলা বা সই পাতানোর গীত (১০) গাজীর গীত (১১) 'জাগ গান', কলিমা গান ও মারফতী-মুর্শিদী গান। (১২) লৌলা গান বা বৃষ্টির দেব-দেবীর উদ্দেশ্য গান (১৩) ব্রতানুষ্ঠানের গীত (১৪) যাদু বিদ্যাগত লোক সঙ্গীত (১৫) হাপু গীত (১৬) পামাড়িয়া ও ভাটদের গীত (১৭) আলকাপ, ডোমনী, নাটুয়া, ঝুমুরিয়া, কমলা ও গম্ভীরা গান (১৮) অন্যান্য :

।। কর্ম সঙ্গীত ।।

ছাত পিটানির গীত

এই অংশের গীতগুলো দ্বারবঙ্গীয় সমাজের রোমেনা বিবির (স্বামী মহম্মদ সেখ গ্রাম মোহনা, থানা মানিকচক জেলা মালদহ, বয়স ৪০ বছর) নিকট থেকে সংগৃহীত।

তিনটা তিনটা হারমোনিয়ম , বাজিছে গো চাচা মজা লাগে না ,
তোমার চাচি ভাল-ভাত রেঁধেছে , ভাল লাগে না, মজা লাগে না
ও মোর সখিনা ।
মজা যদি লাগে না গো চাচা , হাঁকাও নিকাশে ।
টাকা পয়সা আছে নিকা করে নাও হায় মোর চাচা গো ।
টাকা পয়সা আছে গো সখিনা , মিলে না তোর মতন
হায় মোর সখিনা । বাবা তোমার কোথায় গিয়েছে বল আমারে
হায় মোর সখিনা ।
মা আমার গিয়েছে গো চাচা , পাটিমার শাক তুলিতে
ও মোর চাচা গো ।
বাবা আমার গিয়েছে গো চাচা ধান কাটিতে
হায় মোর চাচা গো ।
পটরা পটরি বেঁধে চল কোটেতে
হায় মোর সখিনা ।
অন্যায় কথা বললেন গো চাচা , সরম লাগে না।
হায় মোর চাচা গো ।

শব্দার্থ ও টীকা :- এটি মেয়েদের যৌথ সঙ্গীত । ছাত পিটানোর সময় যে তাল ওঠে তার সঙ্গে মিল রেখে গীতগুলো রচিত । এ গীতের রচয়িতা গ্রাম্য সমাজের মূর্খ মেয়েরা । এখানে চাচা ভাতিজির অবৈধ প্রেমের কথা বলা হয়েছে । ভাতিজির নাম সখিনা । দেখতে খুব সুন্দরী । চাচা সখিনার রূপে আকৃষ্ট হয়ে পড়ে । কিন্তু সখিনার ধিক্কারে শেষ পর্যন্ত চাচার মোহ মুক্তি ঘটে ।

হাঁকাও - হাঁকিয়ে দাও , বের করে দাও ; তাড়িয়ে দাও ।
নিকাশে - নিজের মা-বাবার বাড়ী ।

নিকা - বিবাহ, এখানে দ্বিতীয় বিবাহ। পাটওয়ার - পাটের।
পটরা পটরি - সাজ সজ্জার পুটলি।
কোর্টেতে - কোর্টে, এখানে কোর্ট ম্যারেজ, মুসলমান আদালতের বিবাহ।
সরম - লজ্জা।
হাকাও এবং 'নিকা' শব্দ দুটোতে মুসলমান সমাজের 'তালাক' অর্থাৎ স্ত্রীর সঙ্গে স্বামীর সম্পর্ক ছিন্ন করার ইঙ্গিত রয়েছে।

ওরনা বারশর লম্বা পোর, বিহা দিলি দেশের ওর,
বিহা দিলি পাঁজা খাওকার সঙ্গেহে।
সারা রাত্রি পাঁজা খায়, আগুন টুঁজতে প্রান যায়,
সোনার দেহি হইল মলিন হে।
বিহা দিলি পাঁজা খাওকার সঙ্গে হে।
বাবা হইল নিদারন, বিহা দিল কি কারন ?
বিহা দিল পাঁজা খাওকার সঙ্গে হে।
কাগা হয়ে উড়িব, চিলা হয়ে বসিব,
চলে যাব বাপ্পো মায়ের দেশহে।
মাকে দিব গলার হার, চৈই করিবে নদী পার,
চলে যাব বাপ্পো-মায়ের দেশহে।

শব্দার্থ ও টীকা :- ওরনা - বারশর নাম। পোর - বাঁশের দুপিটের মাঝারের ফাঁপা অংশ। ওর - শেষ প্রান্ত। দেশের ওর - দেশের সীমানার বাইরে, এখানে অনেক দূরে। পাঁজা খাওকা - যে পাঁজা সেবন করে। টুঁজতে - খুঁজতে, অন্বেষণ করতে। দেহি - দেহ। সোনার দেহি - সোনালী রঙের দেহ। নিদারুন - কঠোর হৃদয়। কাগা - কাক। চিলা - চিল। চৈই - সেই।

এ গীতটিতে বিবাহিত জীবনের শেষ দুঃখময় ছবি ফুটে উঠেছে। পিতার ঘরে পার্বতীকেও এরূপ দুঃখ কষ্টের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। স্বামী কোন রোজগার করে না কেবল পাঁজার সেবাতে বিভোর হয়ে থাকে। প্রেমের ঢেউ, যৌবনের ঢেউ ডুবে ডুবে কাঁদে কারন এ সম্পর্কে স্বামী সম্পূর্ন উদাসীন।

সমীক্ষা উল্লেখ দেখে মনে হয় মেয়ের শ্বশুর বাড়ী দূরবর্তী কোন নদীর পর পারে। সে কাক হয়ে উড়তে চায় কারন দেশে বিদেশে সবএই কাক দেখা যায়। কাকেরা খাবারের খোঁজে যেখানে খুশী সেখানে যেতে পারে। আর চিলের আছে শিকারীর নখ। সে যে কোন সময় নিশ্চিন্ট শিকারকে ধরে ছোঁ মেরে উড়ে যেতে পারে। মেয়েটা গলার হার দিয়ে নদী পার হওয়ার ইচ্ছে প্রকাশ করেছে আসলে গলার হার অতি মূল্যবান। এর লোভে যে কেহ তাকে নদী পার করতে রাজী হবে। অন্য অর্থে বাবা-মা যে কোন ছেলের হাতে মেয়েকে সঁপে দিয়ে নিজের বোঝা হালকা করতে চায়। এর পরিনাম ভাল-মন্দ দুই হতে পারে। যারজন্য বিয়ের ব্যাপারে মেয়ে স্বাধীনতা কামনা করে।

মাগো মা ঐ দালানঘরে বিয়া দিলি
ঐ দালানঘরে প্রান যায় জ্বলিয়া,
মাগো মা তোর জামাই বাড়ী হামি যাব না।
মাগো মা তোর জামাই চাকরী করে, মাসদো টাউন ঘুরে
বাড়ী আসে না,
মাগো মা তোর জামাই বাড়ী, হামি যাব না।
মাগো মা মাসে মাসে চিট্ঠি পাঠাই চিঠির উত্তর আসে না
মাগো মা তোর জামাই বাড়ী হামি যাব না।
মাগো মা ঐ দালানঘরে শুইয়ে থাকি,
চোখে ঘুম আসে না,
মাগো মা তোর জামাই বাড়ী হামি যাব না।
একলা ঘরে শুইয়ে থাকি, দুইপাজনে দুই বালিশ রাখি
মাগো মা ঐ তুলের বালিশ কথা বলে না,
মাগো মা তোর জামাই বাড়ী হামি যাব না।
মাগো মা পেটের ক্ষিধা মিটে গেল মুখের কথা ভুলা যায় না
মাগো মা তোর জামাই বাড়ী হামি যাব না।

শব্দার্থ ও টীকা :-

অবস্থা সম্পন্ন ঘরে বিয়ে হলেও মেয়ের দুঃখ দুর্দশার অন্ত নেই।

খাওয়া দাওয়া কিংবা কাপড়-চোপড়ের অভাব দেখা যায় না। স্বামী মানুষ শহরে চাকুরী করে। এতেও দুঃখ নেই কিন্তু মাসের মাসে চিঠি পাঠিয়েও যখন কোন জবাব আসে না তখন তার প্রাণের ভিতরটা কান্নায় ভেসে যায়। এটা ঠিক যেন রাধার বিরহ। সে রাত্রে ঘুমাবার সময় বিছানায় দুই পাশে বালিশ রাখে। বালিশ আসলে তার কল্পিত স্বামী। কিন্তু বালিশ যখন তার সঙ্গে কোন কথা বলে না তখন তার দুঃখ দ্বিগুন বেড়ে যায়। যুদ্ধের অসহনীয় জ্বালা যন্ত্রণা নিয়ে সে মা বাবার বাড়ী এসেছে। এ গীতের মধ্যে সে মায়ের কাছে প্রকাশ করেছে তার দুঃখের কথা। সে আর শ্বশুর বাড়ী যেতে রাজী নয়।

বিহা - বিবাহ। হামি - আমি। চিট্ঠি - চিঠি।
পাজনে - পাজরে, বুকের পাশে। তুলের - তুলার। কার্পাশ গাছে তুলা হয়।

সাধারনতঃ বেশীর ভাগ বালিশ ও তোষকে শিমুলের তুলা ব্যবহার করা হয়।

।। নিড়ানীর গীত ।।

এই গুলো মালদহের মানিকচক, রতুয়া, ইংলিশবাজার এলাকার খোটা ভাষাভাষী মুসলমান মেয়েদের নিকট থেকে সংগৃহীত হলেও এগুলো কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত আকারে নিম্নশ্রেনীর পর্যায়ভুক্ত হিন্দু সমাজের মেয়েদের মুখে মুখে শোনা যায়। মাঠে উভয় সম্প্রদায়ের মেয়েরা একসঙ্গে কাজ করার ফলে একে অপরের গীত গ্রহনে কোনরূপ দ্বিধা বোধ করে নি। কারন এতে ধর্মের চেয়ে সামাজিক ও মানবিক দিকটা বড় হয়ে দেখা দিয়েছে।

জল পড়ে টিপির টিপির হাতে নিয়া ছাতা,
কুনঠি পামাবো হে বইসা চার পহর রাতে হে।
ফিরে যাও ফিরে যাও কন্যা ফিরে চলো বাড়ী,
তোমার জন্যে আনিব কন্যা কাঞ্চন পাড়ের শাড়ী হে।
কাঞ্চন পাড়ের শাড়ী বইসা আপুনে পুন্ধো,
কার কাছে জুড়াবো হে বইসা আজ চার পহর রাতে হে।
কেহ শুতে আটে ঘাটে কেহ শুতে মাঠে,
আমার বাবা শুইয়া হে বইসা নদীর ধারে হে।

শব্দার্থ ও টীকা :-

টিপির টিপির - টুপ্ টুপ্। কুনঠি - কোথায়। আর গাঙ্গারো - কাটারো। মইসা - মোষা, মেসো, খালু চার পহর - দিন ও রাতের চব্বিশ ঘন্টাকে সমান আট ভাগ করে এক ভাগকে এক পহর বলা হয়। দিন চার পহর ও রাত চার পহর। ভুরারো - পূর্ণ করব, এখানে মনের আশা পূর্ণ করার কথা বলা হয়েছে। শুতে - ঘুমায়।

মেসো বা খালুর জমিতে মেয়ে নিড়ানী করতে গেছে। গরীব ঘরের মুসলমান মেয়েরা স্থান বিশেষে নিড়ানী, ছাত পিটানো, ফসল কাটা ইত্যাদির কাজও করে থাকে। নিড়ানী করার সময় টুপ্ টাপ বৃষ্টি পড়ছে। দিন শেষ হয়ে সন্ধ্যা হলো। বৃষ্টি থামে না। মেসো বা খালুর হাতে ছাতা। বাড়িতে গেলে স্বামীর সঙ্গে সে কতই না সোহাগ ও প্রেমালাপ করতে পারবে কিন্তু এ দুর্যোগপূর্ণ সন্ধ্যায় কোন উপায় নেই। মেসো তাকে নিজের বাড়িতে যেতে বলেন। তিনি কাঞ্চন পারুর গাড়ি দেওয়ার প্রলোভন দেখান। এরূপ প্রেমের কথা শুনে মেয়েটা রাগে কাঞ্চন পারুর গাড়িকে আগুনে পুড়িয়ে দেবার সংকল্প করে। এমন সময় তার বাবার কথা মনে পড়ে যায়। কোন এক দুর্যোগপূর্ণ রাতে তার বাবা নদীর ভাঙনের টানে চিরদিনের মত ঘুমিয়ে পড়েছে। বাঁশীলা বইসিয়ে রাজা মুখে রুমাল দিয়া ওরে কি।

নিজের মনে রাজা সেওতিন বেসাওরে কি ।।
এক মাইয়ে সিন্দুর রাজা দুইয়ে মাইয়ে হইল রে কি।
নিজের মনে রাজা সেওতিন বেসাওরে কি ।।
এক খিল্লি পান রাজা দুই খিল্লি হইলরে কি।
নিজের মনে রাজা সেওতিন বেসাওরে কি ।।
চেয়ারের উপরে বসে রাজা মনে মনে ভাবে ওরে কি।
নিজের মনে রাজা ঐ সেওতিন বেসাওরে কি ।।

শব্দার্থ ও টীকা :-

বাঙ্গালা - বৈঠকখানায় । বইসিয়ে - বসে ।

সেওতিন - সতীন । বেসাওরে - ঘরে আনলে বা ঘরে নিয়ে এলে ।

মাঙ্গে - চায় । খিন্নি - সব রকম মশলা সহপান ।

রাজা - এখানে স্বামী ।

স্বামী দ্বিতীয় বিয়ে করে সতীনকে ঘরে আনলেন । এতে প্রথম স্ত্রীর অন্তরে জ্বালা-যন্ত্রনা তো আছেই কিন্তু স্বামীও সুখী নন্ । তিনি মুখে রুমাল দিয়ে, চেয়ারে বসে বসে কতই না কি চিন্তা-ভাবনা করেন । আগে একজনের মাথাতে সিঁদুর লাগতো এখন দুজন হওয়াতে এর পরিমান বেড়ে গেল । তা-ছাড়া পানের খিলিস্ব সংখ্যাও বাড়লো । সব কিছু জোগান দিতে হবে স্বামীকে সুতরাং তিনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন না । সতীন ঘরে আনার ফল তাঁকেও ভোগ করতে হয় । শেষ পর্য্যন্ত তাঁর জীবন অসহনীয় হয়ে ওঠে ।

ওহে আল্লা বারিক তালা এ ছিল কপালে,
বারম্বার লজ্জার কথা মোড়ল না বলিহ মোরে ।
কথা শুন্ আমার -এ ।
সকালেতে ছুটি দিলেন মোড়ল, আমায় কেনে দিলেন না মোড়ল
কথা শুন্ শুন্ আমার - এ ।
এত রূপ দিলেন আল্লা আমার শরীলে হে
কথা শুন্ শুন্ আমার - এ ।

শব্দার্থ ও টীকা :-

বলিহ - বলবেন । সকালেতে - সময় না হওয়ার আগেই ।

ছুটি - ছুটি, এখানে মাঠের কাজ থেকে অব্যাহতি দেওয়া ।

শরীলে - শরীরে, দেহে । সত্যবন্ধন - কথা রক্ষা করার প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হওয়া ।

গ্রামের মোড়ল নিজের জমিতে ফসল নিড়ানীর জন্য মেয়েদের নিয়ে গেছেন । মেয়েদের মধ্যে একজনের রূপে আকৃষ্ট হয়েছেন মোড়ল। তাকে রেখে অন্য সকলকে সময় না হওয়ার আগেই ছুটি দিলেন । রূপটাই মেয়ের পক্ষে কাল হল । সমাজে

মোড়লই প্রধান। তাঁর হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য আল্লাহোকে স্মরন করা ছাড়া কোন গতি নেই। সে কামুক প্রকৃতির মোড়লকে কাকুতি মিনতি করেছে কিন্তু তাতে কোন ফল হয় নি। শেষ পর্য্যন্ত মেয়েটা ভাগ্যকে মেনে নিয়েছে।

।। টেঁকি ও যাঁতার গীত ।।

মালদহের হরিশ্চন্দ্রপুর, খরবা, চাঁচল, রতুয়া মানিকচক অঞ্চলের শেরশাহবাদ ও পৈচি সম্প্রদায়ের সমাজ থেকে সংগৃহীত।

বাড়ীর পিছনে সরিষার ফুল, সব গেল মোর জাতের কুল,
ছাড়িয়া দেরে বন্ধু, বেলা উইঠ্যাছে।
হাতের চুরি মোর বাজিছে মা জননী মোর শুনিছে
ছাড়িয়া দেরে বন্ধু বেলা উইঠ্যাছে।

প্রেমিক - প্রেমিকার বিষয় এগীতে স্পষ্ট। তবে গ্রাম্য সমাজে ভালবাসার মধ্যে সম্পূর্ন স্বাধীনতা থাকে না। কিছুটা ভয় মিশ্রিত প্রেম বটে।

ও শুকুনরে, নিরালে বাজায় বাঁশীরে,
এপারে কদমের গাছ ওপারে কদমের গাছ
দেখা যাইছে নানা-নানির দেশ।
এপারে কদমের গাছ ওপারে কদমের গাছ
যে করিবে নদী পার তাকে দিব গলার হার,
দেখা যাইছে নানা-নানির দেশ। ওশুকুনরে -
নিরালে বাজায় বাঁশীরে।

শাগ্‌রে পাটের শাগ্‌, শাগ্‌রে হেলেঞ্চার শাগ্‌
দুয়ারে বইস্যা বাছি,
মধু মাছিরে কিবা কথা বলিস্‌রে মুখে কাপড় দিয়া হাসি।
হামার স্বামী বড় সর্দার হামার স্বামী হাজী সাহেব
সেই ধান উড়িয়ে স্বামী গেল মারা রে, কাঁচা চুলে হইলাম রাঢ়ি।
বইল মাছ খাব না, সুয়াদ মাছ খাব না,
খোয়ালের লম্বা দাড়ি
পুটি মাছ লাফিয়া উঠেরে সেও হইল পরের নারী।

শব্দার্থ ও টীকা :-

শাগ - শাক ।(শাক সব্জী) । বইস্যা - বসে ।
বাছি - পরিষ্কার করি । মধুমাছির - মধুমক্ষিকা, মৌমাছি।
হামার - আমার ।কাঁচা চুলে - অল্প বয়সে ।
রাড়ি - বিধবা । বইল্লা - বোয়াল । সুস্বাদ - শোল মাছ ।

এক পো ধানের সাত পো মুড়ি খা , সব খেয়ে লিলে মোর শ্বাশুড়ী
আর যাব না শ্বাশুড়ীর ঘরে যা , শ্বাশুড়ী ভাল বাইসে না ।
একটা কথা যদি বলি মা
হামার গালে মারে ঠোক্না, একশ টাকার হার গানটি মা
হামার দুশ টাকার বিছানা ।
কোন গলিতে হারিয়ে গেল মা
হামি স্বামীর লাগ্‌ন পাইলাম না ।

শব্দার্থ ও টীকা :-

পো -পো য়া (আগেকার ওজন করার বাটখারা ।
ঠোকনা - মাথায় মুষ্টির আঘাত । লাগান্ - লাগান, দেওয়া ।
ভাল বাইসে না - ভালবাসে না ।
এখানে শ্বাশুড়ীর হাতে নির্যাতিত বৌ এর চিত্র পরিস্ফুট ।
নির্যাতনের সময় স্বামীর অনুপস্থিতি আরও মর্মান্তিক ও বেদনাদায়ক ।

শাড়ী যে আনলাহে দেওর, আমার আঁচলে রহে গেল মন ।
আম বাগানের আম হে দেওর, আমার ধুলিয়ান শহরের পান ।
হার যে আনলাহে দেওর, আমার রকেটে রহে গেল মন ।
আমার মালদহ জেলার আম ।

শব্দার্থ ও টীকা :-

আনলাহে - এনেছ । দেওর - দেবর ।
আঁচলে - শাড়ীর পাড়ে । রকেট - হারের সংগে থাকে ।
দেবরের আনা শাড়ীর পাড়ে ও গলার হারের রকেট মনকে হরন করে । তার
চাইতে মালদহ জেলার আম ও মুর্শিদাবাদ জেলার পান অতি সুস্বাদু ।

যাঁতা টানগে বহু যাঁতা টান, হাতে আছে রেশমী চুড়ি
বাজে ঝন্‌ঝন্‌।
বাপের বাগানে ফজলি আম যাঁতা টানগে বহু যাঁতা টান।

শব্দার্থ ও টীকা :-

বহু - বৌ।

এই গীতটিতেও মালদহ জেলার উৎকৃষ্ট ফজলি আমের উল্লেখ করা হয়েছে।

আজ তো নবী শিশু বেলা, ধুলা লয়ে করতাম খেলা,
বেহেস্তীরা ঝুলায় ডোলা সইয়েদেনা মৌলানা নূর নবী।
ছেলের দাদি ছেইল্যা ধর, রাখাল হামান ত্রুখে মইল,
লাহারী খাওকার বেলা হইল, সইয়েদেনা মৌলানা নূর নবী।
কেহ খ্যাইয়ছে দুধে ভাতে, কেহার চোখের পানি,
সব করিতে পার খোদা, কোরান মজিদে শুনি।
গাছ বুইন্যাছি যত কইর‍্যা ফুলে গেল পুকা লেগে,
ফল আমার বিফল হল এত দিনে।
বড় হনে বাড়ী ভাইরে বিহা করব না,
ভাইরে আমি পিষিতে পারিব না। ভাইরে আমি বিহা করব না।
বড় হলে বাড়ী ভাইরে টেঁকি বাহানতে পারব না,
আমি বিহা করব না।
বড় হলে বাড়ী ভাইরে, পানি আনতে পারব না,
রুটি পাকাইতে পারব না। বড় হলে বাড়ী ভাইরে
বিহা করব না।

শব্দার্থ ও টীকা :-

বড় বাড়ীতে বিয়ে করার যে কি ঠেলা তা এই গীতটিতে ব্যক্ত করা হয়েছে। কারন বড় বাড়ীতে অনেক বেশী কাজ করতে হয়।

টেঁকি বাহানতে - টেঁকিতে পাড় দিতে।

আলোক চিত্র

বাংলা-হিন্দী মিশ্রিত ভাষা-ভাষী হিন্দু-মুসলমান সমাজে পুত্র সন্তান জন্ম উপলক্ষে পাওয়ারিয়ার গীত।

মালিকচক, মালদহ।

←

শেরশাহবাদ-বৈচি মুসলমান সমাজে গীয়মান্ত মুসলমান সাঁই।
তুলসী উত্তর চব্বিশ পুর,
মালদহ ।

→

বঙ্গাল মুসলমান সমাজের বিয়ের অনুষ্ঠানে (চোলক) বাদ্যযন্ত্র সহকারে মেয়েদের গীত ইটাহার, পশ্চিম দিনাজপুর ।

←

হ্যাইশাল ঘরের চা-দাড়ে খুদি মাছির চাক রে,
সে না চাক ভাঙিতে, ছিড়ল গলার হার।
সেনা গলার হার ল্যাইগা গোরি, কান্দে জারে জার।
ক্যান্দনা ক্যান্দ না গোরি কাইলো নাকিন হাট,
সেনা হাটে হালের বলদ বেচিয়া কিনব গলার হার।

শব্দার্থ ও টীকা :-

হ্যাইসাল ঘরের - রান্না ঘরের। খুদি - ছোট। খুদি মাছি - মৌমাছি। ল্যাইগা - জন্য। গোরি - যে মেয়ের গায়ের রং গৌরবর্ণ। ক্যাইলো - আগামী কাল। নাকিন - নাকি।

মটর আর খেসাড়ির শাখ, শাখ তুলব থাকে থাক,
শাখ তুইল্যা দিব বিদ্দির খোঁচাতে, চলরে খলিফার ক্ষেতে।
খলিফা বড় রসিয়া কোমর বান্ধে কসিয়া,
চলরে খলিফার ক্ষেতে।
শাখ তুইল্যা দিব বিদ্দির খোঁচাতে, চলরে খলিফার ক্ষেতে। ইত্যাদি-

শব্দার্থ ও টীকা :-

খলিফা প্রেম রসিক। যুবতী কন্যা তার কাছেই দীক্ষা নেবে শাকের ক্ষেতে। বান্ধবীরা তার সঙ্গী নি। খলিফা ও কন্যা কৃষ্ণ-রাধার রূপক।

।। সাঁইয়ের গীত বা ফকিরি গীত ।।

~~[illegible]~~

মানদহের মানিকচক এলাকার সাঁই সম্প্রদায়ের সমাজভুক্ত নুরপুর গ্রামের হাফিজুদ্দিন সাঁইয়ের নিকট থেকে সংগৃহীত।

ফতো জল্লত পুকারে উম্মতকে লিয়ে,
লা ইলাহা ইল্লাল্লাহো মহম্মদরসুল ফতো জল্লত পুকারে
উম্মতকে লিয়ে। ওলি আল্লা যাদু আল্লা তরসা খোদার,
ফতো জল্লত পুকারে উম্মতকে লিয়ে।

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহো মহম্মদ রসুল।

আল্লাকে পিয়ারা মাগে কর নেকি কাম,

ফাতেমা জন্নত পুকারে উম্মতকে নিয়ে।

মা আমার বড় দানী কলমা শরিকদার,

ফাতেমা জন্নত পুকারে উম্মতকে নিয়ে

লা ইলাহা ইল্লাল্লা হো মহম্মদ রসুল।

দিল সচ্চা কর মাগে ফকির বিদায় কর,

ফাতেমা জন্নত পুকারে উম্মতকে নিয়ে।

এত সুন্দর বাড়ি মাগে মহি দেখা কাম,

ফতেমা জন্নত পুকারে উম্মতকে নিয়ে।

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহো মহম্মদ রসুল।

মউত আসিবে মাগে না বাঁচিবে জানি, ফাতেমা জন্নত পুকারে উম্মতকে নিয়ে।

আল্লাহো আলমিন আল্লা তুমি স্নেহের ধন,

ফাতেমা জন্নত পুকারে উম্মতকে নিয়ে।লাইলাহা ইল্লাল্লাহো মহম্মদ রসুল।

শব্দার্থ ও টীকা :-

হজরত মহম্মদের মেয়ে হজরত ফাতেমা নবীর উম্মতদের স্বর্গে নিয়ে যাওয়ার জন্য আল্লাহোর কাছে প্রার্থনা করছে। মুসলমানদের একমাত্র ভরসা আল্লাহ্ ও তাঁর রসুল।

আল্লা পার করিবে মা হাসরের বেলা আল্লা পার।

ওলি আল্লা যাদু আল্লা ভরসা খোদার,

আল্লা পার করিবে মা হাসরের বেলা আল্লা পার।

হাতের নেকি, মাইর সাথী বাঁচায়ে গা জান,

আল্লা পার করিবে মা হাসরের বেলা আল্লাপার।

মা আমার বড় দানী কলমা শরিকদার,

আল্লা পার করিবে মা হাসরের বেলা

আল্লা পার।

আল্লাকা পিয়ারা যাগে কর নেকি কাম,
এত সুন্দর বাড়ী যাগে নহি দিবে কাম, আল্লা পার করিবে যা
হাসরের ময়দা বেলা, আল্লা পার।

শব্দার্থ ও টীকা :-

সৎ কাজের মাধ্যমেই পুণ্য অর্জিত হয় এবং সেটাই হবে মৃত্যুর পর তার একমাত্র সঙ্গী। নিশ্চয় আল্লাহো হাসরের দুর্যোগপূর্ণ দিনটিতে রক্ষা করবেন।

আল্লা আল্লা রসুলের নাম।
ওহে সখি কর নেকি,
রাহেতে আল্লার আল্লা আল্লা রসুলের নাম।
দুধ ভাত খাবেন যাগে হাসরের ময়দান,
আল্লা আল্লা রসুলের নাম।
আল্লার নামে খুশী মনে
এক ফেতরা কর দান, আল্লা আল্লা রসুলের নাম।
দান করলে জমা রবে হাসরের ময়দান,
আল্লা আল্লা রসুলের নাম।
এক মুঠি খানা যাগে ভুখারে খিলাবে,
তার বদলা নেকি যাগে হাসরেতে পাবে। গরীবের কষ্ট যাগে
আল্লা করিবে আশান, আল্লা আল্লা রসুলের নাম।

শব্দার্থ ও টীকা :-

গরীব দুঃখীর সেবা করা অর্থাৎ দান, কিংবা জাকাত প্রদানের বিষয়ে মুসলমানদের সচেতন করার প্রচেষ্টা ফকিরী গীতের মধ্যে বর্তমান।

এ বান্দা দে আল্লাহুকে রাহে পর, সখি দাতা হো তুম
কর হাতে দান বান্দা দে আল্লাহকে রাহে পর।
আখেরে পাবে আশান্ বান্দা, যে দিলে থাকে
খোদার রাহে কর দান বান্দা দে আল্লাহুকে রাহে পর।

শব্দার্থ ও টীকা :- দে - দাও । রাহে - রাখ্‌তায় ।
আখের - মৃত্যুর পর অনন্তকালের জীবনে । আশান - মুক্তি ।

।। হাপু গীত ।।

মালদহ জেলার শামসী , চাঁচল এলাকার বহুল মুসলমান সমাজ থেকে সংগৃহীত ।

খিচাক দুম্‌ খিচাক দুম্‌, এক পোয়া চালের লো পোয়া গুন ।
দেখলে জমুর তুললে না, তার ভাইয়ের ভাত খাব না ।
খিচাক দুম খিচাক দুম্‌ ।

শব্দার্থ ও টীকা :-
লো - নয় । খিচাক দুম্‌ - হাপুদের তাল ঠিক করার একটা শব্দ বিশেষ ।

চুন চুন চুন, তোর বৌয়ের গুন,
তোর বৌয়ের এমন গুন শাকে দেয় না নুন ।
দুধু হাড়ে চুড় চুড়িয়া , ভেজে দিল জল ,
এক পয়সা কড়া ভাজা , দু পয়সা মুড়ি ;
বাপ বেটায় লেগে গেল , দাড়ি ছিঁড়া ছিঁড়ি ।
হাট যাব বাজার যা কি কিনব ওল ,
ওল টল খেয়ে বুড়া পাদে গুলোগাল ।
বুড়াতে বুড়িতে ঝগড়া লাগিছে ,
বুড়িকপালে বুড়া পেদে দিয়েছে ।
মারি যা জামাই আমিল জামাই আছে পান খো
মজা লাগিছে ।
জামাইবাবু কমলা নেবু একটা খাইও না,
জানলা দিয়ে বৌ পালাবে দেখতে পাবে না ।
জামাই এল কামাই করতে বসতে দিল পিড়ে ,
পিয়েদ কানা বেরেকুমারা কাপড় গেল ছিড়ে ।

জামাই এল কামাই করতে, বসতে দিল চাটে,
ঘরের ভিতর লিয়ে জামাইকে উল্টা পুল্টা ঝাঁটে ।

শব্দার্থ ও টীকা :-

হাপুদের গীত সাধারনতঃ হাস্যরসাত্মক । কোথাও কোথাও অশ্লীল ভাষার প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায় ।

হায়রে কলিকালে, মেয়ে ঘরে ঘরে,
যুবত কেনে দেখলে পরে জ্বলে পুড়ে মরে ।
আমের পাতা চিকন চিকন বাঁশের পাতা সরু,
মাগ্ থাকতে ঢেমনি করল ওর শালাটা গরু ।
ছোট ছিলাম ভাল ছিলাম কেনে হৈলাম বড়,
এক সাথে যৈবন মাগো আঁচল ঢাকা দিয়ে,
ঐ পাড়া যাইস্ না বুড়া ফেউ ডাকিছে ।
দুইটা চিতল মাছ ভেসে উইঠ্যাছে ।
একটা নিল গাঙ্টিয়া একটা নিল টিয়া xxxx
এমন দেশে বিহা দিলি কাউয়া উড়ে না ।
আল্লা আল্লা করে রি মা আল্লা নেকি ঘরে,
চিরে টোপি- পিন্ধ্যা মা বেগুন চুরি করে ।
বেগুন আছে পোল্লা সাইত্ মাছের কোল্লা,
দুর দুর সে বিহা দিল হাতী xxx পড়ল দান ।
লাল শাড়ী দিব না বেটির বিহা দিব না,
উপরে পালকি বাজাওর ঢোল,
ছোট বেটি বিহা দিলে সারে গণ্ডগোল ।

শব্দার্থ ও টীকা :-

ঢেম্‌নি - গোপনীয় অবৈধ স্ত্রী । ফেউ - ওৎ পেতে থাকা । চিরে - শিরে, মাথায় । পিন্ধ্যা - পরে ।

মেয়ে যৌবনে পদার্পন করলে তার ও বাবা-মায়ে খুব চিন্তা । না জানি, কোন কলঙ্ক হঠাৎ ঘাড়ে এসে পড়ে । বিয়ে দিয়েও মেয়ের সুখ নেই । কারন মনের মতন স্বামী আর পরিবেশ তার ভাগ্যে ঘটে নি । মাথায় টুপি লাগিয়ে নিজেকে ধার্মিক বলে জাহির করলেও সময় সময় সেও

কু-প্রবৃত্তির দ্বারা পরিচালিত হয়। এরূপ অসৎ-চরিত্র সম্পন্ন মোল্লা, মুন্সী ধর্মের আড়ালে নিজেদের কাম প্রবৃত্তি চরিতার্থ করে।

বুড়া গেল মাছ ধরতে পুঁটি নারে ঘরে,
কাপড় চিরে মাছ ধরিতে ফেটে দিলে কাপে।
বুড়া গেল মাছ ধরতে মাছ ধরল ট্যাংরা,
বুড়া গেল বাড়ী মা বুড়ীর চ্যাংড়া।
বুড়া গেল মাছ ধরতে মাছ ধরল পুঁটি,
দুসঙ্গে যুক্তি করে ছিড়ল বুড়া ধুতি।
বুড়া গেল মাছ করতে মারিল শোল,
দুসঙ্গে যুক্তি করে কাটল বুড়াহোল্।
বুড়া গেল মাছ ধরতে মারিল চেঙ্,
দুসঙ্গে যুক্তি করে কাটল বুড়া ঠ্যাং।
হাট গেলাম বাজার গেলাম কিনে আনলাম আদা,
আদা গেয়ে বড় বৌ হাগে গাদা গাদা।
হাট গেলাম বাজার গেলাম কিনে আনলাম টুস্,
ছোট বৌ টুস গেয়ে পাদে ভুস্ ভুস্।
এলা মাছে খেলা করি বগদা মাছের দাড়ি,
কোন্ পথে যাবিরি মা জামাই সুন্দর বাড়ি।
জামাই দিল দুধ-ভাত মারল জুতার বাড়ি,
সে জুতা খ্যায়ে মা দোকানদরের বাড়ি।
ও সন্নি ও সন্নি, বাড়ীর খবর কি?
বার মাসে তের ছ্যাইলা আবার পুয়াতি।
হাপু হাপু হাপু দাল পিঠা খাবু,
লাল দাদা মরে গেলে কার দুয়ারে যাবু?
এক পয়সা হলদি দু পয়সা ঘি,
ভাল করে রাখিস গিন্নি কত চৌকিদারী।
কলকাতার বৌ আনে মস্ত জমিদারী,
নানি এল কাঠ কুড়ানি নদে ধরল বান,
গুচি মাছে ডিম পাড়ল পাহাড়ের সমান।
এলা গুগু বেলা গুগু মাঠে ঘুঘু চোর, এক ডিম পাড়ে লোটর

আম ভাজা পটল ভাজা খ্যাতে বড় মজা,
চ্যাংড়ামাগী বুড়া ভাতার নিকা করে ভুষা।

শব্দার্থ ও টীকা :-
চ্যাংড়া - ছেলে। হোল্ - অণ্ডাকোষ।
ঠ্যাং - পা। গাদা গাদা - ঢের, প্রচুর। ছ্যাইলা - ছেলে।
পুঁয়াতি - গর্ভবতী। যাবু - যাবে। চ্যাংড়া মাগী - অল্প বয়সের বৌ।
বুড়া ভাতার - বৃদ্ধ স্বামী। নিকা - বিবাহ, বিয়ে। ভুষা - গরু
মহিষের খাদ্য বিশেষ এখানে যৌবনকে নষ্ট করার কথা বলা হয়েছে।
হাপুর এ গীতটিতে বাল্য বিবাহ ও অধিক সন্তানের কুফল সম্পর্কে ইঙ্গিত
বর্তমান।

মালদহ জেলার মানিকচক, রতুয়া ও ইংলিশ বাজারের
খোটা ভাষাভাষী মুসলমান সমাজ থেকে সংগৃহীত হাপুগীত।

একসের সাতুয়া দুসের পানি, ঘর ঘর পিয়ে
গোলাবিয়াকি কি নানি।
আনেগা বোগ্‌লাধানেগা তুড়ী, সামধিকে গঁড়িমে
কাড়িয়াকা মুড়ি।
আরুয়া চাউল মঘাইয়া গুড়, চল গে ভৌজি দানাপুর।
দানাপুর মে কার বা, লম্বা লম্বা তার বা।
ভৌজিকে ভাতার বা। বিনা টিকিট কা গাড়ীমে চড়ে
চশমা হেট লগাবে, টি টি বাবু টিকিট মাঙ্গে
টাটিমে ঘুস যাওয়ে, টি টিকে গোলামী
আপকে মারে দানী। বহিন মাঙ্গে দশ নয়া পয়সা
খাপড় সে ঘোলটাবে, শালী মাঙ্গে এক রুপাইয়া
লম্বরি লোট দেখাবে। টিটিকে গোলামী
আপকে মারে দানী। আধা রুটি তিন করাইলা
সব বুদুয়া গিল খানা,
এক বড়ুয়াকো ঝাড়া লাগে গাড় পকড় চিল্লানা।

দইয়া দইয়া চুড়ুর চুড়ুর,সামধি পাদে ভুড়ুর ভুড়ুর ।
মাড়ুয়াকা রুটি,টেঁয়ারওয়া কে ঝোর ,
বড়কি পুতইয়া কা দাগ দেলাই ঠোঁর ।
বড়কি পুতইয়া বার দুলারী, বুঢ়িয়া কো মারে সাড়ে তিন মুতারি ।
ভাত পাকাইতে জী বনকে ঠাঙয়া, স্যাম্প পুতইয়ামে ঝগড়া ভেলওয়া ।
নাক লেগাল কাটুয়া চুপ যারে বুঢ়িয়া ঘর যাতে কাটুয়া ।
যামীগে যামী দামাদ আলবা ,ছিত্তরকে ঠালমে বৈঠলবা ।
চানা চিবারে যাস কাট যায় ।
এক বুঢ়িয়াকে শও বেটাওয়া,মাড় পিলারে দশ লোটওয়া ।
তেল গাড়ু তেলি সোনার ঘর ছল্লা ,
বুঢ়াকে গাঁড় চলে বুঢ়িয়া করে হল্লা ।
আওনামে ভুসি,দামাদ বড়া খুশি ,
আগাল দামাদওয়া বিছা খাটিয়া,লাঠি লেকে দৌড়ে যাতারি বিটিয়া ।।

শব্দার্থ ও টীকা :-

আরুয়া চাউল - আতপ চাল । কাউয়াকা - কাকের ।
হেট্ - ইংরাজী শব্দ - হ্যাট অর্থ টুপি । টাট্টিমে - পায়খানার ঘরে ।
নাব্বারি - এক শো টাকা । চানা - ছোলা । হাল্লা - চিৎকার ।
টেঁয়ারওয়া - ট্যাংরা মাছ ।

আগ্ ডা দেখা ফাগ্ডা দেখা ঘর দেখা নেপাল,
ছপ্রা জিলামে লৌ-ডা দেখা থালি টোপিওয়ালা ।
দানাপুরমে দানা খায়া ভাগলপুরমে ভাত,
আচু কাচু ডুবা চল্ গুরুকা সাঁথ ।
বুঢ়া বাবা বুঢ়া বাবা বখরি বরাবা ,
বখরি উড় গেল গাঁড় খুজওয়াবা ।
দ্যাই গে মায়িা নুন মিরচাই ,
সামধিকে গাঁড়মে আটকে খাটাই ।
চল্গে বুঢ়িয়া লটর পটর বুঢ়ুয়া পাদে ভটর ভটর ।

দ্যাইগে ম্যাঁইয়া যুগ যুগ সি,বেটা পুতইয়া কা লুগড়া সি ।
বেটা ন্যাবি চোর ,
আল বদাড়ি না কাল বাদাড়ি,আইল্ পহানুওয়া ঢেকেল্ মুণ্ডারি ।
আট পেটকা খানি, চই পটকা তেল ,
বিগ্ জাগা খানি পসার দে মেল ।
আনি আনি মুসারিকা লম্বা লম্বা কান ,
বহু বেটি আঙনায়ে স্যাঁইয়া কুটে ধান ।
এক ঘর যায়ে এক চলা যায়ে,উতা ন যায় তো
করমটা যায় ।

শব্দার্থ ও টীকা :-

নৌ-ডা - বেট ছেলে । বখরি - ছাগল । লুগড়া - লুঙ্গী, শাড়ী প্রভৃতি পরিধেয় বস্ত্র ।
বিগ জাগা - বিক্রি হয়ে যাবে । মুসরিকা - ছোট ছোট ইঁদুরের ।
স্যাঁইয়া - সই বা সখি ।

।। মহরমের গীত ।।

জারী গীত (মেয়েদের)

মালদহের মানিকচক রতুয়া থানার প্রান্তবর্তী বিহারের সাঁওতাল পরগনার উধুয়া এলাকার শেরশাহবাদ ও পেঁচি সম্প্রদায়ের সমাজ হতেই থোকে সংগৃহীত ।

একিটা আনারের কলি কেবা করলে চুরি ,
হায়রে বিবি চম্পাফুলের কলি । মারব তারোয়ালের বাড়ি
করতে ঝানাঝনিরে হায়,হায়রে বিবি চম্পাফুলের কলি ।

শব্দার্থ ও টীকা :- আনারের — ডালিমের । কলি — কুঁড়ি ।
ঝানাঝানিরে — ঝন্ ঝন্ শব্দ ।

গুন্নি রহিল ধরা গুন্নি খেলা নাই,
হায় শোগেতে কলজা ডহিয়া যায়।
ঝুরি রহিল ধরা ঝুরি খেলা নাই,
হায় শোগেতে কলিজা জারে জার হয়ে যায়।
বন্নম রহিল ধরা বন্নম খেলা নাই,
হায় শোগেতে কলিজা জ্বলিয়া যায়।

শব্দার্থ ও টীকা :-

ছেলে মেয়ে কিংবা আত্মীয় স্বজনের মৃত্যুতে শোকাতুরা বাঙালী নারীর চিত্র এখানে সুন্দরভাবে পরিস্ফুট।

উপর ডালে কুলি ডাকে, নামো ডালে বিছানা,
কহনা কিন কহয়ে কবিতা বেহেস্তে জাগার কি খবর ?
বাপো হাঙ্কার আল্লি শেরা যাও হামার এ খোদায়।
উপর ডালে কুলি ডাকে, নামা ডালে বিছানা,
কহনা কিন কহয়ে কবিতর বেহেস্তে জাগার কি খবর ?
মামু হামার আল্লি শেরা মামি হামার এ খোদায়। ইত্যাদি -

শব্দার্থ ও টীকা :-

কুলি - কোকিল। কবিতর - কবুতর, পায়রা।
নামো - নিচে। আল্লি শেরা - হজরত আলির উপর নাম শেষে খোদা বা খোদার বাঘ।

--- ---

(মালদহ জেলার ওল্ডমালদহ এলাকার শেরশাহবাদ সমাজ থেকে সংগৃহীত)

হায়রে হায় -কোন্খান দিয়ে বাহুরলিরে একি বন,
লাল বিশানা লিয়ারে হায়রে হায়।
তোর মাও কানদিছেরে একি বন ওসরাতে বসিয়া,
তোর মাও কানদিছেরে একি বন দুধের বাটি লিয়া।

হায়রে হায় -

কোন্খান দিয়ে বাহুরা লিয়ে একিবল,
লাল নিশানা লিয়ারে হায়রে হায়।
তোর বহিন কানদিছেরে একি বল
আঙনাতে বসিয়া, পরের বেটি কানদিছেরে একি বল
ঘরেতে বসিয়া, হায়রে হায়।

শব্দার্থ ও টীকা :-

বাহারালিরে - বের হলে। লাল নিশানা - এখান হোসেনের সৈন্য দলের পতাকা।

স্বামীর বিয়োগে মায়ের, ও ভাইয়ের বিয়োগে বোনের শোকাতুরা হৃদয় [illegible] বাঙালী মা ও বোনকে স্মরন করিয়ে দেয়।

।। মুর্শিয়া গীত ।।

সখিনা কান্দিয়া বলে কেনে রাত্রি পোহালে,
আজকে আমার বিয়ের কলমা কোন মৌলানা পড়ালে?
মোহরানা বান্ধিবার কালে কেউ না নিষেধ করিলে।
বিয়ের রাতে পতিহারা হায় নষিবে এছিল,
হাতে রহল বিয়ের কাঙনা শিরে রইল সেঁহেরা,
বাসি বিয়ে না হইতে ছেড়ে গেল মোর পিয়ারা।
হায়রে হায় কি সহা যায়রে এ কান্দনা কে শুনিবে?
হায়রে আন্লা বারেক আন্লা এছিল কি নসিবে?

শব্দার্থ ও টীকা :-

এ মুর্শিয়া গীতে সাকিনার বৈধব্য অবস্থার কথা উল্লেখিত।

আকবর আলি কেন্দ বলে শুন বাবা পানি চাই,
পানি বিনা জান বাঁচে না দিল কলিজা হল ছাই।

কেটেছে কাফের যত এই ময়দানে কেহ নাই,
পানি বিনে মরি প্রানে রন হইতে এলাম তাই।
যদি পানি দেহ পিতে যাব ফের এই মহিমে,
খোদা চাহে ফতে করে বছা দিব কদমে।
এমাম সাহা কন্দিয়া বলে পানি পাবে জান্নাতে,
পরান ভরে পিব পানি নবীজীর নিজ হাতে।
জব্ হোসেন মদিনা ছাড়ি পৌছিল কারবালা,
মউতের নিশানা দেখে হইল মন উতলা।
এখানে দনিয়া খতম সাঙ্গ হবে এ লীলা,
এখানে খন্ডন কাফের কাটিবে তোমার গলা।
পূরবে ঐ ফেরাত নদী পশ্চিমে ঐ সাহারা,
এই যে রে কারবালা আমার চৌদিকে সেপাই খাড়া।
গাড় ঝাণ্ডা, গাড় নিশান দেখি খোদা কি করে,
পড়হ শুকরানা সবে চল যাই নবীজীর দিদারে।

শব্দার্থ ও টীকা :- এখানে ইউফ্রেটিস্ বা ফেরাত নদীর পানি এজিদের সৈন্য বাহিনী কর্তৃক ঘেরাও এর ঘটনা বিবৃত।

আহারে মহরমের চাঁদ তুমি দেখা দিও না,
তুমি দেখা দিলে মায়ের চোখে আঁশু রবে না। ইত্যাদি -

।। ঝানি গীত ।।

হাসেন হোসেন মারা গেল এজিদ হল জাহাপনা,
নবীর বংশে জয়নাল রইবো এজিদের বন্দীখানা।
ডুবিল নবীর ভরা মোমিন হইল জের, পৌছিল খবর গিয়া
দরবারেত হানিফার। মুছিয়া আঁখির পানি
কুন্দে হানিফা খাড়া হয়, সাজোরে মোমিন বলি
লস্করে হাঁকিয়া কয়।
হারামজাদা কাফের বেটা এজিদা কোথায় পালায়।

পাকড়ো ছোড়ে মুণ্ড ধরে টেনে ছিঁড়ে এজিদায়,
এত করে মোমিনের হারামজাদা দুঃখ দেয়।
ধরে জোর পয়জার মেরে চুর্ণ করে বেহায়ায়।

শব্দার্থ ও টীকা :- কারবালায় হোসেনের পরাজয়ের পর এজিদের হাতে বন্দী জয়নাল ও হামিদা কর্তৃক তার মুক্তির ঘটনা এখানে ব্যক্ত।

মায়ের দুধের বিষে হায়,ছাইলা দুধ নাহি পায়।
দুধের বিষে হায় মায়ের ছেওয়াল ছুটে যায়।
রে কলেজা ফেটে যায়।

শব্দার্থ ও টীকা :- কারবালার ঘটনা বিবৃত হলেও মেয়েদের জারী গানে বাঙালী মা ও ছেলের চিরন্তন স্নেহ ও ছেলের ব্যথায় ব্যথিত মায়ের হৃদয়ের কথা সুন্দরভাবে পরিস্ফুট।

আহা কান্দ অখিনা ছেড়ে গেলে দুনিয়া,
মায়ের বন্দ নদিয়া তোজিলে জীবন।
আমার বিহার কন্যা পড়াইলে কোন মৌলানা,
কেহ নিষেধ করলে না।

শব্দার্থ ও টীকা :- বিয়ের পরেই অখিনা বিধবা হন। তিনি বিবাহিত জীবনের সুখ ভোগ করতে না পারায় তাঁর আক্ষেপ।

আহা তারিয়া দেখে ঐ আকাশে
পানির ন হর উজান ধায়,পানি করে হুসেন
পানি নাহি পায়।
হুসেন গিয়ে কারবালায় সে তো শহীদ হয়ে যায়,
খিয়ায় পুরুষ বলতে নাই।

শব্দার্থ ও টীকা :- এখানে হোসেনের শহীদ হওয়ার ঘটনা এখানে বিবৃত।

হায়রে স্বামীর কি দোষ পাইলি বুকেতে বসিলিরে
হুলকুম উপরে কেন চালালি খঞ্জর।
হায়রে ময়মুনার কথাতে জায়দা কমবক্ত দিল স্বামীর জহর।
জয়নাল আব্দুল খত লেখে পাঠায় হানিফায়
কারাগারে বন্দী আমি করি কি উপায়।
জিব্রিল এসে মদিনায় এসে নবীজীরে জানায়।
হায়রে স্বামীর কি দোষ পাইলি বুকেতে বসিলিরে
হুলকুম উপরে কেন চালালি খঞ্জর।

শব্দার্থ ও টীকা :-

এখানে বাংলা শব্দের সঙ্গে পার্শী উর্দু ও আরবী ইত্যাদি শব্দের সংমিশ্রন লক্ষ্য করা যায়। এগুলোকে 'দোভাষী' বলা চলে। যেমন - হুলকুম, কমবক্ত, খত, খঞ্জর ইত্যাদি শব্দ।

।। জং গীত ।।

কাশিম কান্দে বলরে মদিনা ছাড়িয়া যাব রনে।
কাশিমের জং শুনিতে যে করিবে হেলা,
জবান হইবে বন্দ মউতের বেলা।
কাশিম কান্দে বলরে মদিনা ছাড়িয়া যাব রনে। ইত্যাদি -

।। জারী গীত ।। (পুরুষের)

আল্লা আল্লা বল বান্দা নবী কর সার,
পিয়াস নামা জারী খানি শুন সমাচার।
পিয়াস নামা যে শুনিবে দেল করিবে সাফ,
আঢ়াই রোজের গুনা আল্লা তারে করবেন মাফ। ইত্যাদি -

খৈচি মুসলমান সমাজে মহরম উৎসব উপলক্ষে ছেলেদের জারী বা মাতম। তুতনী হাজী সাখিরুদ্দিন টোলা, মালদহ।

খৈচি মুসলমান সমাজে মহরম পর্বে অনুষ্ঠিত মেয়েদের জারী গীতের দৃশ্য। তুতনী উত্তর চণ্ডীপুর, মালদহ।

খৈচি মুসলমান সমাজে মহরম পর্বে অনুষ্ঠিত ছেলেদের জারি গীত। তুতনী হাজী সাখিরুদ্দিনটোলা, মালদহ।

শব্দার্থ ও টীকা :- জঙ্গ শব্দের অর্থ লড়াই। পিয়াস মানে অর্থাৎ কারবালার করুন কাহিনী শুনা যে অতি পুণ্যের কাজ তা এখানে সুন্দরভাবে ব্যক্ত।

।। মাতম গীত ।। (পুরুষের)

কেন খালি পিঠে এলি ছুটে কহরে দুল দুলি,
দুল দুল আমার ঘোড়া রে, হোসেনের শির এনে দাও।
দুজনাতে করব মিলামিলি। কেন খালি পিঠে এলি ছুটে
কহরে দুল দুলি। ইত্যাদি -

শব্দার্থ ও টীকা :-

কারবালার প্রান্তরে হোসেন শহীদ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর দুল দুল ঘোড়া ছুটে শিবিরে ফিরে আসলে এমন হোসেন পত্নী লোকদের ও আত্মীয়দের করুন আর্তনাদ।

।। জারী গীতের শ্রেণী বিভাগ ।।

① মুর্শিয়া জারী। ② মাতম জারী। ③ মাড়া জারী -আধ্যাত্মিক পালের পর্যায়ভুক্ত।
④ চালি জারী। ⑤ জয় জারী। ⑥ ব্যাঙ জারী
⑦ রচনার জারী - ৫,৬,৭ - সমকালীন ও স্থানীয় বিষয় স্থান লাভ করে।
⑧ জারী যাত্রা

জারী গীতে স্থানীয় বিষয় বা ঘটনার অনুপ্রবেশ :-

মানসহর হরিশ্চন্দ্রপুর ও ধরবা এলাকার বাঙ্গালী মুসলমানদের সমাজ থেকে সংগৃহীত।

শুন চাচাজী মোহর বান্ধ নি,
তোমার মরন হবে ছয়দের বাকী।
তোমার বেটি মখিনা বিবি,
কার বাসি আঙিনায় হবে রাড়ি।
বাড়ীতে ছিল কুটনি বুড়ি, জহর এনে দিল তাড়াতাড়ি।

সে জহর খেয়ে, যে গিয়ে, এমাম হোসেন কান্দে জারে জার হয়ে,
ওরে ও মোর জয়নাল খালি হোসেন পানি পিতে যায়,
আরে ও মোর জয়নাল আজ কেন মদিনা আন্ধার হল।
এক্কে টপকে বাঘ মারে হারু মড়ল লারে জায়নাল,
আজ কেন মদিনা আন্ধার হল। বিনা পয়সায় জং শুনে
বেজশুরিয়ারে জয়নাল আজকেন মদিনা আন্ধার হল।
কোদাল কাটা মীর খিলায় মাস্তি পাড়িয়ারে জয়নাল
আজ কেন মদিনা আন্ধার হল। ছপর উপর বেলা দেখে
নজু মড়লরারে জায়নাল আজ কেন মদিনা আন্ধার হল।

শব্দার্থ ও টীকা :-

প্রথমে সখিনার বৈধব্য অবস্থা সম্পর্কে আশঙ্কা, বিষ প্রয়োগে এমাম হোসেনকে মেরে ফেলার জন্য কুটনী বুঢ়ীর চেষ্টা, বড় ভাইয়ের অবস্থা দর্শনে এমাম হোসেনের শোকাতুর হৃদয়ের কথা ব্যক্ত হলেও পরে স্থানীয় হারু মণ্ডলের ও পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন গ্রামবাসীদের আচরনের ইঙ্গিত সুস্পষ্ট।

(মালদহের গাজল এলাকার বঙ্গাল মুসলমান সমাজ থেকে সংগৃহীত)

হায় হায় এই মদিনা চাঁদের বাজার আর লাগাবে কে?
এমাম বিনে এই মদিনা আঁধার হইয়াছে।
সুটকি বেচে বন্দুক কিনে হলদিবাড়িয়ারা,
মাগি মরদে জুদ্দা হয় নয়া পাড়িয়ারা।
হায় হায় এই মদিনা চাঁদের বাজার আর লাগাবে কে?
এমাম বিনে এই মদিনা আঁধার হইয়াছে।
মাগি-মরদে ছিপ ফেলায় গোহাল বড়িয়ারা,
দুধ বেচে মদ খায় গরিয়া পাড়িয়ারা।
হায় হায় এই মদিনা চাঁদের বাজার আর লাগাবে কে?
এমাম বিনে এই মদিনা আন্ধার হইয়াছে।
~~মাগি-মরদে ছিপ ফেলায় গোহাল বাড়িয়ারা~~
~~দুধ বেচে মদ খায় গরিয়া পাড়িয়ারা~~

হায় হায় এই মদিনা চাঁদের বাজার আর লাগাবে কে ?
এমাম বিনে এই মদিনা আঁধার হইয়াছে ।
চিতা পুখুরিয়া সাড়া রে ভাই, চিতা পুখুরিয়া সাড়া,
যুবক বেটির পন খায় চিতা পুখুরিয়ারা ।
হায় হায় এই মদিনা চাঁদের বাজার আর লাগাবে কে ?
এমাম বিনে এই মদিনা আঁধার হইয়াছে ।
মাগি মরদে মোড়া দৌড়ায় পাথার পাড়িয়ারা,
মেয়ে লোকেরা যাঁত ছিঁচে সুখানভিষিয়ারা ।
হায় হায় এই মদিনা চাঁদের বাজার আর লাগাবে কে ?
এমাম বিনে এই মদিনা আঁধার হইয়াছে ।

শব্দার্থ ও টীকা :-
চাঁদের বাজার-ইসলামের অগ্রগতি । সুটকি-রোদে শুকানো মাছ । স্থানীয় গ্রামাঞ্চলের ছেলে মেয়েদের আচরন সম্পর্কীত বিধি এ জারি গীতে স্থান পেয়েছে ।

দ্বার বঙ্গীয় তথা খোট্টা ভাষাভাষী সম্প্রদায়ের
মাতম্ ও ঝর্নি গীত

(মালদহের মানিকচক এলাকাধীন মোহনা গ্রামের আয়েশ মহম্মদের (পিতা মৃত সেখ সাকির) নিকট থেকে সংগৃহীত)

মাতম্ গীত : কুফা শহর যেতে যেতে রাস্তা ভুলে হোসেনা,
কুফাকে ছাড়িয়া চলে পৌঁছে দোস্ত কারবালা, কি হইল রে হায় ।
কারবালা জানিয়া হোসেন বলে ওরে শুন ভাই,
এ জগতে মরন আমার বলেছেন নানা আমায় ।
খাবার কর, আরাম কর, তাম্বুক কর এ খানায়
পানি আনবার তরে সৈন্য ফেরাত কিনারে যায় ।
নদীর কিনারে ছিল এজিদের সৈন্য হায়,
পানি যে দিল না তাদের ফিরে বলে হোসেনায় ।

পানীর পিয়াসে ভাইরে করে সবাই হায় হায়,
এক ফোঁটা পানীর জন্যে আমাদের প্রান যায়।
সাহার বানো ছেলে আনে বলে এমাম হোসেনায়, এক ফোঁটা পানীর জন্য
ছেলে আমার প্রান যায়।
শুনিয়া বানুর কথা ঘোড়ায় চড়ে হোসেনায়,
এক ফোঁটা পানী দাও গো ছেলে আমার মারা যায়।
হোসেনাকে লক্ষ্য করে তীর মারে সৈন্য হায়,
হোসেনাকে নালাগিয়া লাগে ছেলের কলিজায়।
তীরের জখমে হায় ছেলের প্রান উড়ে যায়,
সেই ছেলেকে লইয়া হোসেন ফিরে গিমায় চলে যায়।
ইত্যাদি -

।। ঝানিগীত ।।

আঁখি খুলো খুলো আজ বিবি সখিনা, হায়রে-লাল রঙে আছে কাশিমকে কেমন সোহনা

এমন সাজে আমি তোমায় বিয়ে করি না,
হায় হায় বিয়ে করি না।
হায়রে -শুনিয়ে শাহার কথা মিললেন -দুজনা,
কথা বলতে শাহা কাশিম হইলেন যে ফানা।
মারা গেলেন কাশিম শাহা বড়ই ফ এনা।
হায় হায় বড়ই ফ এনা।

দেখিয়া কাশিমের হালত বিবি সখিনা,
হায়রে - জার বেজার হয়ে কান্দে পিটে যে সিনা।
দেখিয়া বিবির হালত বলেন হোসেনা হায় হায় বলেন হোসেনা,
সবুর কর ধৈর্য্য ধর বিবি সখিনা।
হায়রে -আলি আকবর লড়াইতে হইলেন রওয়ানা,
ময়দানেতে যাইয়া দিলেন শত্রুকে হানা, হায় হায় শত্রুকে হানা।
আলি আকবর কাতর হইলেন পানির বিনা,
হায়রে -তীর ভিন্ন আলি আকবর মারা যাবে না।

আলি আকবর সৈন্য কাটতে হইলেন দেওয়ানা, হায় হায় হইলেন দেওয়ানা,
দূর হইতে তীর গিয়া বাঁধিল সিনা। হায়রে - তীরের চোটে আলি আকবর হইলেন
জ্ঞান শূন্য।
জলের জন্য ডাকতে লাগলেন বাবাকে আপনা, আকবর আলি বলেন আমি আর বাঁচব না
হায়রে - কোথায় আছ বাবা তুমি দেখা দাও না,
বাবা বাবা বলে আকবর হইলেন যে ফানা,
হায়রে হায় হইলেন যে ফানা।
ইন্নালিল্লাহে বলে সবাই যত যোদ্ধিনা।

---

xiii ।। জারী যাত্রার গীত ।।

(মালদহ মানিকচক এলাকার দ্রাবিড়ীয় সমাজ থেকে সংগৃহীত)

ঘর গয়ে কাশিম দুলারে, ঘুল গয়ে যোন সিঁদার। হায় হোসেন ।।
যাওয়া কা দো বেটা খা, গম কর যাও কর। হায় হোসেন ।।
পঞ্জতন কা পাঁচ নারা এক নারা হায়দারো। হায় হোসেন ।।

শব্দার্থ ও টীকা :-

ঘর গয়ে - ঘরে গেল। দুলারে-দুলাল।

।। পরিমুক্ত গান বা ফকিরানী গান ।।

(মালদহের কালিয়াচক এলাকাধীন দেবীপুর গ্রামের রফিজ সাঁইয়ের নিকট থেকে সংগৃহীত)

ভবের নদী পুন মারাতে গো কেমনি হবি পার?
পুন সেমাতের পুন যে বৈতরা, তাতে কিছু নাই যে ঠিকা,
সেই নদীতে পার করিবে নবীজীর কান্ডার।
ভবের নদী পুন মারাতে গো কেমন হবি পার?
ইমান হবে পাছের গোড়া, রোজা নামাজ ডাল তাতোড়া,
সেই নদীতে পার করিবে নবীজীর কান্ডার।
ভবের নদী পুনমারাতে গো কেমনি হবি পার?

শব্দার্থ ও টীকা :- শরিয়তী নির্দেশগুলোকে আর একটা জিনিষের সঙ্গে তুলনা করে বোঝাবার সহজ পদ্ধতি সাধকেরা গ্রহন করে থকেন। বাউল সংগীতের মধ্যেও এরূপ পদ্ধতির প্রয়োগ দেখা যায়।

খোদা নে কিয়া বানায়ী হ্যাই মোহিনী সুরত মুহম্মদ(দঃ) কা।
কিসিনে সায়েলনে পুছা, খোদাকা কইসি সুরত হ্যাই ?
জো সুরত মেরে মুহম্মদ (দঃ) কা ও সুরত খোদায়েকা থা।
খোদানে কিয়া বানায়ী হ্যাই মোহিনী সুরত মুহম্মদ (দঃ) কা।
রোকে কতি ফাতেমা ছাড় এহি দুনিয়া,
কফনসে লে চলো মুঝে, ও দোনো হাত সে খালি।
লগি কেওয়াট চানি কি, লগি জিৎজ্ঞর সোনে কি,
লগি কুদরতি তালা খোদাকা ঘরসে আয়া হ্যাই।
খোদানে কিয়া বনায়ী হ্যাই মোহিনী সুরত মুহম্ম (দঃ)কা।

শব্দার্থ ও টীকা :- শায়েল - প্রশ্নকারী। সরত - মূর্তি। কেওয়াট - কপাট। জিঙ্গির - শিকল। ফাতেমা - হজরত মহম্মদের মেয়ে ও হজরত আলীর স্ত্রী।

বিশ্বস্রষ্টা আল্লাহ্ রসুল হজরত মহম্মদকে যে রূপ-সৌন্দর্য্য ও গুন দিয়ে পাঠিয়ে ছিলেন তা দেখে বা শুনে আল্লাহোর মূর্তি কল্পনা করা অতি সহজ বলে সাঁই বা ফকিরদের ধারনা।

শাহে সুলতানে আলম, ফুল সে কমললয়েগী,
চারি রোজকা জিন্দগানী মাট্টিমে মিল জায়েগী।
কৌন জো কহতা হ্যাই দুনিয়াসে খালি জাউঁগা,
সাঁথমে চলেগা কলমা ইয়া রসুলুল্লাহেকা।
খাক কি পুতলা বনি হ্যাই,
খাক কি তসবীর আর,
খাক মে মিলজায়ে বান্দা পাকে দামনগীর হ্যাই।
কৌন জো কহতা হ্যাই দুনিয়াসে খালি জাউঁগা,
সাথমে চলেগা কলমা ইয়া রসুলুল্লাহে কা।

শব্দার্থ ও টীকা : -

জিন্দগানী - জীবন। খাক - মাটি। পুতলা - প্রতিমা। তসবীর - ছবি।

মরার পর সবাইকে খালি হাতে চলে যেতে হয়। কিন্তু নবীর কলমা, আল্লা ও রসুলের প্রতি বিশ্বাস আর কর্তব্যই হবে সব সময়ের সঙ্গী।

(মানদহের ঘাসিকচক এলাকার সাঁই সমাজ ভুক্ত নুরপুর গ্রামের হাফিজ-উদ্দিনের নিকট থেকে সংগৃহীত)

আজি - কওকর চুনি চুনি মহল বনায়া, লোগ কহে ঘর মেরা হোত।
না ঘর তেরা, না ঘর মেরা, চিড়িয়া রহে বসেরা হোত।
আজি - শ্যামনগরে হাটলগি হায়, গাহক বহুত থোড়া হোত।
আল্লা টুট গয়া হাট, বসর গয়া তেরা, হংস চলা একেলা হোত।
আজি - খাট জাগা, মলমল জাগা, জাগা হোগান,
আল্লা কা দিয়া সুরত জাগা, অংগল হোগা বাসা হোত।
মাতা রুয়ে জবতলকজিয়ে, বহিন রুয়ে ছ মাস,
ঘর কি তিরিয়া ঘর পর রুয়ে, দুরে পর ঘর আপা হোত।।

পাখাড়িয়া বা পাওয়ারিয়ার গীত

উত্তর পশ্চিম সীমান্ত বঙ্গের খোড়ো জামা জামী এলাকা ও প্রান্তবর্তী বিহার প্রদেশের সাঁওতাল পরগণা, কাটিহার ও পূর্ণিয়ায় পাওয়ারিয়ার গীত প্রচলিত। এই অঞ্চলের মানদহের গীত গুলো ঘাসিকচক এলাকাধীন হরজিনগর গ্রামের খোদা মহম্মদ পাওয়ারিয়ার নিকট থেকে সংগৃহীত।

পাওয়ারিয়া গীতের বিষয়বস্তু হিসাবে ভাগ

(১) পুরান-বিষয়ক গীত।
(২) সামাজিক গীত।
(৩) ইসলাম ধর্মীয় আল্লাহ নবী পীর সম্পর্কিত গীত।
(৪) ঐতিহাসিক গীত।
(৫) জন্তু-তি মূলক কোন কাহিনী সম্পর্কিত গীত -।

xxxxxxxxxxxxxxxx

পুরান বিষয়ক গীত

রাজা দশরথকা চার ললনওয়া, আহো আঙনওয়া নাচৈ হো।
কিনকাকে রামচন্দর কিনকাকে লছমনহো
আহো আঙনওয়া নাচৈ হো ।
কৌশিল্যাকে রামচন্দর, সৌমিত্রাকে লছমনহো।
কৈকেয়ীকে ভরত হো ললনওয়া, আহো আঙনওয়া নাচৈ হো।
রাজা দশরথকা চার ললনওয়া, আহো আঙনওয়া নাচৈ হো ।
কৌশিল্যা লুটাবয় রামা আনাধানা সোনাওয়া হো,
আহো আঙনওয়া নাচৈ হো ।
দশরথ লুটাবয় রামা আনাধানা সোনাওয়া হো,
কৌশিল্যা লুটাবয় হাতা কাঙনওয়া, আহো আঙনওয়া নাচৈ হো।
রাজা দশরথকা চার ললনওয়া, আহো আঙনওয়া নাচৈ হো ।
সৌমিত্রা লুটাবয় রামা কানকুণ্ডলওয়া,
কৈকেয়ী লুটাবয় লাল লাল চাদরিয়া হো,
আহো আঙনওয়া নাচৈ হো ।
তুলসী দাস প্রভু তোমারে দরশকে হো আহো আঙনওয়া নাচৈ হো
যুগ যুগ জিয়ে পোতা দুলারুওয়া, আহো আঙনওয়া নাচৈহো
রাজা দশরথকা চার ললনওয়া আহো আঙনওয়া নাচৈ হো ।

শব্দার্থ ও টীকা :-

দশরথকা - দশরথের। ললনওয়া - পুত্র। নাচৈ - নাচে।
কিনকাকে - কার। কোহএ - কেউ, কেহ। লুটাবয় - দানকরে। আনাধানা - প্রচুর পরিমানে। কাঙনওয়া - কঙকন (হাতের অলঙকার)। কুণ্ডলওয়া - কুণ্ডল, দুল। চাদারিয়া - চাদর। দরশকে - পক্ষে, সমর্থণে।
যুগযুগ জিয়ে - দীর্ঘজীবি হোক। পোতা - দৌহিত্র। দুলায়ুওয়া -স্নেহের।

শিয়া যাওগ অযোধ্যারাজ, সরযূ নাহানে চলি।
জনকপুর এইসা নইহার যাওগ, অযোধ্যা যাওগ শ্বশুরান,
সরযূ নাহানে চলি।
বাবু লছমন এইসা দেউরা যাওগ, শিয়া স্বামী এইসা ভগবান।
বীর ভক্তি এইসা ভক্তি যাওগ, আহা গঙ্গা যাওগ স্নান।
লব কুশ এইসা পুত্র যাওগ, আহা সেবক যাওগ হনুমান।

সরযূ লাহানে চলি

শিয়া মাঙ্গৈ অযোধ্যারাজ, সরযূ লাহনে চলি ।

কঁহা পর লছমনকা জলম ভিয়া হ্যাই, শিয়া কঁহামে বাজে বাধায়,

সরযূ লাহানে চলি ।

অযোধ্যামে লছমনকা জলম ভিয়া হ্যাই, পর মথুরামে বাজে বাধায়

সরযূ লাহনে চলি ।

আহা কেহ জব মাঙ্গে আনা ধানা সোনা, কেহ মাঙ্গে গলনকা হার

শিয়া মাঙ্গে অযোধ্যারাজ, সরযূ লাহানে চলি ।

দশরথ লুটাবয় আনাধানা সোনা, রানী কৌশিল্যা গলনকা হার,

সরযূ লাহানে চলি ।

তুলসী দাস প্রভু তোমারে দরশকে

রাজাকা মন্সা পুরাবা ভগবান, রানী কা মন্সা পুরাবা ভগবান ।

শিয়া মাঙ্গে অযোধ্যা রাজ, সরযূ লাহানে চলি ।

শব্দার্থ ও টীকা :-

শিয়া - পামাড়িয়া । মাঙ্গে - চায় । সরযূ - নদীর নাম । লাহানে - স্নান করতে । চলি - চলল, যাত্রা করল, বের হল । এইসা - এরূপ মতো । নইহর - মা - বাবার বাড়ী । শ্বশুরাল - শ্বশুরালয় । দেউরা - দেবর । কঁহা পর - কোন জায়গায়, কোথায় । জলম - জন্ম । ভিয়া হ্যাই - হয়েছে । জব - যখন । গলনকা - গলার । দরশকে - পক্ষে, সমর্থনে । রাজাকা - রাজার । মনসা - ইচ্ছা । পুরাবা - পূরন করে ।

আহা খেল বাবুআ, মোরা ঝুনমুন আঙানওয়া ।

খেলতে খেলতে নানি গোদি গেইল্যা ঝুমলে হো না গোরে ঝদনওয়া

আহা খেল বাবুআ, মোরা ঝুনমুন আঙানওয়া ।

আনের নাচ বাবুআ, মোরা ঝুনমুন আঙনওয়া ।

আহো সোনা লুটাবে নানি চান্দি লুটাবে,

লুটাবে মোহরমালা এহি আঙ্নামে, খেল্ বাবুআ, নাচ বাবুয়া

মোরা ঝুনমুন আঙানধয়া ।

থালি লুটবে নানি বধ্না লুটাবে,

লুটাবে রেশমশাড়ি এহি আঙনামে, লুটাবে নাকের নথিয়া এহি আঙনামে।
আহা খেল বাবুআ, নাচ বাবুআ,
মোরা ঝুনুমুনু আঙানওয়া।

শব্দার্থ ও টীকা :-

খেল - খেলা কর। বাবুয়া - শিশু, ছোট ছেলে।
মোরা - উৎসাহ ব্যঞ্জক শব্দ। আঙানওয়া - আঙিনায়।
গোদি - কোলে। গেইল্যাম - গেলে। গোরে বদনওয়া - গৌরবর্ন দেহ।
লুটাবে - দান করে। এহি - এই। বধনা - নলযুক্ত জলের ঘটি।
নথিয়া - নথ।

।। ইসলাম ধর্মীয় আল্লা, নবী, পীর সম্পর্কিত গীত ।।

যুগজিয়ে মেরা নবীয়ে রসুল, বেটা আল্লা দিয়া।
আহো আল্লা দিয়া পাঁচ পীর দিয়া হ্যাই,
যুগজিয়ে মেরা নবীয়ে রসুল, বেটা আল্লা দিয়া।
কইসে গড়ায়োঁ বিবি তাজ কি রৌজা, কইসে গড়ায়োঁ মহজিদ
বেটা আল্লা দিয়া।
যুগ জিয়ে মেরা নবীয়ে রসুল, বেটা আল্লা দিয়া।
কইসে গড়ায়োঁ বিবি পথখুলকি রৌজা
কইসে গড়ায়োঁ ইঁটে মহজিদ, বেটা আল্লা দিয়া।
যুগ জিয়ে মেরা নবীয়ে রসুল, বেটা আল্লা দিয়া।
কইসে বানায়োঁ বিবি ইশাকি রৌজা, মুরগা চড়ায়োঁ মহজিদ,
বেটা আল্লা দিয়া, কইসে বড়ায়োঁ ইমানকি রৌজা
তাক ভরি মহজিদ বেটা আল্লা দিয়া।
যুগ জিয়ে মেরা নবীয়ে রসুল, বেটা আল্লা দিয়া।
কইসে বড়ায়ো বিবি রমজানকি রৌজা, খাসি চড়ায়োঁ মহজিদ
বেটা আল্লা দিয়া।
মচিয়া বইঠাবাঁও জব্ বিবি ফাতেমা, তাজমহলকি দরবার
বেটা আল্লা দিয়া
যুগ জিয়ে নবীয়ে রসুল বেটা আল্লা দিয়া।

শহরেতে থেলে দুলাল খোসেনা-হাসেনা,
আনি সঙ্গে করা যাই ফুলবার,বেটা আল্লা দিয়া ।
যুগ জিয়ে নবীরে রসুল,বেটা আল্লা দিয়া ।

শব্দার্থ ও টীকা :- কইমে - কেমন করে । পয়দা করুম - পয়দা ,প্রতিষ্ঠা করব ।
যুগ জিয়ে- দীর্ঘ জীবি হোক । মেরা - আমার । বানাইয়া-তৈরী করব ।
চড়াইয়া - উৎসর্গ করব । বড়াইয়া - বৃদ্ধি করব, কাজের অগ্রগতি ঘটাবো ।
ইমান - ইসলামের পরিমণ্ডলের উপর পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন ।
তাক ভরা - ইসলামের পরিপন্থি বিরোধী এক ধরনের বিধি ।
রমজান - রোজা , উপবাস । থামি - ধারণ । মুচিয়া - ছোট-খাট,
ছেলেদের মুখাবার জন্যে তৈরী । কইঠাবাড়ি - কলাবো । তব - তখন ।
দুলাল - ছেলে ।

নবজাতককে কেন্দ্র করে হিন্দু মুসলমান সমাজে যে বিধি প্রচলিত পাওয়া যায়ার গীতে তার উল্লেখ :-

যখনে মনদিয়া বোলাএর যে বলাযা,ছোটকি মনদি রাজা কুথা কা বেরী যা ।
শুন আগে ঠৌরওয়া নটকারের মা,যখনে মনদিয়া বোলা যে বলাযা ।
নাউনি দুলাকে রাজা নৌখ টুওলাএর্যাই ,নাউনিকে পাঠিয়া দেরাএর্যাইরে বলাযা,
ওয়ারিন দুলাকে রাজা মারে কাটাও র্যাই ,
ওয়ারিনকে কওনা দেরাএরে বলাযা ।
পাটনা শহরমে দুঠ যাওলা এ র্যাই ,
চিনিয়া শহরমে দুঠ যাওলাএর্যাই ,
দুঠ যাওলা এ র্যাই,আদি-পুড় যাওলা এ র্যাই ,
যাওলারেলা যাওলা এ র্যাই,মেথি যাওলা এ র্যাই ।
স্বামী কুটিতে হয় চালারে বলাযা ,
দোসুনি কুটিতে হয় চালারে বলাযা ,
যখনে মনদিয়া বোলাএর যে বলাযা ।
চিচিয়া লিখিএ রাজা মেহরা যেজাএর্যাই ,
আবনে কাহিদিয়া বোলাএর যে বলাযা ,
যখনে মনদিয়া বোলাএর যে বলাযা ।

শব্দার্থ ও টীকা :-

হমনে - আমি। ননদিয়া - ননদকে। [illegible]

বোলাএব - ডাকবো, ডেকে আনব। জন্ম কা বৈরী - জন্ম থেকে শত্রু।

শ্বাসু-শ্বাশুড়ী। আগে - সামনে। ঠোরয়া - ঠোঁট। না - হ্যাঁ বা আছে অর্থে ব্যবহৃত কিংবা পংক্তির শেষের মিল রক্ষার্থে ব্যবহৃত। লাউনি - নাপিতানি।

নৌখ - নখ। ডগরিন - দাই মা। কঙ্গনা - কঙ্কন। শুঠ - শুক্‌নো আদা।

আদি - আদা। নহেরা - মা-বাবার বাড়ী। আবনে - এখন।

নহিনিয়া - বোন।

চাএতা রামা নাউমী আযাধ্যা মে।

বাবা কুল দান মাঙ্গে বেদকে পড়াউনি,

ননদিকুল দানি মাঙ্গে সোরি লিপাউনি, চাএতা রামা নাউমী আযোধ্যামে।

নাপিতকুল দানি মাঙ্গে নাউকে টুঙ্গাউনি, ডগরীন কুল দান মাঙ্গে লারকে কাটাউনি,

চাএতা রামা নাউমী আযোধ্যা মে।

ধোপাকুল দান মঙ্গে শাড়ী ধোলউনি,

ভাটুনিয়া দান মাঙ্গে নুনুয়া খেলাউনি, চাএতা রামা নাউমী আযোধ্যামে।

হিজড়িন কুল দান মাঙ্গে হোরিলওয়া খেলাউনি, পামাড়িয়া দান মাঙ্গে বাবুয়া খেলাউনি।

চাএতা রামা নাউমী আযোধ্যামে।

শব্দার্থ ও টীকা :-

চাএতা - চায়। চাহে, প্রার্থনা করে।

নাউমী - নবমী। রামা নাউমী - রামের জন্মের নয়দিনে।

আযাধ্যামে - আযোধ্যায়। বাবা কুল - গুরু স্থানীয় ব্যক্তিবর্গ এখানে ঠাকুর ব্রাহ্মন, গোঁসাই ইত্যাদি। মাঙ্গে - চায়। বেদকে পড়াউনি - বেদ পড়বার টাকা।

সোরি লিপাউনি - আঁতুড়ঘর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করার টাকা।

নাউকে - নখের। নাউকে টুঙ্গাউনি - নখ কাটার টাকা বা বখশিষ।

ডগরীন - দাই মা। লার - নার। ভাটুনিয়া - ভাটের স্ত্রী। নুনুয়া খেলাউনি - ছেলে খেলাবার বখশিষ। হিজড়িন - হিজড়া (পুরুষ ও নয় স্ত্রী ও নয় এমন)।

হরিলওয়া - ছেলে। পামাড়িয়া - পাউয়ারিয়া। বাবুয়া - ছেলে বা শিশু।

।। বিয়ের গীত ।।

নিম্নের গীতগুলো শেরশাহবাদ সম্প্রদায় এলাকার বিবি আসমার (স্বামী মোমতাজ আলী, গ্রাম রাসনগর মহারাজপুর, মালদহ) নিকট থেকে সংগৃহীত।

(বাসর ঘরের গীত)

খোল খোল কেওয়াড়ী, হামি যাব বাসর ঘর, রাত্রি হল ভোর।
হামি তুমি একই পালঙে ঘুমাবো, রাত্রি হল ভোর।
হামি তুমি ভাবের কথা বলিব, হামি তুমি চিঠি পত্র লিখিব,
রাত্রি হল ভোর।
খোল খোল কেওয়াড়ী, হামি যাব বাসর ঘর, রাত্রি হল ভোর।

পদার্থ ও টীকা :-

বাসর ঘরে বর-কনে উভয়ের রাত জেগে গল্প করা, চিঠিপত্র লেখা ইত্যাদির মাধ্যমে লজ্জা ভাঙনের পদ্ধতি অতি প্রাচীন কাল থেকে আজও চলে আসছে।

(তেল-হলদ মাখার সময়কার গীত)

তেল হলুদ মাইখ্যারে বাছা মলিল শহরে,
শহরে বহুর বেটি মারে টুকি টাকি,
জাতের যদি হয়ত্যাকরে বাছা, ডেকে বেটি দিতাম।
ধন্য ধন্য বাছা তোমার মায়ের কোখ্,
তোমার মায়ের কোখেরে বাছা হেঁপুলে মড়াবো। ইত্যাদি।

পদার্থ ও টীকা :-

মাইখ্যারে - মেখে। বাছা - ছেলে। হয়ত্যাকরে - হোঁত। কোখ - হৃদয়।

(খুবড়া খাওয়ানোর গীত)

দাদি রান্ধে ক্ষীর - ক্ষীপনী দাদা ঢালে দুধ,
ভোম্‌রা শেষ মাছিতি খেয়ে গেল ক্ষীরের দুধ।
ভানি রান্ধে ক্ষীর - ক্ষীপনী ভাই ঢালে দুধ,

ভোমরা শেষ মাছিতে খেয়ে গেল ক্ষীরের দুধ,
ফুফু রান্ধে ক্ষীর-ক্ষীপনী ফুপা ঢালে দুধ,
ভোমরা শেষ মাছিতে খেয়ে গেল ক্ষীরের দুধ। ইত্যাদি -

শব্দার্থ ও টীকা :-

ভোমরা - ভ্রমর, ভীমরুল। দুধ ও ক্ষীর খেয়ে ফেলে ভীমরুল ও মাছি। এখানে বর-কনে বা পাত্র-পাত্রীকে ভোমরা ও মাছি হিসাবে কল্পনা করা হয়েছে।

(বাসর ঘরের গীত)

শেরশাহবাদ সম্প্রদায়ভুক্ত মুসলমান সমাজের মৌলভী আবু তালের আলির (ইটাহার, প: দিনাজপুর) নিকট থেকে সংগৃহীত।

কার ঘরে বাসা করলে বাউইরে,
কে মারলে চালে ঘুষা বাউইরে,
কে তুলবে বিছানার কাঁটা বাউইরে,
রসিলা তুলবে বিছানার কাঁটা বাউইরে। ইত্যাদি -

শব্দার্থ ও টীকা :-

বাউই - বাবুই পাখী। এ গীতের মাধ্যমে কনের লজ্জা ভাঙিয়ে স্বামীর প্রতি তার কর্তব্যের ইঙ্গিত বহন করছে।

(খুবড়া খাওয়ানোর সময়কার গীত)

মালদহের ওন্ডমালদহ এলাকার শেরশাহবাদ সমাজভুক্ত বলরাম পুরের রইসুদ্দিন আহমোদের নিকট থেকে সংগৃহীত।

ক্ষীর খারে রে লসা ক্ষীর খা, তোর বাবা দিবে ভরি ভরি দান,
ছেলের মুখে দিতে নিজের মুখে দিলে, গোটা গোটা আনরসা
দাড়ির তলে লুকাইলে, ভরা সভার মাঝে বড় লজ্জা পাইলে।
ক্ষীর খারে আরশ ক্ষীর খা, তোমার বাবা করিলে ভরি ভরি দান,
আরশের মুখে দিতে নিজের মুখে দিলে, গোটা গোটা আনরসা দাড়ির তলে লুকাইলে,
ভরা সভার মাঝে বড় লজ্জা পাইলে।

শব্দার্থ ও টীকা :-

লসা - ধর, পাত্র। আনরসা - পাকোয়ান বিশেষ। গমের আটা, গুড়, চিনি ও সরষার তেল দিয়ে তৈরী হয়। আরশের - পাত্রীর, কনের।

তেল-হলুদ মাখানোর সময়কার গীত

মানদহের গারোল এলাকার বঙ্গাল সমাজভুক্ত খোলসুা গ্রামের রশিদা বেগমের নিকট থেকে সংগৃহীত।

হলদি তোমার কোন্খানে জন্ম হে, হামার জন্ম বাবুর বাগানে।
হলদি তুমি কিকি কাজে লাগো হে,
[illegible] হামি লাগি নৌসা মিঞার গায়ে হে।
মেহেদী তোমার কোন্খানে জন্ম হে, হামার জন্ম বাবুর বাগানে।
মেহেদী তুমি কি কি কাজে লাগো হে, হামরা লাগি নৌসা মিঞার হাতে হে।
উপটন কোন্খানে তোমার জন্ম হে, হামার জন্ম বানিয়ার দোকানে।
উপটান তুমি কি কি কাজে লাগো হে, হামরা লাগি নৌসা মিঞার গায়ে হে।
বারে বারে মানা করনু ওরে তেলিয়া ভায়া, না দিও করোয়ার তেল,
বাবা সোহাগিয়া ধিয়া মোর লাগি পেলু করোয়ার তেল।

শব্দার্থ ও টীকা :-

হিন্দু-মুসলমান উভয় সমাজে বিয়ের সময় তেল-হলুদ লাগানোর প্রথা লক্ষ্য করা যায়। ইসলামী শরিয়তে মেহেদীর ব্যবহারের কথা উল্লেখ রয়েছে।

।। আদা কাটার সময়কার গীত ।।

আদা কাটো চাকি চুকি, পানং শাপের ডালারে (কি ওরে -ও)
ও মোর সোনার মালারে, আদা কাটিন চাকা চুকা
পাঘানের বঠিতে থুইয়ারে সজনী (কি ওরে -ও)

শব্দার্থ ও টীকা :-

পাঘান - ধাতু বিশেষ। এর তৈরি খুব ধারালো ও মজবুত হয়। থুইয়া - রেখে।

।। [illegible] গীত ।।

।। মালা বদলের গীত ।।

মালদহের গাজোল এলাকাধীন বঙ্গীয় মুসলমান সমাজের সায়েরা বানুর (পিতা আমিজুদ্দিন সরকার হলদি বাড়ি গাজোল মালদহ) নিকট থেকে সংগৃহীত।

শাঁক বাজে,সানাই বাজে,ঘোমটা খুলে নাও ।
লজাবতী কনেবৌয়ের নুনুক টেনে নাও ।।
কনেবৌ ঘোমটা খুলো , ওদুটি নয়ন তোর দেখে নেবে
ছাদনা তলাতে ।
আজ মালা বদল হবে এই রাতে ।।
সাইকেল দিলাম,ঘড়ি দিলাম,সাত ভরি সোনা ।
রায় বাঘিনী ননদিনী খোঁটা দিও না ।।
খেতে দিলাম তারে উঁচু থালাতে আজ মালা বদল হবে এই রাতে ।
নাজে রাঙা হল কনেবৌ গো আজ মালা বদল হবে এই রাতে ।।
ও তোরা উলু দে রাঙা বর ঘরে এলো
টোপর মাথায় দিয়ে চতুর্দোলাতে,আজ মালা বদল হবে এই রাতে ।।

শব্দার্থ ও টীকা :-

নুনুক - নাকের অলংকার বিশেষ নাম ।
খোঁটা - কথার আঁচড় । মালা বদল, উলুধ্বনি , বরের মাথায় টোপর , ঘর চতুর্দোলার ইত্যাদির উল্লেখ হিন্দু সংস্কৃতিকে স্মরন করিয়ে দেয় ।

(দ্বারবঙ্গীয় তথা খোটা ভাষাভাষী মুসলমান সমাজে ঢুলিকে লক্ষ্য করে গীত)

মজিনা গাছে ফুল ফুটিল চিকন চিকন পাতা ।
ভাল করে ঢোলু বাজারে হারাম জাদার বেটা ।।
যার হাতে ঘড়ি দেখব তার সঙ্গে যাব না ,
ঢোলুয়ার সঙ্গে বারজিৎ লাগাব জাতিকুলে যাব না ।

শব্দার্থ ও টীকা : -

হারাম জাদা বেটা - চ্যালেঞ্জ স্বরূপ এক ধরনের গালি । ঢোলুয়া - ঢুলি । বারজিৎ লাগাব - মোকাবিলা করব । জাতিকুলে - স্বজাতিতে অর্থাৎ নিজস্ব গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের মধ্যে ।

বিবাহের অনুষ্ঠানে ছেলে মেয়ের (পাত্র-পাত্রীর) মঙ্গলের জন্য আল্লা-পীরের উদ্দেশ্যে খাসি উৎসর্গ, সিরনী প্রদান ও গীত। মালদহের মানিকচক থানার এলাকাধীন মোহনা গ্রামের রোকিনা বেওয়ার (স্বামী সেখ মহম্মদ আলী) নিকট থেকে সংগৃহীত।

উঠি আল্লা মিঞা নিনাকে মাতে
খাসিয়ে চড়ি ঝঞ্ঝা কাল দয়ারে পছাড়ু মিঞা খাসিয়া।
তেরিজো আম্মা দুলারওয়া আল্লা-পীর মনাবা
নানি মনাবা চল্লিশ পীর এ নাউসারে।
তেরে গল্লে চম্পেকা হার এগভারুরে।
তেরি দাদি মনাবে সব্বে শীর এ নাউসারে।
তেরে গল্লে সোনেকা হার এগভারুরে।

শব্দার্থ ও টীকা :-

আল্লা - ঈশ্বর। মিঞা - সম্মানসূচক শব্দ। নিনাকে মাতে - ঘুমের ঘোর থেকে। খাসিয়া - খাসি, ছাগল। চড়ি - চড়ানো, উৎসর্গ করা। ঝঞ্ঝাকাল - দুর্যোগপূর্ণ সময়ে, বিপদে। পছাড়ে - চিৎকরে উল্টিয়ে দেওয়া। তেরি - তোমার। দুলারওয়া - ছেলে। নাউসা - বর। গভারু - বর।

নিম্নে উদ্ধৃত বিয়ের গানগুলো বঙ্গালমুসলমান সমাজভুক্ত বিবি রসিদার (স্বামী সেখ দানিশ গ্রাম খোলম্বা, গাজোল, মালদহ) নিকট থেকে সংগ্রহীত।

গাই গেল অরুনে, বাছুর গেল মোর চরনে,
গোয়াল গেল মোর গয়া-কাশীর বনে নাইও।
গাইয়োক আনমু হাঁকনে, বাছুরক আনমু ধরিয়ে
গোয়ালোক আনমু মাথার শিশিবল দিয়ে না মোর কে।
সোনার চোঙ্গায় দুহিমু, রুপার চোঙ্গায় নাপিমু,
সেগুনা দুধ মামি বুঢ়া-শীরের সিন্নি দিমু না মোর কে।
আল্লা মিঞার দরজায় গেনু, চম্পাফুলের লাগাল পাইনু,
আল্লা বাতাসে নিহন দে বাড়ীতে যাব।

শব্দার্থ ও টীকা :-

গাইয়োক - গাভীকে । আনিমু - আনব । সেগুনা - ঐ, ওটা । বিয়ের আগে আল্লাহ ও পীরের নামে গাভীর দুধের সিরনী দেওয়ার প্রথা এখানে উল্লেখিত ।

বরের মাথায় চুল কামানোর সময়কার গীত ।

নাউয়া নাপিতরে, সারি বাঙ্গালা কোঠা কামাইওরে ।
দুধ খাওয়ার বাটি দিমু নাউয়ারে, ভাল করিয়া কামাইও
মোর বাছাক নাউয়ারে ।
ভাত খাওয়ার থালি দিমু নাউয়ারে, ভাল করিয়া কামাইও
মোর বাছাক নাউয়ারে ।
নাউয়া নাপিতরে - সারি বাঙ্গালাকোঠা কামাইওরে ।
পানি খাওয়ার গেলাস দিমু নাউয়ারে,
ভাল কনিয়া কামাইও মোর বাছাক নাউয়ারে ।

শব্দার্থ ও টীকা :-

গায়ে হলুদের পর নাপিতের নিকট বিশেষ ধরনের (কাটিং) চুল কাটার নির্দেশ পাওয়া যায় এ গীতটিতে ।

।। বিবাহ মণ্ডপের গীত ।।

আঢ়ে দিনকার লাগিন বাপু মাড়োয়া গাড়িলেন গো,
মাড়োয়াতে বুলে রাজহাঁস ।
হাঁসের বুলি শুইন্যা বাপের মনুরা ঝরে গো,
হচ্‌নিসি হচনু বাপু ভাত কাপড়ার ভারী গো,
মাড়োয়াতে বুলে রাজহাঁস ।

শব্দার্থ ও টীকা :-

আঢ়ে দিনকার - আড়াই দিনের । মাড়োয়া - মণ্ডপ, এখানে বিবাহ মণ্ডপ । মনুরা - মন । বিয়ের অনুষ্ঠানে আনন্দের পরিবেশ সৃষ্টি হলেও ছেলের বাবার মনে ঝরে নানা ধরনের দুঃশ্চিন্তা ঘুরপাক খায় । তাকেই তো বিয়ের সব সরঞ্জাম যোগার করতে হয় ।

।। বিবাহ অনুষ্ঠানের অন্যান্য গীত ।।

হিনা পাকুরিয়ার তলে রে ভাই, সেরাজুল বেচে পান ।
সে পান খাইয়ে সেলিমা হইল অপমান রে, পাকুড়িয়ার তলে ।
সেলিমা করে এত ঠাঁটরে, পাকুড়িয়ার তলে ।
মুঁই কিবা জানি গো সেলিমা, তোর এতই ঠাঁট,
বিছান পাতি বিছিয়ে দিনু হিজাল মোড়া খাটরে, পাকুড়িয়ার তলে ।
নাচিতে নাচিতে সেলিমা গলা হইল ঘার
জল খাইতে গেল সেলিমা সেরাজুল নাঙ্গের ঘাটেরে পাকুড়িয়ার তলে ।

শব্দার্থ ও টীকা :- প্রেমিক বট গাছ তলায় পান বিক্রি করে, প্রেমিকা তার কাছে করে প্রেম নিবেদন । এখানে তত্ত্বকথা থাকলেও লোকায়ত যৌবন তরঙ্গের, উচ্ছ্বাস লক্ষনীয় ।

মাছ মারিনু রুহি কাত্‌লা বাছিনু ধইনু রাধিনু রে কি ।
সবাই বলে মজা মজা, স্বামী বলে তিতারে কি ।
স্বামীর মাথায়া ভাঙ্‌নু হাঁড়ি, হইনু দশতরী রে কি ।
স্বামীর লইগ্যা করিনু বিছানা, দেওর আইস্যা শুতিলো রে কি ।
কাতে খাঁচিবো দেওয়ার ধুতি, কাতে খাঁচিবো শাড়ীরে কি ।
নদীতে খাঁচিবো দেওয়ার ধুতি, বাড়ীতে খাঁচিবো শাড়ীরে কি।
কাতে শুকাবো দেওরার ধুতি, কাতে শুকাবো শাড়ীরে কি ।
তারে শুকাবো দেওরার ধুতি, আলনাতে শুকাবো শাড়ীরে কি ।
কাতে গোছাবো দেওরার ধুতি, কাতে গোছাবো শাড়ীরে কি ।
বাক্‌সতে গুছাবো দেওরার ধুতি, সুটকেশে গুছাবো শাড়ীরে কি ।

শব্দার্থ ও টীকা :-

স্বামীর আচরন ও ব্যবহারে কন্যার স্বামী-বিমুখ মন দেবরের প্রতি ধাবিত হয় । দেবরকে খুশী করার জন্য তার বিভিন্ন ধরনের প্রচেষ্টা এখানে বর্তমান ।

উপর মহলে বইস্যা রহিমা, কি ও রে করিছোরে কি ?
বনাইছ মশলা দেওয়ারে পান, হাতিয়ার পিঠে চইড়্যা নৌসা
পেঁপুতে তুইল্যা লেহরে পান, খাব না জর্দা দেওয়ারে পান।
খাব না মশলা দেওয়ারে পান।

শব্দার্থ ও টীকা :-

প্রেমিকের কাছে প্রেমিকার হাতের পান কতই যে মধুর কতই যে প্রিয় তার চিত্র এখানে অতি সুন্দর ভাবে পরিস্ফুট।

মা বসিল আঙিনাতে, বহিন বসিল ওসোরাতে,
কমনি বসিল জোড়া কোঠার ভিতরে।
বহিনের নামে এক পয়সা, মায়ের নামে দু পয়সা,
কমনির লইগ্যা আইনাছি করেঞ্জা হে।
মাউ লিলে ডাঁড় লাগে, বাহিন লিলে পর ঘরে যায়,
কমনি লিলে সর্ব সে দাড়ায়।

শব্দার্থ ও টীকা :-

ওসোরাতে - বারান্দায়। কমনি - স্ত্রী। ডাঁড় - লোকশান। করেঞ্জা - অলঙ্কার বিশেষ। মা ও বোনের চেয়ে স্ত্রী যে বেশী আদরের তার এই গীতে উদ্ধৃত।

নাকোড় পাকোড় জোড় পাকোড়, চেংড়ার সবারে মোর তেল কাজল।
নারী চিকো মালদো শাড়ী মরি হায়রে।
বাংগুরা মাগিটার লম্বা কেজ, হাঁটিতে বেড়াতে নানান ভেল,
সে মাগিটা গুঞ্জরি ভমর মাগে, বড় ভাসুর হামার নেশা খোর,
মেইজো ভাসুর মোর গাঞ্জাখোর,
ছোট দেউরা মোর মনেরই মতন মরি হায়রে।
পীরিত করবার আছে মন, চলো দেউরা লালদো মিলন।
পীরিত করবার আছে মন, ছাড় দেউরা মা-বাপের খোম, মরি হায়রে।

শব্দার্থ ও টীকা :-

স্বামীর সঙ্গে বিবাহিত জীবন দুঃখময় হয়ে উঠেছে। বড় ও ছোট ভাসুর একজন মদ্যপ ও অন্যজন পতিতা সেবক। দেবরই ভাল। উভয়ের মধ্যে এই অসামাজিক প্রেম শেষ পর্যন্ত ফলপ্রসূ করার জন্য উভয়েই দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

স্বামী শ্যামনগরের ঘাটে রে,স্বামী ডুবারুকে ডুবায়ে দেখ না রে।
স্বামী রেঙ্গুণ জ্বালাইয়া, দেখ না রে,স্বামী শ্যাম নগরের ঘাটে রে।
স্বামী ধুঁজিলেকি পাওয়া যাবে রে,স্বামী হারুয়া হারায়ে গেলছে রে।
স্বামী চুরি হারায়ে গেলছে রে, ধুঁজিলেকি নিশিন পাওয়া যায় রে।
স্বামী কোমরের বিছা হারায়ে গেলছে রে, স্বামী পাত তোড়া হারায়ে গেলছে রে।
স্বামী ধুঁজিলেকি নিশিন পাওয়া যায় রে,স্বামী শ্যাম নগরের ঘাটে রে।

শব্দার্থ ও টীকা :-

স্বামী-স্ত্রীর জীবনে মনের মিল একান্ত প্রয়োজন। কতকগুলো বাক্‌প্রতিমা বা ইমেজের মাধ্যমে কাম্য মিলন এখানে ব্যক্ত।

খালি মাজুয়া যাস্‌না সুন্দরী, ওলো সুন্দরী।
এই গাঁয়ের ঘরদলা পড়িবি নজরে, ওলো সুন্দরী।
মালদা জিলা, দার্জিলিং, শিলাইকুড়ি
এই গাঁয়ের মড়লের বেটা মাগীর পাইকারী, ওলো সুন্দরী।

শব্দ ও টীকা :-

কন্যা সুন্দরীর ও যুবতী, পুকুরের ঘাটে কতই না বিপদ। মোড়ল পুত্রও এবিষয়ে সৎ চরিত্র নয়।

গারোনিয়া সর্বসুতা ভাগলপুরিয়া তাঁতী -ও।
ভাল করিয়া বুনিয়া তাঁতী চুন পাইড়্যা ধুতী -ও।
সেপ্‌না ধুতী পিন্ধ্যা যাব দূরে শ্বশুর বাড়ী -ও।
বাঁয়্যা হাতে কাগজের হুঠা ডানিহন হাতে কলম -ও।
লিখিতে পড়িতে যাব দূরে শ্বশুর বাড়ী -ও।
উঠ উঠ বেটির বাবা, বেটি লিলাম হচ্ছে -ও।
পক্ষিল পোষকার বেটি আমার কান্দ হইরা হচ্ছে -ও।

শব্দার্থ ও টিকা :-

জামাই নিতে এসেছে কন্যাকে। বিদায়ের বিচ্ছেদ-বেদনা বাঙালী হিন্দুদের বিজয়াকে স্মরন করায়।

ঝাইড়্যা ঝুইড়্যা বাইন্ধা হে মায়েরা, ওগো মায়েরা আপন মাথার কেশ গে,
তোমার শ্বশুর আসছে লিজবারে।
ওগো মায়ি - শ্বশুরের সঙ্গে যাব না কি, শ্বশুরের সঙ্গে গেলে গে মায়ি, ওগো মায়ি
খিদাতে মরে যাব হাসি গে।
ঝাইড়্যা ঝুউড়্যা বাইন্ধা হে মায়েরা, ওগো মায়েরা আপন মাথার কেশ গে,
তোমার ভাসুর আসছে লিজবা গে।
মাণিকচকের হোটেল গে মায়েরা, কত খাইবারে তুমি,
ভাসুরের সঙ্গে গেলে গে মায়ি, ওগো মায়ি
কাক্কড়ে মরি যাব আমি গে।

শব্দার্থ ও টীকা :-

শ্বশুর বাড়ীতে অভাব। কন্যার পিতা মাতা ও প্রতিবেশীরা এখানে তাকে সান্ত্বনা দিচ্ছে।

একমন আটা দুই মন ঘি,
ভাজিতে ভাজিতে বেলা গেল চইল্যা গে মা, শ্বশুর খায় আমার এক পাড়া,
ভাসুর খায় মা তিন পাড়া,
হামায় ঘেরুয়া খাইলি ছয় পাড়া পরে গে মা।
শ্বশুর গেল হরিরামপুর, ভাসুর গেল মোর মৌলভপুর,
হামার ঘেরুয়া যাবি জন মালদা শহরে গে মা।
আমার শ্বশুর আনিবি নাকের ফুল, হামারও ভাসুর আনিবে কানের দুল,
হামার ঘেরুয়া আনিবি মাথার সিনানে সিন্দুর গে মা।

শব্দার্থ ও টীকা :-

বিবাহের পরবর্তী পর্যায়ে স্বামী গৃহে অত্যধিক পরিশ্রম। ভালবাসার দান হিসেবে শ্বশুর, ভাসুরের নিকট থেকে সে নাকের ফুল, কানের দুল প্রত্যাশা করে কিন্তু স্বামীর নিকট চায় মাথার সিন্দুর। এখানে হিন্দু-মুসলিম সংস্কৃতির মেলবন্ধন ঘটেছে।

দ্বারবঙ্গীয় মুসলমান সমাজের এই গীতটি মধুপুর গ্রামের মনোয়ারা বিবি (স্বামী সেখ আব্বাস গ্রাম, মধুপুর মানিকচক, মালদহ) নিকট থেকে সংগৃহীত।

খাইরুনের চোখে নয়ন কাজল, খাইরুনকে দেখে সবাই পাগল,
কোন দেশে গেলি খাইরুনরে।
খাইরুনের দাঁতে মিসি, খাইরুনকে দেখে সবাই খুশী,
কোন দেশে গেলি খাইরুনরে।
খাইরুনের বুকে কালো বুদাম, খাইরুনকে দেখে সবাই উদাম।
খাইরুনের কোমরে স্টীলের বিছা, খাইরুন করে মায়ের আশা,
কোন দেশে গেলি খাইরুনরে।
খাইরুনের পিনন ছাপা শাড়ী, খাইরুনকে দেখে মৌলভী কাঁয় দাড়ি,
কোন দেশে গেলি খাইরুনরে।

শব্দার্থ ও টীকা :- খাইরুন মুসলমান মেয়ের নাম। তার রূপের তুলনা হয় না। তার শাড়ী, ব্লাউজের বুদাম, কোমরের বিছা, দাঁতে মিসি, চোখের কাজল সবাইকে আকৃষ্ট করেছে। এমনকি মৌলভী সাহেবও রূপের কাছে ধর্মকে জলাঞ্জলি দিয়েছেন।

শেরশাহবাদ ও বৈচি সম্প্রদায়ভুক্ত মুসলমান সমাজের সোনাভান বিবির (স্বামী হজরত আলী গ্রাম ভুট্টী, লুটাহারা, উত্তর চণ্ডীপুর, মানিকচক মালদহ) নিকট থেকে সংগৃহীত।

এক মশাতে রানে বাড়ে দু মশাতে খায়,
মশা কামড়লে সোহাগপুরের গায়।
কাটাইস কামড়, চাটাইস খাবড়,
মশার দাগায় কচকি লিনে, কাচের আছি তুমের ধোঁয়ায়।

ভাটদের গীত

মালদহের মানিকচক এলাকাধীন শ্যামপুর চৌকি গ্রামের খুরসেদ বায়জীর নিকট থেকে সংগৃহীত।

এ কবিতা কহিছি নূতন, সোনা রূপার মান গেল,
পিতল, জিস্তা, আলা, ছোট জাতের মাগি পিনে,

বেদ পুরানকে না মানিয়ে বাপকে বেটা মারে,
বেটা ঘরে ভাত খায় বাহিরে বুড়া কাঁদে।
দেড় সের করে ধান বিকাইল, তিন খোয়া করে চাইল।
হাটে দেখ গাছ মরিচ চার আনা ছটাং,
কত জনা তরকারী খাইলো বিন বাসের জমাইন,)

এইবার আকানেকি বলিব গুণ, সব ছেড়ে টাকা কেজি খেলি নুন।

শব্দার্থ ও টীকা :- কহিছি - বলছি, বর্ণনা করছি, রচনা করছি। ধান - ধান্য, আদর। জিন্তা - এক ধরনের ধাতু। আল্লা- এ্যালুমিনিয়াম। ছোট আতের - নিম্ন শ্রেণীর হতে উৎপন্ন ছোট চাউল। পিন্ধি - স্ত্রী। পিন্ধে-পরে, পরিধান করে। লোহা বালা - লোহার বালা (হাতের অলঙ্কার)। বুড়া-বৃদ্ধা। (টাকার) দেড় সের - পুরাতন ওজন, প্রায় ১৭২৫ গ্রাম। গাছ- মরিচ - লঙ্কা। ছটাং - ছটাক। আকানে - দুর্ভিক্ষে।

নৌকা বাইচের গীত

এই অঞ্চলের গীতগুলো দ্বারবন্ধীয় অন্তর্ভুক্ত হিন্দি বাজার থানার চন্ডীপুর গ্রামের সাইরা বেওয়ার (স্বামী মৃত-সেখ এনামুল, বয়স -৫০ বছর) নিকট থেকে সংগৃহীত। মানদহের খোটা জামাজামী এলাকার হিন্দু-মুসলমান মেয়েরা শ্রাবণ-ভাদ্র মাসের বন্যার সময় নৌকা বাইচের গীত গেয়ে থাকে। বর্তমান বাঁধ প্রকল্পের মাধ্যমে বন্যা নিয়ন্ত্রণের ফলে নৌকা বাইচ ও নৌকা বাইচের গীতের প্রচলন অনেকাংশে হ্রাস পেয়েছে।

(১)

কারেকি মেরি নৌয়া বনিরে, কারে ন্যাপ্যান পারোয়ান হজরত।
গঙ্গা যিমনে কইসে জায়ো হজরত, খোয়াজে যিমনে কইসে জায়ো হজরত।
মোনে কি মেরি নৌয়া বনিরে, মোনে ন্যাপ্যান পারোয়ান হজরত।
গঙ্গা যিমনে কইসে জায়ো হজরত, খোয়াজে যিমনে কইসে জায়ো হজরত।

শব্দার্থ ও টীকা :- কারেকি - কিসের। মেরি - আমার। নৌয়া - নৌকা। বনিরে - তৈরী হয়েছে। ন্যাপ্যান - লাগানো হয়েছে। হজরত - মহাপুরুষ। কইসে- কেমন করে। জায়ো - যাব। খোয়াজে - মহাপুরুষ খোয়াজ খেজরের সঙ্গে। ইনি জীবিত মহাপুরুষ, জলে অবস্থান করেন।

(২)

এহি পারে গঙ্গা কি, ওহি পারে মুকনাথে,
বিচহি চননি বেরা গাছ।

তেঁহি তলে ঠাঁড়ি ভয়ি একেলি জো রাধাহে,
কধ্যাহুঁ ন্যা দেখাঁউ ঘাটোয়াল ।
তোরাকে দেবাঁউ মালাহা দোনা কানে সোনা
আর দেবাঁউ গলায় মতিহার, আগিয়া লগাবাঁউ গে রাধা
সোনো কানে সোনা বজরা খসবাঁউ গলে হার ।
হাম্মুজে লেবাঁউ গে রাধা সচলি যৌবনাওয়া,
জোহি দেখি জিয়্যারা বুঝাও ।
জাঙ্গ কাটিয়ে মালাহা বেরা বনাবাঁউ, হাত দুটি করাঁউ পাতোয়াল ।
আঁচল ফাড়িয়েরে মালাহা - পাল উড়্যাই বাঁউ
মালাহা রহলে মোরে ছাই ।
জহিকা ত্যাঁই মাঙ্গবেরে মালাহা সচলি যৌবনওয়া
ওহিকা ত্যাঁই হইবেরে গোলাম ।।

শব্দার্থ ও টীকা :-
এহি পারে - এ পারে । ওহি পারে - ওপারে, পরপারে । বিচহি - মাঝখানে । চননিকেরা গাছ - চন্দনের গাছ । তেঁহি তলে - তার তলায় । ঠাঁড়ি ভয়ি - আশ্রয় হল । একেলি - একলা, একা । কধ্যাহুঁ - কোথাও । দেখাঁউ - দেখি । ঘাটোয়াল - ঘাটের মালিক । তোরাকে - তোমাকে, তোকে । দেবাঁউ - দিব । মালাহা - মাঝি । আগিয়া লগাবাঁউ - আগুন ধরিয়ে দিব । খসাবাঁউ - খুলে দিব । হাম্মু - আমি । লেবাঁউ - লিব । সচলি যৌবনওয়া - সচল যৌবন, প্রেম । জোহি - যা । দেখি - দেখে । জিয়ারা - জীবন । জাঙ্গ-জঙ্ঘা (শরীরের অংশ বিশেষ) । কাটিয়ে - কেটে । বেরা-কলা গাছের ভেলা । বনাবাঁউ - তৈরী করব । ফাড়িয়ে - ছিঁড়ে । উড়াবাঁউ - উড়াব, পাল তুলব । জাহকা - যার। ত্যাঁই - তুমি, তুঁই । গোলাম - চাকর ।

বজরা লগাদেরে মাঝি, গৌরী জাগি শ্বশুরাল
বজরা লগাদেরে মাঝি। আগে আগে লড়কেকা বাবা
পিছে আব্যা লড়কোরি, লড়কা সমঝলেরে মাঝি ।
গৌরী খেলে বাঁহিচাল, গৌরী জাগি নৈহর দেশ,
বজরা লগা দেরে মাঝি ।

শব্দার্থ ও টীকা :-
বজরা - একধরনের জলযান । লগাদেরে - লাগিয়ে দাও । গৌরী - দুর্গা । জাগি - যাবে । শ্বশুরাল - শ্বশুরালয় । আগে আগে - সম্মুখ ভাগে ।

নাতুকের বাবা - ছেলের বাবা, এখানে মহাদেব । পিছে - পিছনে ।
আব্যা - আসছে । নাতুকারি - ছেলের মা, এখানে দুর্গা । সমঝনের - বুঝে -
নাও, ছেলে দেখাশুনার দায়িত্ব গ্রহন কর । নৈহর - মা-বাবার বাড়ী ।
মাঁইগি বাঁহিচান - বাইচ, এখানে নৌকাবাইচ ।

বড় বড় লেমুয়া পঁথা নৈহরা পাঠাউন কি ছোটে ছোটা,
পঁথা খিয়াকা সনেশ কি ছোটে ছোটা । তোরারে দেবাঁউ পঁথা
তোড়ালিয়ে পাঠিয়া কি যমুনাকো, খিরি দেবাঁউ দুধা ছাক্যা কি যমুনাকো ।
সবাহি কৈয়া কৈয়া হাজিরপুরা হাট্যা কি তোরি নৈয়া ।
রহালে মোরে ধার কিরি তোরি নৈয়া ।

শব্দার্থ ও টীকা :-

লেমুয়া - লেবু । বড় বড় লেমুয়া - বাতাবি লেবু ।
নৈহরা - মা বাবার বাড়ী । পাঠাউন - পাঠান । ছোটে ছোটা - ছোট ছোট
খিয়াকা - কন্যাদের । সনেশ - সংবাদ, খবর । তোরারে - তোমাকে, তোকে
দেবাঁউ - দিব । তোড়ালি - এক তোড়া । পাঠিয়া - পাঠা ।
যমুনাকো - যমুনাকে (যমুনা নদী) । দুধা ছাক্যা - পরিষ্কার দুধ ।
সবাহি - সকলের । নৈয়া - নৌকা । হাজির পুরা হাট্যা - হাজির পুরের
হাট । রহালে - থাকল । মোরে - পরিশোধ করা । ধার - ধন ।

বারিয়ে সারিয়ে পোরিরা কুড়িয়া লগাউন, হয়ে তো খেলাউ পোরা চরনিকা পাছ ।
তে হি তেন আহে মহাদেব পানতক লাগাওনে,
সারি সুতু সারি সুতু মনদিকা নৈয়া, তোহারি পকড়েলা মহাদেব
চোলি মোরি জিয়াউ, তোহারি পকড়েলা মহাদেব কেশ মোরি জিয়াউ ।
এতনা শুনিয়ে মহাদেব হাতে লিল লাঠি, কানে লিল ছাতা,
চলিও না খেল মহাদেব সন্ধ্যা করা দেল ।
এক কোসা খেলেহে মহাদেব, দুয়ে কোসা খেলাহে,
তিসারি কোসাহে মহাদেব সন্ধ্যা করা দেল ।

একে কোসা গেলে হে গৌরা, দুয়ে কোসা গেলে হে,
তিসরি কোসহে গৌরা পানি কি পানিহারিন হে। হাম্মু তুঝে পুছা হে বহিন
কিসিকা বাজন বাজে? বুঝো নহি হৌলাউহে গৌরা,
আহকেল নহি হোলাউ গে, নদীয়া কিনারে হে গৌরা সন্ধ্যা কেয়া বিহা হে।
ডোম নহি মিন্লাউ হে সন্ধ্যা, চন্ডাল নহি মিন্লাউ,
ভয়ি গেলি হামারি সৌতিন। জলম দিয়েছে আম্মা
করম নহি দিয়ে গে, ভয়ি গেলাউ হামারি সৌতিন।

শব্দার্থ ও টীকা :- কুড়িয়া - কুঁড়েঘর, আশ্রয়। চননিকা - চন্দনের।
তেঁহি তলে - তার তলায়। কোসা - ক্রোশ। নহি মিন্লাউ - পাওয়া গেল না।
হামারি - আমার। সৌতিন - সতীন। জলম - জন্ম। আম্মা - মা।

এ গীতে মহাদেব, গৌরী ও সতীন হিসাবে সন্ধ্যার নাম উল্লেখ থাকলেও মুসলমান সমাজের মেয়েরা ধর্মীয় চেতনাকে বাদ দিয়ে চিরসত্য স্বামী প্রেমের সুখ আর সতীনের জ্বালা-যন্ত্রণাকে তুলে ধরেছে এখানে।

।। প্রেম সঙ্গীত ।।

। আলিমন সুন্দরী ।

হয়না ছাগল বান্ধিবা যাইছ রে আলিমন সুন্দরী,
ছাগল বান্ধিয়ে গাছতলায় বসি।

চৈত্র মাসের রৌদ আলিমন গে, গে আলিমন ঘামিয়ে হৈল লাল,
রুমালখান লেগে আলিমন মুছেক তোর মুখের ঘাম।
তোর রুমাল লৈয়া দাদু হে পুড়ায়ে করমু ছাই,
নিজের রুমাল লৈয়া মুছব মুখের ঘাম।
শয়নেতে স্বপনেতে দেখিলাম গে আলিমন
তোর মতন মুখ খানা, পুরা পুরা গে আলমন মনের বাসনা।

আল্লা যদি মিলায়ে দিবে হে, হে আল্লা আলিমন সুন্দরী,
আল্লার নামে সিরনী দিব এক জোড়া খাসি।
ছোট থেকে বড় হইনু গে, গে আলিমন হইনু গে সেয়ানা,

পুরা পুরা গে আলিমন মনের বাসনা। পাকা পাকা বৈর পুনান, গে,
গে আলিমন দিমু তুড়িয়া, দুই জনাতে খাবগে আলিমন, গোহালে বসিয়া।

বারে বারে বলছি দাদু হে, হে দাদু, লজ্জা লাগে হায়ায়
এসব কথা বললে হে দাদু কহে দিমু মায়ের আন্নায়।
ভাল কথা কহিলাম আলিমন গে, গে আলিমন দেখ না গে বুঝিয়া,
সত্য কথা লেখা আছে আলিমন, কোরান দেখ্ নাগে খুলিয়া।
পাকা পাকা দাড়ি দাদু হে, হে দাদু পুড়ায়ে করমু ছাই,
কেমনি পার হবি হে দাদু দোজখের দরজায়।
রোজা কর নামাজ পড় রে দাদু নাম পাড়াউ হাজী,
পাড়ার লোকে বলবে রে দাদু সংসারের পাজী।
হাতে দিমু সোনার চুড়ি গে, গে আলিমন গলায় চন্দ্রহার
ঘরে বসিয়া দেখব গে আলিমন তোর রূপের বাহার।
একি তো বুড়ার শরীর গে, গে আলিমন আমাকে বলিস বুড়া
ভিতরে যে আছে গে আলিমন রসগোল্লায় ভরা।

ছেড়া দিলে বার টাকা, বুড়া দিলে দশমান,
বুড়ার সঙ্গে বিহা দিতে রাজী হইয়া গেলরে সই
এ যুবতীর মরণ হল না।
যাও কানা বাপো কানা, কানা গাঁয়ের মানুষ,
বুড়ার সঙ্গে বিহা দিতে কেউ করল না মানারে সই
এ যুবতীর মরন হল না।
মাথা বাঁধলাম বিছানা করলাম শুলাম বুড়ার পাশে,
আধা রাতে উঠে বুড়া খক্কর খক্কর কাশেরে সই
এ যুবতীর মরণ হল না।
বুড়া যাচ্ছে শ্বশুর বাড়ী মুখে চাপা দাড়ি,
আমাকে দেখে লাগে শেষা ভাঙ্গা গাড়ির খুরি রে সই
এ যুবতীর মরণ হল না।

কেশ কেন তোর আলু থালু গে, গে কাইয়ন পিঠে কেন ধুলা,
কাহার সঙ্গে করলি পিরীত ভাঙলি কলসা।
ঘরের পিছনে বইরের গাছ গে, গে যাও সবাই কাঁটায় খায়,

জোয়ান বেটি ঘরে রাখে, লজ্জা লাগে না ।

এহি বছর থাক না কাইমন গে, গে কাইমন হিয়া বান্ধিয়া,
ঘুরি সালে দিমু কাইমন গে, লাল টুসু টুসিয়া দুলা ।

আমার থেকে ছোট যারা গে, গে মাইও হইনু গে সিয়ানা,
আয়না খান দেখি মুখখান শোভা লাগে না ।

ছোট ছিলাম ভালই ছিলাম গে, গে মাইও হইনু যে সিয়ানা
একলা ঘরে শুইয়ে থাকি ভালই লাগে না ।

শব্দার্থ ও টীকা :- কাইমন - আলিমন সুন্দরীর মেয়ের নাম ।

মালদহের, হরিশ্চন্দ্রপুর, খরবা, চাঁচল এলাকার বঙ্গাল মুসলমানদের মধ্যে আলিমন সুন্দরীর গীত প্রচলিত । এক্ষেত্রে কিছু কিছু বঙ্গাল ভাষার প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায় ।

|| বৃষ্টির উদ্দেশ্যে মুসলমান মেয়েদের গীত ||

মালদহের ইংলিশ বাজার থানার দ্বারবংশীয় সমাজ ভুক্ত চণ্ডীপুর গ্রামের বিবি সালিমার (স্বামী মোঃ সেরাজুল) নিকট হইতে সংগৃহীত ।

(ফসল সংগ্রহ কালীন গীত)

নাজো পানি মাঙ্গেহে জঙ্গল বিচে, বিবি পানি মাঙ্গে হে জঙ্গল বিচে ।
বারি কুমারী ছোড়ি পানি মাঙ্গে হে জঙ্গলে বিচে ।

ব্যাঙ্ ভৈয়া বোলাই রে জঙ্গল বিচে, আল্লাপীর মনাবা জঙ্গল বিচে ।
আল্লা দাও হে ঝড়ি, মুই তো ভোর সে খড়ি ।

খেড়ির ক্ষেতে ছুল্ ছুল্ পানি ধানের ক্ষেতে ঘুটি পানি,
আল্লা দাও হে ঝড়ি, নাজো পানি মাঙ্গে হে জঙ্গল বিচে ।

নাজো মককাসে চলি আব্যা, নাজো পানি মাঙ্গে হে জঙ্গল বিচে ।

শব্দার্থ ও টীকা :- নাজো - কোন মেয়ের নাম । বিবি - বিবাহিতা মেয়ে । মাঙ্গে - চায় । বিচে - মধ্যে, মাঝখানে । বারি কুমারী - অবিবাহিত । ছোড়ি - মেয়ে । বোলাইরে - বলে, ডাকে । আল্লাপীর মনাবা - আল্লা-পীরকে সন্তুষ্ট করে । ঝাড়ি - বৃষ্টি । ভোর সে - ভোর থেকে । খড়ি - খাড়া । ছুল্ ছুল্ - অল্প । মককা - মুসলমানদের তীর্থক্ষেত্র ।

ভুজাইনু ভুজাইনু হে রাজাজীকে কিঙানী ভুজাইতে বড় সুন্দর লাগে।
রান্ধিনু রান্ধিনু হে ননদ(ও), রান্ধিতে বড় সুন্দর লাগে।
চিখাইনু চিখাইনু হে ননদ(ও), চিখাইতে বড় সুন্দর লাগে।

শব্দার্থ ও টীকা :-

ভুজাইনু - ভাজাইলাম। কিঙানী - কিঁয়া (এক ধরনের সব্জী) ভুজাইতে - ভাজিতে। রান্ধিনু - রান্না করলাম। চিখাইনু - স্বাদ গ্রহন করতে দিলাম। চিখাইতে - স্বাদ গ্রহন করতে।

হালুয়া ভৈয়া কানেরে, ধানের বিচি আনেরে,
এ ভৈয়া অতিয়া, পানি ঢালে মতিয়া,
হাল ফালে আসিলুম রে। (ইত্যাদি)

শব্দার্থ ও টীকা :-

হালুয়া - যে চাষ করে অর্থাৎ চাষী। ভৈয়া - ভাই, বড় ভাই। বিচি - বিচন। কানে - কাঁদে। অতিয়া - পুরুষের নাম। মতিয়া - মেয়ে লোকের নাম।

পশ্চিমসে উঠলরে মেঘুরে, পুরবে বরষাউ রে।
নহু নহু বুনিয়ারে মেঘুরে, আঙিনায় বরষাউ রে।
দক্ষিণসে উঠলরে মেঘুরে, উত্তরে বরষাউ রে
নহু নহু বুনিয়ারে মেঘুরে, আঙিনায় বরষাউরে।
বেগর পউনা কি তিরিয়া মেঘুরে, মনে মনে পসুতাবাউরে,
নহু নহু বুনিয়ারে মেঘুরে, মাঠে ঘাটে বরষাউরে। ইত্যাদি।

শব্দার্থ ও টীকা :-

পশ্চিমসে - পশ্চিম থেকে। মেঘু - মেঘ। বরষাউ - বর্ষন কর। নহু - ছোট, ক্ষুদ্র। বুনিয়া - বিন্দু, বৃষ্টিবিন্দু বেগর - বিনা, ছাড়া। পউনা - দ্বিরাগমন। তিরিয়া - বৌ। পসুতাবাউ - আফশোষ করে।

বড় বড় দালান দেখে এসেছি বেপারী,
হাজার নাম জানিরে গুমানি, হাজার নাম জানি।
বড় বড় দালান দেখি আইছিলাম না,
ওরে গুমানির মাগী রাউ কাড়ে না।
পয়সা দো পয়সামাগে ঘরেতে নাহি,
পরদেশী য়া বলমুয়া লাজ(ও) নাহি।
আমি মনে আশা করলাম,পাব রে লাল শাড়ী,
শাড়ী-টাড়ী কুছনি পেলাম,গুদড়ি ঢেরি।
বড় বড় দালান দেখে এসেছি বেপারী,
হাজার নাম জানিরে গুমানি, হাজার নাম জানি।

শব্দার্থ ও টীকা :-

বেপারী - ব্যবসায়ী। গুমানি - অহংকারী।
আইছিলাম - এসেছিলাম। মাগী - বৌ, স্ত্রী। রাউ কাড়ে - কথা বলে।
পরদেশী য়া - যে বিদেশে থাকে। বলমুয়া - স্বামী, ঘরের কর্তা, কুছনি - কিছু।
গুদড়ি - ছেঁড়া, পুরাতন। ঢেরি - অনেক।
এই গীত মালদহের হিন্দু মেয়েরা কর্ম-ধর্ম ব্রতের আগে টাকা পয়সা ও ফসল সংগ্রহের সময় গেয়ে থাকে যদিও কিছু কিছু ভাষা ও শব্দের পার্থক্য বর্তমান।

কনিয়াগুড়িয়া ব্রতের (কনিয়া-গুড়িয়া নদীতে ভাসাবার সময়)
গীত

এই গীত মালদহের রতুয়া, থানার দ্বারবঙ্গীয় সমাজভুক্ত চাঁদপুর গ্রামের বিবি হাফিজার (পিতা মৃত আমাহিয় মণ্ডল বয়স ৫৮ বছর) নিকট থেকে সংগৃহীত।

কনিয়া গে, গুড়িয়াগে মাটির তলে তলে যাবি গে।
ওখনি দেবো, সামাট দেবো চুড়া কুটি কুটি খেয়ো গে।
মা লগি মত রইবে গে, বাপ লগি মত রইবে গে।
গড় লগি লগি যাবি গে কনিয়া গে গুড়িয়া গে,
মাটির তলে যাবি গে।

শব্দার্থ ও টীকা :-

করিয়া - করে। পুতুলিয়া - হাতে তৈরী প্রতিমা বা পুতুল। ওখলি - ছাম (কাঠের তৈরী) সাপট - কাঠের তৈরী প্রায় তিন হাত লম্বা এর সাহায্যে ছাঁচে রাখা দ্রব্য চুর্ণ করা হয়। লগি - লাগিয়া, জন্য। যা লগি - মায়ের জন্য। রইবে - কাঁদিবে। অত্-মা। গড় - লুটিয়ে, প্রণাম মাটিতে লুটিয়ে।

লোকনাট্যের (Folk Drama) ভূমিকা

বিদগ্ধ গবেষক অধ্যাপক ডঃ এ, এন, পেরুমল বলেন - " Drama is an art serving Feast for the eyes, ears and mind simultaneously. Its faecets are visual, awral, mimetic and verbal. The theatre is the proper place for its performance and fine literature with entertaenment values is it real merit. "

নাটকের জন্ম-ইতিহাস রহস্যে আবৃত এবং এ সম্পর্কে বিরুদ্ধ মতবাদ বর্তমান, তবে প্রখ্যাত আলোচক Allardycle Nicoll মনে করেন যে - " the foundation of drama lay in the Athic Comus, a popular ritual wherein a group of revellers organised percessious and Song Songs of doubtful propriety in honone of Dionyses. " (2)

ভারতীয় নাটক প্রসঙ্গে wells নৃত্যের নিকট তার জন্মের কথা আলোচনা করেছেন। ভারতীয় নাটকে নৃত্যের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ নিঃসন্দেহে। (৩)

লোক সমাজের যে নাট্যরীতিযুক্ত যে রচনা - তাই সংক্ষেপে লোকনাট্য বলে অভিহিত - যদিও তার মধ্যে ত্রিবিধ রূপই বর্তমান - অর্থাৎ নৃত্য-গীত ও সংলাপ। নাটকের যে উদ্দেশ্য অর্থাৎ আনন্দ ও শিক্ষাদান, তা লোকনাট্যেও বিদ্যমান।

বর্তমান পরিচ্ছেদে উত্তর পশ্চিম সীমান্ত বাংলার তিনটি জেলা - দার্জিলিং, পশ্চিম দিনাজপুর ও মালদহে তার বিচিত্র আকার ও প্রকার আলোচিতব্য।

পাদটীকা :

(১) Dr. A.N. Perumal - Tamil Drama (1st.Edn) - Page - I

(২) Allardyce Nicoll - world Drama, from Aeschytus to the present Day (1954) p. 90

(৩) Henry W. Wells - the classical Drama, India P. 11.

।। লোকনাট্য ও লোকসঙ্গীত ।।

লোক নাট্যের মধ্যেও সঙ্গীত বর্তমান। তাই এগুলোকে লোকসঙ্গীতের অন্তর্ভুক্ত করতে কোন দ্বিধা নেই। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত-বঙ্গের সব জেলাতেই এ ধরনের লোক-নাট্য প্রচলিত। বর্তমান আধুনিক শিক্ষা ও বিজ্ঞানের প্রসারের ফলে লোক-নাট্যগুলো প্রায় নিশ্চিহ্নের পথে। তবে গ্রাম্য সমাজের অশিক্ষিত নারী ও পুরুষেরা বিভিন্ন সময়ে কর্মসঙ্গীত হিসাবে গুনগুন করায় শুধু গানগুলো আজ পর্যন্ত কোনরকমে টিকে রয়েছে। গানগুলোতে বর্ণনা ও খোটা বা সংমিশ্রিত এই দু' ধরনের ভাষা লক্ষ্য করা যায়। সংলাপের চেয়ে গান বেশী থাকায় লোকসমাজে এগুলো নক্সাগান নামে পরিচিত। সংগৃহীত লোকনাট্যের মধ্যে রয়েছে -

(১) মিনতি সুন্দরী বা বুলেশুরী গান, (২) বারমেলাশুরী গান, (৩) চাঁচলিয়া গীত বা গান, (৪) জানে আলম বাদশাহ বা তোতা কাহিনী, (৫) গুনাই বিবির গান, (৬) জরিনা সুন্দরীর গান, (৭) জামাল-কামালের গান, (৮) তোমনী গান, (৯) মাটুয়া ও বুমুরিয়া গান, (১০) আলকাপ গান, ও (১১) গম্ভীরা গান।

।। বুলেশুরী গানের সংক্ষিপ্ত কাহিনী ।।
ও গান

(মালদহ জেলার চাঁচল, হরিশ্চন্দ্রপুর, গাজল ও পশ্চিম দিনাজপুর জেলার ইটাহার, করমদীঘি এলাকায় বুলেশুরী গান প্রচলিত। উন্নত ধরনের যাত্রা দলের আবির্ভাবে গ্রামীন অশিক্ষিত লোকেদের এই লোকনাট্য গুলো প্রায় বিলুপ্তির পথে। বর্তমানে জমি চাষ করার সময় কিংবা ফসল কাটার সময় চাষী ও খেতমজুরের মুখে এর গানগুলো শুনতে পাওয়া যায়।)

কাহিনী :- ঘোঃ আশিক মুসলমান ঘরের ছেলে। বিদ্যালয়ে পড়াকালীন মিনতি নামে একজন মেয়ের সঙ্গে তার প্রেম জন্ম। ঘোঃ আশিকের বাবা-মা মারা যাওয়ায় সে মামার বাড়ীতে থেকে পড়াশুনা করছিল। সামাজিক বিধি নিষেধের জন্য

দুজনের প্রেমকে তার মামা সমর্থন করতে পারেন নি। যার ফলে তিনি ভাগ্নেকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেন। মোঃ আসিক ঘুরতে ঘুরতে হরিশ্চন্দ্রপুরে পৌঁছে। সেখানে মিনতির সঙ্গে তার মিলন হয়। তারপর রেল স্টেশনে টিকিট কেটে তারা দুজনে বর্ধমানে নেমে পড়ে। তখন গ্রীষ্মকাল। মিনতিকে কোন এক জায়গায় বসিয়ে আসিক গেল জল খেতে। এই ফাঁকে শক্তি সিংহ নামে এক গুণ্ডা মিনতিকে জোরপূর্বক ধরে নিয়ে পালিয়ে যায়। পথে শক্তি সিংহের সঙ্গে লড়াই করে বিক্রম সিংহ মিনতিকে উদ্ধার করে আসিকের কাছে পৌঁছে দেয়। আসিকের হাতে কোন টাকা পয়সা ছিল না। তাই জয়পুরে তাকে কিছু কিছু দিন অবস্থান করতে হয়। পরিশ্রমের মাধ্যমে কিছু অর্থ যোগাড় করে সে। তারপর দুজনে মালদা শহরে আসে ও এখানে তাদের কোর্ট ম্যারেজ হয়। সেখানে থেকে মামার গ্রামে এসে অন্যত্র ঘর তৈরী দুজনে সুখে শান্তিতে বসবাস করতে থাকে।

প্রধান চরিত্র :- (১) মোঃ আসিক (২) মিনতি।

অপ্রধান চরিত্র :- (১) মোঃ আসিকের মামা (২) বিদ্যালয়ের শিক্ষক
(৩) শক্তি সিংহ (৪) বিক্রম সিংহ (৫) বিবাহের উকিল
(৬) বুলুদা - সহপাঠী

।। গান ।।

মোঃ আসিক -
ধরবা থানায় ঘর বাড়ি নামটি আসিক হয়,
পিতার নামটি আজাদ আলি দিলাম যে পরিচয়।

মিনতি -
আজিম নগরে ঘর বাড়ি নামটি মিনতি,
বাবার নামটি মৌসাদআলি দিলাম পরিচয়টি।

মোঃ আসিক -
কি দেখিলাম, কি শুনিলাম স্কুলে আসিয়া,
মোর মনটা আজ পাগল হল কন্যার রূপ দেখিয়া।

মিনতি -
কাঁখে নিলাম(নিলাম) শূন্য থালি হাতে নিলাম জলের ঘটি,
শূন্য দিবা যাইছুরে মুই ওই না চিকন মাটি।

মোঃ আসিক -
হাতে নিলাম হাতের লাঠি নিলাম বলদ জোড়া খুলিয়া

হাল বাহিবা যাইছুরে মুঁই ওই না চিকন ভিটা ।

বুঝলু দা -

কি কি কথা কহলু আসিক দা তোরা দুজনায়
ইসব কথা বলবরে আসিক দা তোর মামার লগায় ।

আসিক -

হাতে ধরি পায়ে পড়ি মিনতিগে করিয়া
ইসব কথা কহিস না বুঝলু দা মোর মামার লগা ।
পাঁচশো টাকা দিমু বুঝলু দা পান সিগারেট খাবা
ইসব কথা কহিস না বুঝলু দা মোর মামার লগা ।

আসিক -

কি কি জিনিষ আনিয়াছিস্ মিনতি কহা না খুলিয়া ,
দুজনা মিলে খানা খাব গাছতলায় বাসিয়া ।

শব্দার্থ ও টীকা : -

পন্তা - জল দেওয়া বাসি ভাত । যাইছুরে মুঁই - আমি যাচ্ছি । চিকন মাটি - মাঠের নাম । হাল বাহিবা - হাল বাইতে । কহলু - কহিলে, বললে । লগায় - নিকটে, কাছে । দিমু - দিব । খাবা - খেতে । কহা - কহ, বল ।

।। ঝামেলাশুরী গানের সংক্ষিপ্ত কাহিনী ।।

লাল মিঞা নামে এক বাদশাহ ছিলেন । তার একটি মাত্র মেয়ে নাম ঝামেলাশুরী । সে রোজ মাদ্রাসায় মৌলভী সাহেবের কাছে পড়তে যেত । পাড়া-গ্রাম দিয়ে মাদ্রাসা যাওয়ার রাস্তা । পথে আইনাল হাজীর বাড়ী । তিনি আশি বছরের বৃদ্ধ । একদিন তিনি বাদশার মেয়ের রূপ ও সৌন্দর্য্য দেখে তাকে বিয়ে করার জন্য পাগল হলেন। কিন্তু একজন বুঢ়াকে তো যুবতী কন্যা বিয়ে করতে মোটেই রাজি হবে না চিন্তা করে আইনাল হাজী ঝামেলাশুরীকে যাদু মন্ত্রের দ্বারা বশ করার জন্য একজন নলুয়া ও তার স্ত্রীর সাহায্য প্রার্থনা করেন। তিনি নলুয়াকে দিয়ে ঝামেলাশুরীকে বশে এনে বিয়ে করেলন বটে কিন্তু ঐ বিয়ে দীর্ঘস্থায়ী হয় নি । আদালতে উভয়ের বিবাহ ছিন্ন হয় । পরে ঝামেলাশুরী অন্যত্র বিয়ে করে সে

সুখে স্বচ্ছন্দ তার (শ্রমজীবন ও সাংসারিক জীবন অতিবাহিত করে।

(এ গান মালদহ জেলার গোটা চাঁচল, হরিশ্চন্দ্রপুর (খরবা, গাজোল ও পশ্চিম দিনাজপুর) জেলার ইটাহার, করনদী ঘি এলাকায় এক সময় প্রচলিত ছিল।)

ঝামেলাশুরী গানের চরিত্রসমূহ

(১) বাদশাহ লাল মিঞা (২) ঝামেলাশুরী (বাদশার মেয়ে) (৩) তোহমিনা-খাতুন - (বাদশাহের স্ত্রী) (৪) মৌলভী (৫) বাদশাহের প্রহরী (৬) দাদু-আইনাল হাজী (৭) পোতা - শিচকার (৮) নলুয়া (৯) নলুয়ার স্ত্রী।

ঝামেলাশুরী গানে অংশগ্রহনকারীর সংখ্যা - ১৫ জন।

চরিত্র সংখ্যা - ৯ জন। ছোকড়া - ১ জন।

ধুয়ারী ও বাদ্যকার - ৫ জন।

বাদ্য যন্ত্র :- ফ্লুলেট, কর্নেট, হারমোনিয়াম, তবলা ও ডুগ্গি।

গানের বিভিন্ন অংশ : (১) বন্দনা (২) খেমটা (৩) পালা

বন্দনা অংশের গান :

আসরে বন্দনা করি, দশের চরন শিরে ধরি,
তার চরনে হামরা নমস্কার করি,
কালী মায়ের চরন বন্দি, তার চরনে হামরা নমস্কার করি।
ইত্যাদি -

খেমটা অংশে ছোকড়া বিভিন্ন ভঙ্গীতে নাচ ও গান দিয়ে দর্শকদের ক্লান্তি দূর করে ও আসরকে শান্ত রাখার চেষ্টা করে থাকে।

পালা অংশের গান : তোহমিনা খাতুন -

শুনগে বেটি হামার কথা,
কথা কহছু বুঝাইয়া,
যাদুমাতে বেটি যানা পড়িবা।

ঝামেলাশুরী :-
শুনগে মাতা হামার কথা,
কথা কহছু বুঝাইয়া,
মুরুক বয়সে মাতা কেমনে যায় পড়িবা।

নলুয়া :- হামরা হলাম নলুয়ার জাতি, চিন্লা কাউয়া মেরে খাচ্ছি,
আপ্পায় জাপায় হামরা জড়ি বুটি বেচি।

নলুয়ার স্ত্রী :-
হামি হলাম নলুয়ার মেয়ে জাপায় জাপায় ঘুরি ফিরি
পাড়ায় পাড়ায় হামরা ওষুধ বিক্রি করি।

পোতা -
শুনগে দাদু হামার কথা, কহছু মুই তোকে বুঝাইয়া,
এই বয়সে দাদু কেনে করবু বিয়া।

দাদু -
শুনরে পোতা হামার কথা কথা কহছু বুঝাইয়া
মোর কোমরু পোতা আছের টাকা।

শব্দার্থ ও টীকা :- হামরা - আমরা। হামার - আমার। কহছু - বলছি। যানা - যাও। চিন্লা - চিল। কাউয়া - কাক। জড়ি বুটি - গাছ-গাছড়ার ওষুধ। করবু - করবে।

।। জালে আলম বাদশার কাহিনী বা তোতা কাহিনী ।।

(মালদহ জেলার হরিশ্চন্দ্রপুর, চাঁচল, খরবা, গাজল ও পশ্চিম দিনাজপুর জেলার প্রায় বেশীর ভাগ এলাকায় বঙ্গীয় সম্প্রদায়ভুক্ত মুসলমান ও হিন্দু সমাজে এই ধরনের গান প্রচলিত। কেউ কেউ এই গানকে 'নক্সা গান' ও বলে থাকেন পূর্ববাংলা বর্তমান বাংলা দেশের প্রভাব এই নক্সাগানে পরিলক্ষিত হয়। বাদ্য যন্ত্র এর মধ্যে সেতার খুনখুনি, ঢোল জুড়ি ও হারমোনিয়ম, ছাড়া আর কিছু থাকে না। আসরে দাঁড়িয়ে পায়ে তাল দিয়ে নাচে। তার সঙ্গে পায়ে একটা ঘুঙর বাঁধা থাকে। সেটাও পায়ের তালে তালে বাজে। এই গানে সর্বাপেক্ষা আটজন (পেশী) লোকের দরকার হয়।)

কাহিনী :- জালে আলম বাদশাহের কোন কিছুর অভাব ছিল না। কিন্তু তাঁর কোন ছেলে পেলে ছিল না বলে তাঁকে সবাই আটকুড়ে বাদশাহ নাম দিয়েছিল। প্রজাদের সুখ-শান্তি ছিল না বললেই চলে তা ছাড়া বাদশাহের মুখ দেখলে

সারাদিন অন্ন জুটত না বাদশাহের অন্দর মহলে মীরা নামে এক দাসী থাকতো। একদিন এক ফকির দাসীকে আটকুড়ে বাদশাহের রাজদরবার থেকে চলে যেতে বললে সে যাবার জন্য তৈরী হল বটে কিন্তু এ খবর দেওয়ানের কানে পৌঁছান মাত্র তাকে হাত পা বেঁধে রাখে। মীরা দাসীর আর যাওয়া হল না। দুপুরের সময় বাদশাহ খেতে বসেছেন এমন সময় তাঁর থালাতে টিকটিকি পড়ল তারপর কোথা থেকে একটা ইঁদুর আর একটা বিড়াল ও থালার মধ্যে এসে পড়ল। বাদশাহের আর খাওয়া হল না। বাদশাহ নিজেকে অপয়া মনে করে দাসীকে মুক্তি দিলেন। রাজ্য ও তাঁর তিন রানীর দেখাশোনার দায়িত্ব দেওয়ানের উপর ছেড়ে দিয়ে তিনি ফকির হয়ে বনে চলে গেলেন। সেখানে তিনি আল্লাহর কাছে একটা ছেলে প্রার্থনা করলে তাঁর প্রার্থনা মঞ্জুর বা কবুল হয়। ঐ বনে একজন ফেরেস্তা মানুষের রূপ ধরে বাদশাহের সঙ্গে দেখা করে ও স্ত্রীকে খাওয়ানোর জন্য একটা ফল দেয়। বাড়ী ফিরে এসে তিনি ফলটা রানীকে খেতে দিলেন। তারপর সত্যি সত্যিই তাঁর এক ছেলে জন্ম নিল। বাদশাহের আনন্দ আর ধরে না। তিনি প্রজাদের ডেকে ভোজ খাওয়ালেন।

রানী ইসলামের শরিয়ত মেনে চলতেন।। দিনে পাঁচবার নামাজ তো পড়তেনই তাছাড়া সকাল বিকাল কোরান শরিফ পাঠ করতেন। একদিন কোরান শরিফ পড়ার সময় ছেলে মায়ের কাছে খাবার চায়। মা একটু সময় সবুর করে থাকতে বলেন। কিন্তু ছেলে কিছুই বুঝল না সে লাথি মেরে পবিত্র ধর্মগ্রন্থ কোরান শরিফকে উল্টিয়ে ফেলে দেয়। এতে মায়ের রাগ হয় ও "তোতা পাখী হয়ে যাও" বলে ছেলেকে অভিশাপ দেয়। সঙ্গে সঙ্গে সে বনের তোতা হয়ে যায়। অভিশাপ দিয়ে রানী এ কি করলেন? তিনি ছেলের অবস্থা দেখে কাঁদতে লাগলেন। রানী এক সুন্দরী কন্যা দেখে ছেলের বিয়ে দিয়েছিলেন। তার বৌটাও কাঁদতে লাগল। তারপর বার বছর পর সে অভিশাপ থেকে মুক্তি পেয়ে নিজের রাজ্যে ফিরে আসে। তখন বাদশাহ আর রানীরা সবাই দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন। বাদশাহের ছেলে রাজ সিংহাসনে বসে সুখে শান্তিতে রাজ্য শাসন করতে লাগল।

তোতা কাহিনী গানের চরিত্র সমূহ :-

(১) বাদশা - জালে আলম। (২) রানী (৩) মীরা দাসী (৪) দেওয়ান (৫) ফকির (৬) ফেরেস্তা (৭) বাদশাহের ছেলে। (৮) বাদশাহের পুত্র বধূ।

গানের অংশ : (১) বন্দনা । (২) পালা ।

বন্দনা অংশের গান :

পূরবে বন্দনা করি সূর্য্যভানুর চরন ।
তাহার চরনে আমার হাজার সালাম ।।
উত্তরে কামাখ্যা মন্দির করি বন্দনা ।
সেখানে তৈয়ার হৈল খাদ্দুর কারখানা ।।
তাহার চরনে আমার হাজার সালাম ।
পশ্চিমে বন্দনা করি হায়রে মক্কা ও মদিনা ।।
সেখানে তৈয়ার হৈল কোরান ও কেতাব ।
দখিনে বন্দনা করি গঙ্গা ভাগীরথী ।।
তাহার চরনে আমার হাজার সালাম ।
আসরে বন্দনা করি দশ ভাইয়ের চরন ।।
হিন্দু ভাইদের নমস্কার জানাই,
মুসলমানদের হাজার সালাম ।

পালা অংশের গান :

মীরা দাসী :- শুন শুন বাদশার দেওয়ান হায়রে বলি যে তোমারে,
হাতে ধরি পায়ে পড়ি খুলে দাও মোর হাতের বন্ধন ।

বাদশা : শুন শুন প্রানের দেওয়ান বলি যে তোমারে,
টাকা রইল পয়সা রইল দেওয়ান
আর রইল সখের তিনটি রানী ।

বনের মধ্যে বাদশাহের প্রার্থনা :

একটা পুত্র দাও প্রানের আল্লা বলি যে তোমারে,
কারেই খাওয়ার আশা নহে বাঁচিয়া থাকলে খাটিয়া খাবে
মরিলে দিবে মাটি ।

ছেলে :- আরে ও প্রানের মাউজান কিবা বাক্য শুনাইলেন,
বনের তোতা বানাইলেন, বিদায় দাও, যাই বিজুবন জঙ্গলে ।
আমি যদি মারা যাই, তাতে তোমার চিন্তা নাই,
দেখা হবে হাসর ময়দানে, আরে ও প্রানের মাউজান
বিদায় দাও, যাই বিজুবন জঙ্গলে ।

বিজুবন জঁইলে যাই, কাজলিয়া শহর পাই,
সেই শহরে থাকেন মা জননী। ওরে ও প্রানের মাউজান
বিদায় দাও, যাই বিজুবন জঁইলে।

বাদশাহের পুত্র বধু :-

ও প্রানের যমুনা
তোমার গৌরব চিরদিন তো রবে না।
যখন নদী জরা থাকে, পাড়ার লোকে সাঁতার কাটে,
শুকাইলে কেউ তো মাপে না। ও প্রানের যমুনা
তোমার গৌরব চিরদিন তো রবে না।
বিলে চরে জোড়া হংস দেখিতে সুন্দর লাগে,
যে নারীর পুরুষ নাইরে সে কেমনে বাঁচে ?

শব্দার্থ ও টীকা :-

এহনা - একটা। মাউজান - মা। বাবা ও মাকে সম্মানার্থে মুসলমানেরা বাপজান ও মাউজান বা মাজান বলে সম্বোধন করে।
বিজুবন জঁইলে - বিশাল ঘন জঁইলে। হাসর ময়দান - মৃত্যুর পর বিচারের মাঠ।
চরে - আহার করে। জোড়া হংস - স্ত্রী ও পুরুষ মিলে দুটি হাঁস।

****

।। পুনাই বিবির গানের সংক্ষিপ্ত কাহিনী ।।

(এ গানটির মুখ্য চরিত্র যদিও পূর্ববঙ্গের তবু ও বরেন্দ্রভূমি তথা উত্তর পশ্চিম অঞ্চল সীমান্ত ভূমিতে এসে জায়গা করে নিয়েছে। আসলে এটিতে way of migration ই মুখ্য। তবে তা কোন শতকে আজও তা অনাবিষ্কৃত।)

বরিশাল জেলার অন্তর্গত শালগ্রাম নামক জায়গার জমিদার লাল মিঞা। তাঁর ভাইয়ের নাম দুলা মিঞা। একদিন ধর্ম ও অধর্ম দুদেবতা জমিদারের কাছে বিচার প্রার্থনা করে। বিচারের বিষয় ছিল দুদেবতার মধ্যে কে বড় ? জমিদার লালু মিঞা যথা চিন্তায় পড়লেন কিন্তু তাঁর মন্ত্রী ছিলেন খুব বিচক্ষন। তিনি জমিদারকে

দুটো সিংহাসন তৈরী করে তাতে ছোট বড় লেখে কাপড় দিয়ে ঢেকে দিতে বললেন। পরে দুজন দেবতা হাজির হলে লালু মিঞা সিংহাসনে বসতে বললেন। আসনগ্রহনের পর তারা বিচার চাইল। জমিদার জানালেন যে তাঁরা তো বিজেরাই বিচার করে ফেলেছেন। তিনি তাঁদের কাপড় সরিয়ে দেখতে বললেন। কাপড় সরিয়ে দেখা গেল ধর্মের দেবতার সিংহাসনে বড় আর অধর্মের দেবতার সিংহাসনে ছোট শব্দ লেখা রয়েছে। এতে অধর্মের দেবতা জমিদারের উপর অসন্তুষ্ট ও ক্রুদ্ধ ছিলেন। তিনি জ্বীন বা দৈত্যদের দিয়ে লালু মিঞাকে মেরে ফেলেন। তাঁর কেবল মাত্র একটা ছোট ছেলে রইল নাম তার বসির। মরার আগে লালু মিঞা তাঁর ভাই দুলা মিঞার হাতে জমিদারী ও বসিরকে সঁপে দিলেন। কিন্তু তাতে একটা সর্ত ছিল যে বসির বড় হলে তার হাতেই জমিদারীর ভার অর্পন করতে হবে।

শুরু হল বসিরের পড়াশোনা। স্কুলে তাকে ভর্তি করা হল। নবগ্রামের গফুর গুনাই সুন্দরী ও তার সঙ্গে একই শ্রেনীতে পড়ে। শেষে দুজনের মধ্যে প্রেম বিনিময় চলে। গুনাই সুন্দরীর বাড়ীর অবস্থা খুব একটা ভাল ছিল না। তার দাদার নাম করিম। তিনি নিজের বোনের সঙ্গে বসিরের বিয়ে দিলেন। এদিকে দুলা মিঞার উজীর গুনাই সুন্দরীর রূপ ও সৌন্দর্য্য বর্ননার মাধ্যমে তাঁকে গুনাইয়ের প্রতি আকৃষ্ট করার চেষ্টা করে। একদিন দুপুরে বেলায় পুকুরে দুলা মিঞা গুনাই সুন্দরীকে দেখতে পেয়ে তার দেহ ভোগের জন্য লালায়িত হন। গুনাই ছিল সতী কন্যা। সে কোনরকমে নিজের সতীত্ব রক্ষা করে বটে কিন্তু বসিরের উপর তার শ্বশুর কাকা প্রতিহিংসায় ফেটে পড়লেন। তিনি নানা ছলে কৌশলে তাকে দোষী সাব্যস্ত করে বরিশালের কয়েদে বন্দী করে রাখলেন। গুনাই সুন্দরী বরিশালে গিয়ে স্বামীকে জামিনে ছাড়িয়ে আনে। তারপর দীর্ঘদিন আদালতে মামলা চলার পর নিরপরাধী বসিরের মুক্তি হয় আর কুচক্রী উজীর ও দুলা মিঞা যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। তখন জমিদারীতে বসল বসির। তার জমিদারীতে সুখ ও সৌন্দর্য্য বিরাজ করতে লাগল।

চরিত্র সমূহ :-

(১) লালু মিঞা (২) দুলা মিঞা (৩) উজীর (৪) বসির (৫) গুনাই সুন্দরী (৬) করিম (৭) সিপাহী (৮) দারোগা (৯) বিচারপতি

।। গান ।।

গুনাই - শুন বলি বসির রে এটা কোন গ্রাম রে ?

বসির - শুন বলি গানাই লো বরিশালে আইলাম লো ।
শুন বলি গুনাই লো । খেওয়া ঘাটে আইলাম লো ।

লালু মিঞা :-
কোথায় আছ প্রাণের দুলু ভাইরে,
একবার দেখা দাও আমারে,
আমি কি স্বপন হেরিলাম গো [illegible]। নিশিকালে ।
শুন শুন ছোট ভাই গো দুঃখের কাহিনী,
বাবা গেল ভিক্ষা করিতে গো মাতা গেল জল আনিতে,
বাবা ফিরে আসল নাহি গো ওগো মা জননী,
শুন শুন ছোট ভাই গো, দুঃখের কাহিনী ।

শব্দার্থ ও টীকা :-
আইলাম - এলাম, উপস্থিত হলাম, পৌঁছালাম ।
লো - সমবয়সী বন্ধু-বান্ধবের কিংবা প্রেয়সীর কাছে, কথা বলার সময় লো' শব্দ ব্যবহৃত হলেও এর কোন অর্থ নেই । গো - বাবা, মা বা গুরুজনদের সঙ্গে কথা বলার সময় সম্মান সূচক গো' শব্দ ব্যবহার করা হয় ।

****

।। জরিনা সুন্দরীর গানের সংক্ষিপ্ত কাহিনী ।।

নেজাম বাদশাহের কোন ছেলে মেয়ে ছিল না । তাই তিনি ডাকাত কালো বরনকে ধর্মপুত্র হিসাবে রাখলেন । কালোবরনের নিজের মা তখন জীবিত ছিলেন না । বেশ দীর্ঘদিন পর বাদশার শুবন কুমার ও সোলেমান কুমার নামে দুছেলের জন্ম হয় । একদিন রাত্রি বেলা দুভাই স্বপ্ন দেখলো যে তার মা মারা [illegible] গেছেন । তার কয়েক দিন পর সত্যি সত্যিই রানী অট্টালিকার সিঁড়ি থেকে পড়ে গিয়ে মারা যান । শুবন কুমার তখন পূর্ন যুবক । বাদশা ভাবলেন ছেলের বিয়ে দিতে হবে । তাই তিনি কন্যা দেখার জন্য লোক পাঠালেন । জরিনা নামে এক সুন্দরী কন্যাকে

বাদশাহ পুত্রবধূ হিসাবে পছন্দ করেন। কিন্তু জরিনার রূপ ও সৌন্দর্য্য নিজের চোখে দেখে তিনি শুবনের সঙ্গে বিয়ে না দিয়ে নিজেই বিবাহ করেন। শুবনের সৌন্দর্য্যও নেহাৎ কম ছিল না। পরে শুবনকে বিয়ে করার জন্য জরিনা নানা রূপ কলা কৌশল অবলম্বন করতে থাকেন। শুবন ভাবছে তার যাকে বিবাহকরা সামাজিক ও মানবিক উভয় দিক থেকে অবৈধ। তাই সে সাড়া দেয় নি। শেষে জরিনা শুবন কুমার ও সোলেমান কুমারকে জল্লাদের হাতে তুলে দিলেন। জল্লাদ দুজনকে নিয়ে চলল হত্যকরার জন্য। হাতে তার তীক্ষ্ণ তরবারী। জল্লাদের সঙ্গে লড়াই করে দুভাইকে উদ্ধার করল তাকু কালো বরন। সে বিমাতা জরিনা সুন্দরীর সব রকম চক্রান্ত সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল ছিল। তাই সে বিমাতাকে চির-দিনের মত সরিয়ে ফেলে শুবন কুমার ও সোলেমান কুমারের পথ নিষ্কণ্টক করল। তারপর মহাসমারোহে ও আনন্দানুষ্ঠানের মাধ্যমে পারুলবালার সঙ্গে শুবনের বিবাহ হয়। পারুলবালা তার বাবার মন্ত্রী রমায়েন জ্ঞানের কন্যা।

(এই লোকনাট্যে হিন্দু মুসলিম সংস্কৃতির একপূর্ব মিলন লক্ষনীয়। নাম করণের ও মধ্যে হিন্দু ঐতিহ্য লভ্য। কাহিনীর মধ্যে মধ্যযুগীয় মঙ্গলকাব্যের আংশিক প্রভাব স্পষ্ট।)

।। গান ।।

শুবন কুমার ও সোলেমান কুমার —

শুন প্রাণের বাপ জান হায়রে, বলি যে তোমারে,
নিশিকালে দেখলাম স্বপন মাতা মোদের গেছে মরে।

জরিনা :-

পায়রা আমি দিতে পারি শুবন বলি যে তোমারে,
কথা শুন কাছে এস বস আমার পাশে।

শুবন কুমার :-

কোথায় তোমার ঘর হে কন্যা কোথায় তোমার বাড়ী ?

পারুলবালা :-

পারুলবালা নাম গো আমার কাঞ্চনগড়ে ধাম,
পিতার নাম রমায়েন জ্ঞান দিলাম পরিচয়।

শব্দার্থ ও টীকা :-

বাপজান - বাবা। হায়রে - শোক বা দুঃখসূচক শব্দ।

****

।। জামাল -কামালের গানের সংক্ষিপ্ত কাহিনী ।।

জামাল আর কামাল দু ভাই । জামাল বয়সে কামালের চেয়ে বড় । জামাল স্ত্রীর কথায় বাবার কাছ থেকে সমস্ত সম্পত্তি জোর করে নিজের নামে লেখে নেয় । ছোট ভাইকে বাড়ী থেকে করে বিতাড়িত । নিষ্ঠুর ও নির্দয় জামাল বাবাকে অন্ধ কারাগারে নিক্ষেপ করে । কামালের ছেলে মনসুর কাকার পক্ষ সমর্থন করে তার কাছেই থাকে । অন্যায় ও অধর্মের কোন কাজ করতে বিন্দুমাত্র ও দ্বিধাবোধ করত না । বিতাড়িত হয়ে অতি দীন দুঃখীর মত তার বাবা-মা বনে জঙ্গলে ঘুরে বেড়ায় । একদিন মনসুর বন থেকে মাকে জোর করে বাড়ী নিয়ে আসে ও নিজে বিয়ে করে । ঠাকুর দাদাকে অন্ধ কারাগারে নিক্ষেপ করার সময় ও মনসুরের মুখ্য ভূমিকা ছিল ।

বেশ কিছুদিন পর কামাল বাড়ী ফিরে আসে । অন্ধ সে মনসুরের দৌরাত্ম্য ও স্ত্রী - বাবার দুরবস্থা দেখে অতি দুঃখ পায় । সে মনে ভাবল যে তার ছেলে মনসুরকে কুরবানী দিলেই বাবাকে অন্ধ কারাগার থেকে মুক্ত করা যাবে । তাই একদিন তাকে নিজের ছেলে কুরবানী দিয়ে বুড়া বাবাকে উদ্ধার করতে হল । তার বড় ভাই জামাল ও নিজের ভুল বুঝতে পেরে ভাইকে সম্পত্তির সমান অংশ দিয়ে সুখে শান্তিতে বসবাস করতে লাগল ।

।। গান ।।

কামাল - শুন শুন প্রানের জামাল হায়রে বলি যে তোমারে
নিজের ছেলে প্রানের মনসুর কেমনে দিমু কুরবানী রে
দারুন অদৃষ্ট বিধি ।

শব্দার্থ ও টীকা :- কেমনে - কেমন করে, কিভাবে । দিমু - দিব ।
কুরবানী - বলি দেওয়া । বিধি - ভাগ্য, কপাল ।

****

।। চাচা-ভাতিজীর বা চাঁচলিয়া গানের সংক্ষিপ্ত কাহিনী ।।

(মালদহ জেলার চাঁচল এলাকার বাস্তব বিষয়কে কেন্দ্র করে এই গান তৈরী হয়েছে বলে একে চাঁচলিয়া গান বলা হয় । আলিমন সুন্দরীর গান ও চাঁচলিয়া গানের অন্তর্ভুক্ত । তবে অন্য এলাকা গুলোতেও এই গান গাওয়া হয় ।)

কাহিনী :- ভাতিজীর রূপ দেখে চাচা বিয়ে করার জন্য পাগল হন । কিন্তু এইরূপ একটা অস্বাভাবিক বিবাহে গ্রামবাসী দুঃখ হয়ে পড়ে । গ্রাম্য সালিশে চাচাকে শাসন করা হয় । জরিমানা দিয়ে চাচা কোন রকমে নিষ্কৃতি পান । বিবাহ বন্ধ হয় ।

গান :-

ভাতিজী - বকরি বান্ধবা গেনু চাচা বাড়ীর পূব ভিতি,
বকুরা বেনে আনু চাচা ঐ জিয়া গাছি,
ওকি মোর হায়রে বিধি ।

চাচা :-
মাদ্রাসাতে পড়াইবা গেনু দুঁই ময়মন টুলি
মাদ্রাসা পড়াইয়া আনু হায়রে বিধি ।
আপলা যদি মিলায় মোর জোড়া
আপলার নামে সিরনী দিমু এক জোড়া ঘুঘুরা
হায়রে নিমুমটার বলি চাচা ভালই লাগে না
তোর মুখের কথা চাচা শুনবার বাসনা ।

শব্দার্থ ও টীকা :- বকরি - ছাগী । বান্ধবা - বাঁধতে । গেনু -গেলাম ।
পূব ভিতি - পূর্বদিকে । বকুরা - ছাগ । আনু - এলাম ।

****

আলোক চিত্র

বাংলা-হিন্দী মিশ্রিত জনজাতীয় হিন্দু-মুসলমান সমাজের লোক নাট্য - জোহনী গান । মানিকচক, মালদহ ।

মুসলিম সমাজে নাটুয়া গীতের একটা দৃশ্য । মানিকচক, মালদহ ।

শেরশাহবাদ ও বৈচি মুসলমান সমাজে আয়োজিত আলকাপ গানের আসর । ভূতনী খুশবর টোলা, মালদহ ।

ডোমনী, নাটুয়া, আলকাপ ও সর্বোপরি গম্ভীরা স্বতন্ত্রভাবে বিস্তারিত আলোচনার যোগ্য। তবুও এই লোকনাট্য চতুষ্টয়ের ভূমিকা অংশে সংক্ষেপে তার পরিচিতি ও আলোচনা ও নিবেদিত হল।

।। ডোমনী গান ।।

ডোমনী গানের ভূমিকা :-

ডোমনী গানের কাহিনীতে ডোম ও ডোমের স্ত্রীর জীবন কাহিনী থাকলেও সেটা ছিল অত্যন্ত সংকীর্ণ ও পূজা কেন্দ্রিক। নিম্ন হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে এ পূজোর প্রচলন ছিল বলে মনে হয়। ভারতে মুসলমান নাদির শাহের আমলে বাঈজীর নাচের প্রচলন দেখা যায়। পরবর্তী কালে ভারতের বিভিন্ন অংশে কোন মেলা উৎসব ও অনুষ্ঠানে বাঈজীর নাচের কদর বেড়ে যায়। তখন বাঈজীর নাচ পেশাগত হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। বাঈজী গানের ভাষা ছিল বিহারী।

তারপর বিহার ও তার সীমান্তবর্তী পশ্চীম বাংলার খোটা ভাষাভাষী নিম্ন শ্রেনীর হিন্দু সম্প্রদায় ও কিছু কিছু মুসলমান বাঈজী নাচ ও গানের ঢঙে ডোমনি গানের সৃষ্টি করে। ডোম ও ডোমের স্ত্রীর জীবনের প্রেম, সংসারের অভাব অনটন এক কথায় তাদের জীবনের সুখ দুঃখ ছিল ডোমনী গানের মূল বিষয়। এতে কোন ধারাবাহিক কাহিনী ছিল না। জীবনের বিচ্ছিন্ন ও খণ্ড খণ্ড ঘটনাকে কেন্দ্র করে ডোমনী গান পাড়া গাঁয়ের নিরক্ষর লোকদের দ্বারা রচিত হত। এই ধরনের লোককে খলিফা বলা হয়। প্রথমে ডোমনী গান গ্রামের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। সম্পূর্ন বৈশাখ মাস এই দল পাড়ায় পাড়ায় গানের মাধ্যমে জনসাধারনকে আনন্দ দান করত। এর পরিবর্তে ডোমনী গানের শিল্পীরা জনসাধারনের কাছে বৈশাখী ফসল যব, গম ইত্যাদি সংগ্রহ করে নিজেদের জীবিকা নির্বাহ করত। ধীরে ধীরে ডোমনী গান জনপ্রিয় হতে থাকে ও মেলা, পূজাপার্বন, বিভিন্ন অনুষ্ঠানে পরিবেশিত হয়। একসংগে চার পাঁচ দলের মধ্যে প্রতিযোগিতা ও চলত। তবুও বলতে হয় এই ডোমনী গান খোটা ভাষাভাষী সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ। ঠিক ঐ সময় থেকে বাংলা ভাষা-ভাষী লোকদের মধ্যে আলকাপ গানের ও কবি গানের উদ্ভব হয়ে খুব অল্পদিনে প্রসার লাভ করে। ফলে ডোমনী গানের কদর অনেকটা

করে যায়। আলকাপ গানের সৃষ্টিতে মুসলমান শেরশাহবাদের একাংশ বৈচি বা আজারফি সম্প্রদায়ের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। মুর্শিদাবাদ জেলায় এঁদের কেন্দ্র কিন্দু।

আলকাপ গান ও কবি গানের পাশাপাশি টিকে থাকার জন্য আরও কিছু কাল পরে ডোমনী গানে সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয় ঢুকে পড়ে। এর ফলে ডোমনী গান মূল বিষয় থেকে অনেক দূরে সরে যায়। রাজনৈতিক দল নিজেদের প্রচারের উদ্দেশ্যে ডোমনী গানকে ব্যবহার করায় এর মর্যাদা অনেকাংশে হ্রাস পেয়েছে। প্রাচীন বাংলাকাব্য চর্যাপদে ডোমনী বা ডোম্বীর নাচের উল্লেখ পাওয়া যায়।

।। ডোমনী গানের সংক্ষিপ্ত কাহিনী ।।

এক ডোমের ছেলে রাজার ফুল বাগান থেকে তার মাকে রোজ পুজোর জন্য ফুল এনে দিত। তার মা বিধবা ছিলেন আর তিনি ছিলেন কৃষ্ণের পরম ভক্ত। একদিন ছেলেটি ফুল বাগানে গেলে রাজার ছেলে মেয়ে তাকে ফুল তুলতে নিষেধ করে ও মারধর করে। সেদিন সে ঐ ফুলবাগানে কৃষ্ণের দর্শন পায়। পরদিন সে ফুলবাগানে গিয়ে রাজার ছেলে মেয়ের কাছে কৃষ্ণ দর্শনের কথা প্রকাশ করলে তারা কিছুতেই বিশ্বাস করতে চাইল না। তারাও কৃষ্ণকে দেখবে বলে তাকে অনুরোধ করল আর না দেখাতে পারলে চরম শাস্তি পেতে হবে এইরূপ শাসানি দিল। ডোমের ছেলে তাদের দুজনকে নিজের বাড়ীতে ডেকে নিয়ে গেল। ঠিক বেলা দশটার সময় রাজার ছেলে ও মেয়ে নিজের চোখে কৃষ্ণের দর্শন পেয়ে পরম আনন্দিত হয়। ডোমের ছেলেকে সত্যবাদী জেনে রাজার মেয়ে তাকে স্বামী হিসাবে গ্রহন করে। রাজা এই খবর পাওয়ামাত্র জামাই ও মেয়েকে জোর পূর্বক ধরে কারাগারে বন্দী রাখে। কারাগারে বন্দী অবস্থায় ও ডোমের ছেলে সদা সর্বদায় কৃষ্ণ নাম ভজনা করে। কৃষ্ণের অনুকম্পায় একদিন তারা মুক্তি পায়। তারপর একরাতে রাজা স্বপ্নে কৃষ্ণকে দেখতে পেলেন। কৃষ্ণ তাঁকে বলছে 'শুচি হয়ে মুচি হয় যদি হরি ভজে, মুচি হয়ে শুচি হয় যদি হরি ত্যজে'। সেই দিন থেকে রাজাও কৃষ্ণ ভক্ত হলেন।

ডোমনী গানের অংশ : (১) আসর বন্দনা (২) ছাব্বরা (৩) ঝুমুরিয়া বা নাচারী (৪) ফার্স (৫) ডোমনী ।

বাদ্যযন্ত্র :- (১) ঢোলক (২) হারমোনিয়ম (৩) মার্বেল (৪) জুড়ি (৫) করতাল (৬) জং (ঘুঙুর) (৭) পাজনি (পায়ের ঘুঙুর)

ডোমনী গানের শিল্পী : ডোমনী গানের মোট শিল্পী সংখ্যা দশ জন । দলের প্রধানকে খলিফা বলে । ডোমের ভূমিকায় খলিফাকে ও ডোমনীর ভূমিকায় ছোকড়াকে নামতে হয় ।

ডোমনী গানের এলাকা :- মালদহ জেলার মানিকচক, রতুয়া ও ইংলিশবাজার এলাকায় ডোমনী গান অধিক মাত্রায় প্রচলিত । এই অংশের গানগুলো মালদহের মানিকচক এলাকার দ্বারবঙ্গীয় মুসলমান সমাজভুক্ত মোহনাগ্রামের সেখ সাজুদ আলির (পিতা মৃত সেখ মহামুদ) নিকট থেকে সংগৃহীত ।

।। বন্দনা অংশের গান ।।

এ কাউনি বান্নি বানা বাইনা হো কাউনি বান্নি বানা বাইনা হো
আহো বানিরে লেহো মর্তুজা আলিকে নাম /
মর্তুজালী জাগ্‌তা পীরহো চৌপালী মে নাম
বিচে বিচ বানাউনি বানিয়ো আসর কা নাম হো
আরে সইতপুর বাসুলিয়া বানো নারায়ন পুরে কে ধাম
আহো গোবরজান্নাকে কালী বানিয়ো সতীশ খলিফাকে নাম ।

শব্দার্থ ও টীকা :- কাউনি - কোন্ । বান্নি - বন্দনা । বানা বাইবানাহো - রচনা করব । বানিরে লেহ - রচনা কর, এখানে স্মরন কর । মর্তুজালী - হজরত মহম্মদের জামাই । জাগতা পীর - জাগ্রত বা জীবিত পীর । চৌপালী - চতুর্দিকে । বিচে বিচ - মাঝখানে বা মধ্যভাগে ।

।। শিব পার্বতী বন্দনা ।।

এ পহিলে ভক্তি দে পঞ্চানন রে পহিলে ভক্তি দে পঞ্চানন
আগে জটাধারী পার্বতীকে সঙ্গরে পহিলে ভক্তি দে পঞ্চানন।
হাত মে চট্টা মাথামে জটা আরে পাঁউমে খড়ম
করি স্তুতি পশুপতি পূজিলা গেলিহুন চরন
পহিলে ভক্তি দে পঞ্চানন।

শব্দার্থ ও টীকা :- পহিলে - প্রথমে। দে - দাও। পঞ্চানন - শিব। সঙ্গরে - সাথে, সঙ্গে। চট্টা - লোহার চিমটা। পাঁউমে - পায়ে। পূজিলা - পূজো করতে। গেলিহুন - গেলাম।

।। কালী বন্দনা ।।

মোর মাতাগে সহায়ে কালী আবা, মোর মাতাগে সহায়ে কালী/
তোরে নামসে ফিরিয়ো আলি পালি/
আরে বাঁয়ে লেলে ঢাল, দাহিনে তরোয়াল,
শিবাকে বুকে লাথ দেকে জিভ দেলে লিকলি
মোর মাতাগে সহায়ে কালী/ অসুর মেরে গে কালী
চলি গেলে তুঁ, আরে নর লোক কাটিয়ে মাতা
গলায় পিনহল হার, আরে মোর মাতাগে সহায়ে কালী/

শব্দার্থ ও টীকা :- সহায়ে - সহায়, সাহায্যকারী। তোরে - তোমার। নামসে - নামে। ফিরিয়ো - বেড়ায়, ঘুরি ফিরি। আলি পালি - গ্রামে গ্রামে। লেলে - নিয়েছে। দাহিনে - ডান দিকে। তরোয়াল - তরবারী, এখানে খাঁড়া বা খড়্গ। শিবাকে - শিবের। লিকলি - বের করে। তুঁ - তুমি। পিনহল - পরিধান করলে বা পরলে।

।। ছাররা অংশের গান ।।

ধানিরে আজুব্বা ভেলে, রাজ ভেলে ভাগ/
আজুব্বা ভেলে, শুনেলা পালে, হিন্দুস্থান পাকিস্থান

বিনা পাশপোর্টেক পাকিস্থান গেলে সে
বোর্ডার যে তোরা ধরতে চৌকিদার, ধরিবে আজুবরা জেল ।

শব্দার্থ ও টীকা :-
ধারিবে - জনসাধারন । আজুবা - আশ্চর্য্য, ঘটনা ।
জেল - হল । রাজ - রাজ্য , এখানে পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গের মিলিত বাংলাদেশ ।
শুনেছে- শুনেলা - শুনতে । গালে - গেলাম । ধরতো - ধরবে ।

।। কুমুরিয়া বা প্রাচারী অংশের গান ।।

ধানি তোর জেলাই ডিম সারুয়া বনে কোইলি কুহুকা /
তোরমে হান জোজরের জোতারে পাউ হাত লাগানে টেটারেলা
মন উথ্লিনে গেলা /
ধানি তোর জেলাই ডিম সারুয়া বনে কোইলি কুহুকা ।

শব্দার্থ ও টীকা :-
জেলাই - হল । ডিম সারুয়া - সখী , সাথী ।
কোইলি - কোকিল । কুহুকা - কুহু - কুহু করে -। জোতারের জোতারে -
বাইতে বাইতে । টেটারেলা - হাত পায়ে টাটানি বা খিল ধরা ।
মন উথ্লিনে গেলা - মন আর লাগে না ।

কাহা উদা কৃদাবনের মোহন কাহা বসের কদমাল
ছনা ছনা রচাতে এহে রওয়া রে মুরখা পহতাই /
প্রেম নগরী কেরা হাটিয়া সওদা পসারে অনেক /
চতুরা চতুরা সওদা বীটানারে মুরখা পহতাই ।

শব্দার্থ ও টীকা :-
কাহা -- কোথায়। উদা কৃদাবন - বৃন্দাবনে অবস্থিত
কৃদাবন । মোহন - কৃষ্ণ । বসের - বাস করে । ছনা ছনা - মনে মনে ।
রচাতে - রচনা করে । এহে রওয়া - এই কথা । মুরখা - মূর্খ । পহতাই -
অনুশোচনা করে । প্রেম নগরী কেরা হাটিয়া - প্রেম নগরের হাটে ।
পসারে - বিক্রি করে । চতুরা - চালাক লোক । বীটানারে - জগ করে নেয় ।

।। ফার্স অংশের গান ।।

স্বামী - ভোর ভেলাই গে ধানি ভিনসারুয়া ভেলাইগে
হাম্মার আনি দে মুরাঠওয়া হম্ কলকাতুয়া যাইবই গে ।
স্ত্রী - কলকাতুয়া যাইবে হে স্বামী কলকাতুয়া যাইবে হে
হম্ লিখাইব চিঠিয়া বাবুকে নহারওয়া যাইবই হে ।
স্বামী - নহারওয়া যাইবে গে ধানি নহারওয়া যাইবে গে
হামার যেতনা সব রুপাইয়া সব ঘুরাইকে দেনাগে ।
স্ত্রী - ঘুরাইকে দেব হে স্বামী ঘুরাইকে দেব হে
হাম্মা যইসে ছনু বাবাকে লড়কী ওইসন করনা হে ।

শব্দার্থ ও টীকা :- হাম্মার - আমার । আনি দে - এনে দাও । মুরাঠওয়া - মাথার মুকুট বা পাগড়ি । হম্ - আমি । কলকাতুয়া - কলিকাতা । যাইবই - যাব । নহাওয়া - নৈহর, বাবা, মায়ের বাড়ী । যেতনা - যত । যইসে ছনু - যেমনটি ছিলাম । ওইসন - তেমন । ঘুরাইকে - ঘুরিয়ে, ফেরৎ ।

কেউ যাবে গে বইর চুনেলা /
উধুয়া যাব শুক্কা বইর বেচেলা
কেউ যাবে গে বইর চুনেলা ।
গাছ মে চড়ি দিব বিকোয়ি,
গিরতো পালে পালে,
কোউ যাবে গে বইর চুনেলা
চুনি চুনি খোঁইচামে লেবাঁউ
ঘুরিকে আবই একলা, কোই যাবে গে বইর চুনেলা ।

।। তোমনী গান ।।

মা - শুনরে ছেলে জানাই বলে যানারে ফুল আনিতে/
ছেলে - শুন মাতা দুঃখের কথা ফুল আনিতে যাব না
ওরে রাজার মেয়ে আঘাত করে আঘাত সইতে পারি না,
শুন মাতা দুঃখের কথা ফুল আনিতে যাব না ।

শব্দার্থ ও টীকা :- বইর - কুল। চুনেলা - কুড়াতে। উধুয়া - বিহারের সাওতাল পরগণা জেলার একটি গ্রাম। শুক্কা - শুকনো। বেচেলা - বিক্রি করতে। গাছমে চড়ি - গাছে উঠে। ঝিকোরি - ঝাকানি। গিরতো - পড়ত। পালে পালে - খোকায়, এখানে অসংখ্য। খোঁইচামে - আঁচলে। লেবাঁউ - নিব। আবই - আসব।

ডোম - হাম্মার সঙ্গে আ ডোমানিয়া হাম্মার সঙ্গে আ না
বাপ মাই সে তোড়কে মনা গে।
হাম্মার কনা পাক্কা পায়খানা পালঙ্ মে বিছাউনা
বাপ মাইসে তোড়কে মনা গে।

ডোমানী -
এ তোরা সব বহাস বিদেশ মে বাবু,
পরদামে বন্ আঁখোমে বাহাউ লোর।
তোর বহু রহাউ ঘর মে একেলা হো বাবু অত্যাচার সাহা জোড়
পরদা মে বন আঁখোমে বাহাউ লোর।
তোর ঘরকে বহু ভুখ্কা রহাউ কাটি যাহাউ দিন রাত,
বাসি হোকে পেচে যাহাউ ভাত হো বাবু শুন হাম্মার খুলিশ বাত
বাসি হোকে পেচে যাহাউ ভাত।
তোর ঘরকে বহু রাঁড়ী হুয়াউ জীবন ওকার হলে ছাই,
মরণ ভলা হলে হায়রে হায় ইতো ভাই ভোজাইকে বড়নি খায়
মরণ ভলা হলে হায়রে হায়।

শব্দার্থ ও টীকা :- আ - এস। ডোমানিয়া - ডোমের স্ত্রী। তোড়কে - অমান্য করে। মনা - মানা, নিষেধ। হাম্মার কনা - আমার বাড়ীতে। পাক্কা - পাকা। বিছাউনা - বিছানা। রহাস - থাক, অবস্থান কর। পরদামে বন্ - পর্দায় বন্ধ, এখানে স্বাধীনভাবে ঘোরা ফেরার কোন উপায় নেই অর্থে ব্যবহৃত। আঁখোমে বাহাউ লোর - চোখে অশ্রু বহে। সাহাজোড় - সহ্যাতীত। বহু - বৌ। ভুখ্কা - ক্ষুধার্ত। রহাউ - থাকে। কাটি যাহাউ - কেটে যায়, অতিবাহিত হয়। হোকে - হয়ে। যাহাউ - যায়। খুলিশ বাত - স্পষ্ট কথা। রাঁড়ী - বিধবা। হুয়াউ - হয়। ওকার - তার(স্ত্রী)।

হলে - হল । ছাই - মাটি । ভলা - ভাল । ভোজাইকে - ভাবীর, বৌদির । বড়নি - ঝাঁটা ।

ডোম - বাঁশ কাটেলা যাব ডোমানিয়া সঙ্গে লেযাবো তোরা গে
তোরা দেব কমচি আগলি হাম্মা লেবো গোড়াগে ।

ডোমনী - হাঁ শুনতো হে ডোমরা বাঁশ কাটেলা যাইলা ভেতাউন তোরা হে
বিনিয়া লেগে মোড়লানিয়া মুঁইতো এনায়েতপুরকে ডোমানিয়া
বিনিয়াকে নাম ছই সুগা পঙ্খী হমরে নাম ছই মুনিয়া
বিনিয়া লেগে মোড়লানিয়া ।

ডোম - বিধি হায়রে হায় ভগত কুলমে জনম লেলহুঁ শুয়ারি চরায় ।
এ নন্দী কিনার মে সুন্দর দেখলুঁ করাঁউ কি উপায় ।
কে দেতে মোরে দানাগে পানি, কে দতে রসুইয়া গে রান্ধি,
মরিয়ো হাম্মা কান্দি কাশিদ জিন্দাগী গমালে গে ধানি ।
গলামে হম দড়ি বাহানি কি হায়রে মেরা ডোমানি,
কাউনারে পাপী কিয়া চোরি কি হায়ারে মেরা ডোমানি ।

শব্দার্থ ও টীকা :-

কাটেলা - কাটতে, লেযাবো - নিয়ে যাব ।
কমচি - বাঁশের কন্চি । আগালি - আগের সরু দিকটা । হাম্মা - আমি । লেবো - নিব ।। গোড়া -- বাঁশের মোটা অংশ । যাইলা ভেতাউন - XXXXXXXXX যেতে হয় । বিনিয়া - শাখা । লেগে - নাও । মেড়লানিয়া - মোড়লের স্ত্রী । মুঁইতো - আমি যে । ছই - আছে । সুগা পঙ্খী - পাখার নাম । ভগতকুল - ডোম বংশে । XXXXXX লেলহুঁ - নিয়েছি । সুন্দর দেখলুঁ - সুন্দরী কন্যার দেখা পেলাম । দানা পানি - খাদ্যদ্রব্য, আহার্য্যদ্রব্য । রসুইয়া - ভাত । গমালে - কাটলাম । গলামে - গলায় । বাহানি - বেঁধে ।

স্বামী - আরে ভাবনা মে হাম্মার রুচাউনি দানা,
মটর, মসুর খেসাড়ী না হল কইসে কে দিব খাজানা ?
এবের কে সালমে ভারী হল ভাবনা ।

স্ত্রী - তোর কন আনি টানা টানি দেখলি সাব্বে দিন হে মর্দা
তোর বাপ মাকে খালে টাকা হাম্মা শোধলে ঋন ।
কি করাস তুঁ আর ফুটানি কর দেখলে তুঁ সোনা চাঁদি
মাই বাপ দেলকে তোড়া বালা হাম্মা তোর দেবনি বেচেলা ।

স্বামী - মাই বাপ কে নাম লে লে সে কপাল হাউ খারাব
হাম্মার হাতমে দেখতো পইনা, মারব লাঠি তুড়ব খোৎনা,
শালী তুঁ হলে হাম্মার তোড়া বালা হতে কেকার ?

স্ত্রী - ঘর ঘরওয়ারা বেশী কাম করবেলা হোই হামরা
কেত্তা করলাঁউ কুটিয়া পিষিয়া আর যে পাকালিয়োঁ রুটি
জোরসে টানলিয়োঁ যাঁতা হাম্মার হাত মে ভেলে ফোক্কা ।

স্বামী - বইলকে শানি সাঁই বিহানী দেবে না হোই হামরা শালী ।
দেখতো গে গিরহস্তিকে ঠেলা, মাঠ যাবে হোই দোনো বেলা,
ক্ষেত মে বাহালছিয়ো হাল, তব তো ভেলাই হাউ ফসল ।
এতনে মে শালী কিত্না করস গাল গে, এবের কে শালমে ভারী
ভেলাউ ভাবনা গে ।
হাম্মার রুচাউনি দানা, ঘর গিরস্তি ক্ষেতি বাড়ী
সব দেলাঁউ শুঁপি শালী চেংড়া বালা লেকে
করি ধরিকে খো, নাতো আপ্পন লইরা জো ।

শব্দার্থ ও টীকা :- ভাবনামে - চিন্তায় । রুচাউনি - রুচে না । দানা - খাবার । কইসেকে - কেমন করে, কি ভাবে । এবেরকে সালমে - এবছরে । তোর কন্ - তোমার বাড়ীতে । টানাটানি - অভাবের সংসার । দেখলি - দেখলাম । সাব্বে - সব । মর্দা - পুরুষ, এখানে স্বামী । শোধলে - শোধ করলাম । দেবনি - দিব না । হাউ - আছে । পইনা - বাঁশের দেড় হাতের লাঠি । খোৎনা - ঠোঁট । কেকার - কার । ঘর ঘরওয়ারা - ঘরের কাজ । কেত্তা - কত । ফোক্কা — ফোস্কা । সাঁই - বিহানী — সকাল-সন্ধ্যা ।

শিরঃস্তিতে - বুমি কার্যোর। ভেলাই ঘাউ - হয়েছে। আপুনি - আপনি, তিন।

.....

।। নাট্যা ও ধুয়ারিয়ার গান ।।

নাট্যা ও ধুয়ারিয়া গানের ভূমিকা :-

এক সময় নাট্যা ও ধুয়ারিয়া গান খোটা ভাষাভাষী হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের বিবাহানুষ্ঠানে আনন্দের খোরাক হিসাবে সমাদৃত হত। হিন্দী ও বাংলা রেকর্ডের গান এই আঞ্চলিক লোক-নাট্য ও গানগুলোকে একবারে কোনঠাসা করে রেখেছে। বর্তমানে একমাত্র হিন্দু ঘোষ বা গোয়ালা, তিওর গোষ্ঠি (ধীবর) সম্প্রদায়ের বিবাহে নাট্যা ও ধুয়ারিয়া গান পরিবেশিত হয়ে আজ পর্যন্ত কোনরকমে টিকে রয়েছে। বিহার প্রদেশের সাঁওতাল পরগনা পূর্ণিয়া জেলা ও তার সীমান্তবর্তী পশ্চিমবাংলার মালদহ, পুরুলিয়া ও পশ্চিমদিনাজপুর জেলার কিছু অংশে নাট্যা ও ধুয়ারিয়া গানের প্রচলন দেখা যায়।

।। নাট্যা ও ধুয়ারিয়া গানের উৎপত্তির প্রাচীন কাহিনী ।।

কোন এক সময় বিশুদ্ধর মহানদার নামে এক গোষ্ঠি বা ধীবর ছিলেন। তাঁর ভাইয়ের নাম বিমল মল গোষ্ঠি। বিশুদ্ধর মহানদারের এক ছেলে ও এক মেয়ে। ছেলেটির নাম গার্ডি দেয়ান ও মেয়েটির নাম ভাগমতী। ভাগমতী বিয়ে হয় মানুয়া খাবাসের সঙ্গে। জয়না শহরের কোন এক গ্রামে বিশুদ্ধর মহানদারের বাড়ী বার দিনের শিশু শিক্ষ সেই সময় বাখরি শহরে অমরাবতীর সঙ্গে তার বিবাহ হয়। অমরাবতী তখন ছয় দিনের কন্যা। গার্ডি দেওয়ানের পুত্রের নাম দুখরান গোষ্ঠি আর পুত্রবধূর নাম বাউড়া গোষ্ঠিন। দুখরান গোষ্ঠির এক ছেলে। তার নাম মানিক চান গোষ্ঠি। মানিক চান মোনাসতী নামে এক মেয়েকে বিয়ে করে।

বাউড়া গোষ্ঠিনের নাম সেই সময়ে সকলেই জানত। কারণ তার মতো যাদু-

যাদু বিদ্যা জানা লোক খুব কমই ছিল। যৌবনে পদার্পন করার পর গার্ডি দেয়ান মোন শ' বরযাত্রী নিয়ে অমরাবতীকে আনতে গেলে তার শ্বাশুড়ী সবাইকে খুড়িয়ে ঘরে ঢুকে। কোনরকমে গার্ডি দেয়ান ও তার স্ত্রীপতি মানুষ্যা খাবার পালিয়ে বাড়ী ফিরে আসে। গার্ডি দেয়ান চিন্তা করল যে যাদু বিদ্যা শিখা না করলে কোনমতেই অমরাবতীকে ঘরে আনা সম্ভব হবে না। তাই সে একদিন চুপচাপ বাড়ী থেকে বের হয়ে পড়ে। পশ্চিম দিকে অবস্থিত তিরিয়া রাজ্যে (কামরূপ) পৌঁছে সে দীর্ঘ দশ বছর কাল যাদু বিদ্যা শিখা করল। কিন্তু সমস্যা হল বাইরের থেকে কোন পুরুষ একবার তিরিয়া রাজ্যে গেলে সে আর কিছুতেই নিজের দেশে ফিরে আসতে পারত না। গার্ডি দেয়ান এক বুদ্ধির সাহায্যে তিরিয়া রাজ্যের সীমানা পার হয়ে পূর্ব দেশে যায় ও সেখান থেকে গুপ্তজ্ঞান সমন্বিত এক আশ্চর্য্য 'কলপা' (মাথার পাগড়ি) পায়। তারপর উত্তর দেশ থেকে সে একটি মোরগঠ লাঠি ও দক্ষিন দেশ থেকে দুর্গাদেবী প্রদত্ত চরনা বধুয়া, নিয়ে বাড়ী ফিরে আসে। পাঁচ পন চিতি কড়ি দিয়ে এই চরনা বধুয়া তৈরী। তারপর গার্ডি দেয়ান দুবছর ধরে বাজনা শিখা করেছিল। তার গুরুর নাম মাধুরী মুনি।

এবার গার্ডি দেয়ান আবার বরযাত্রীদের ঠিক করল। কিন্তু কেউ আর বাউড়া খোপিনের রাজ্যে যেতে রাজী হল না। অনেক নিজের গুপ্ত জ্ঞানের বিনিময় সবাইকে অবগত করালে তারা সম্মত হল। বরযাত্রী সহ গার্ডি দেয়ান বাধুরি শহরে পৌঁছালে তার শ্বাশুড়ী যাদু বিদ্যা চলাতে শুরু করল। কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। বাউড়া খোপিনকে পরাজিত হতে হল। সে আগেকার মোন শ' বরযাত্রীদের জীবিত করে অমরাবতীকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ীর পথে রওয়ানা হল। পথে সেই দেশের রাজা গার্ডি দেয়ানের কাছে নাচ ও গান শুনতে চাইলে সে আসরে নেমে নাচ ও গান শুরু করল/কি অদ্ভুত সেই নাচ আর গান। রাজা অত্যন্ত মুগ্ধ হলেন/তিনি খুশী হয়ে নাচ ও গানে অংশ গ্রহনকারীদের প্রত্যেককে পাঁচ হাত লম্বা লাল কাপড়ের ঘাঠা বা পাগড়ি দিলেন। সেই দিন থেকে গার্ডি দেয়ান 'নাটুয়া' নামে পরিচিত। নাটুয়া ও বুনুরিয়া গান নাটুয়ার সেই নাচ ও গান থেকে আজ অবধি সমাজের নিরক্ষর ও অশিক্ষিত লোকদের আনন্দদানে সক্ষম হয়েছে।

নাটুয়া ও বুনুরিয়া গানের বাদ্য যন্ত্র :-

(১) মাদারা (মৃদঙ্গ), (২) করতাল (৩) পাঁজনি (৪) নূপুর (এটি -

শুধু নাটুয়া ও ছোকড়া ব্যবহার করে) (৫) ঘোড়া লাঠি (সওয়া হাত লম্বা , বাঁশের তৈরী) (৬) কন্যা

নাটুয়া ও ধুমুরিয়া গানের বিভিন্ন অংশ :-

(১) ধুমুরিয়া নাচ ও গান (২) নাটুয়া নাচ ও গান (৩) মুখা নাচ ও গান ।

মুখা নাচে ব্যবহৃত মুখোশগুলোর নাম :-

(১) মায়ের মুখা (দুর্গাদেবীর মুখা) (২) কুকুরের মুখা (৩)বাঘের মুখা (৪) চোরের মুখা (৫) সওদাগরের মুখা (৬) মীর্জা সাহেবের মুখা । • মুখোশগুলোর মধ্যে মীর্জা সাহেবের মুখোশটাকেই প্রধান হিসাবে ধরা হয় ।

নাটুয়া ও ধুমুরিয়াগানের শিল্পী সংখ্যা :-

মুখা নাচের জন্য - ১০ জন শিল্পী

নাটুয়া ও ধুমুরিয়া গানের জন্য - ৭ জন শিল্পী

মোট - ১৭ জন শিল্পী

নাটুয়া ও ধুমুরিয়া গানের দল নেতাকে খলিফা বা নাটুয়া বলা হয় । নাটুয়া ও ধুমুরিয় গানের খলিফা বা নাটুয়াকে সওয়া টাকা নগদ ও সুপারী ও পাঁচ হাতের মাঠা দিয়ে নিমন্ত্রন করতে হয় । বিবাহানুষ্ঠানে সাধারনতঃ বরপক্ষীয় কোন লোক xxxxx নাটুয়াকে নিমন্ত্রন করে থাকেন । নাটুয়ার দল বরযাত্রীদের সঙ্গে সঙ্গেই থাকে । রাস্তাতে নাটুয়া ও ধুমুরিয়ার নাচ ও গান হয় । বিয়ে পড়ানোর পরের দিন সন্ধ্যায় কন্যার বাড়ীতে আসরে নাটুয়া, ধুমুরিয়া ও মুখা নাচ গান পরিবেশিত হয় । কন্যা বিদায় হলে রাস্তাতে অনুরূপভাবে নাটুয়া ও ধুমুরিয়ার নাচ ও গান হয় । আর বরের বাড়ীতে পৌছে সেইদিন রাত্রে আনুষ্ঠানিক ভাবে মুখা নাচ , ধুমুরিয়া ও নাটুয়া গানের আয়োজন চলে ।

নাটুয়া ও ধুমুরিয়া নাচ ও গান :

(১) বর সাজার সময় (ধুমুরিয়া নাচ ও গান)

(২) পাল্কিতে চাঁপার সময় (ঝুমুরিয়া নাচ ও গান)
(৩) রাস্তা চলার সময় - মাটুয়ার গান (এতে নাচ নেই)
(৪) পাল্কী সহ বরযাত্রী কোথাও বিশ্রামের জন্য থামলে - মাটুয়া ও
ঝুমুরিয়া নাচ ও গান পাল্টাপাল্টি গওয়া হয় ।
(৫) কন্যার বাড়ীতে পাল্কী পৌছুলে - ''
(৬) কন্যা বিদায়ের সময় - ঝুমুরিয়া নাচ ও গান

(১) বর সাজার সময়কার ঝুমুরিয়া গান :

দশরথ সাজে বরিয়াত হে সখিয়া আরে হে সখিয়া
কয় লাখ সাজে হাতি আর ঘোড়া কয় লাখ সাজে বরিয়াত হে সখিয়া
আরে এক লাখ সাজে হাতি আর ঘোড়া দুয়ে লাখ সাজে বরিয়াত
হে সখিয়া ।

শব্দার্থ ও টীকা :-

বরিয়াত - বরযাত্রী । সখিয়া - সই । সাজে - সাজায় ।
এখানে রামচন্দ্রের বিবাহোপলক্ষে দশরথ কর্তৃক বরযাত্রী সাজানোর উল্লেখ রয়েছে ।

পাল্কীতে চাঁপার সময় ঝুমুরিয়া গান :

আরে সোনাহক খড়মে চড়ি রামচন্দ্র ভেলাই ঠাঁড়ি মারে আঙিনা ।
হুকুম দেহথে মাতা কৌশিল্যা রাম চললই বন রটনা
আরে ককরে আনাধানা ককরে গুহে আপনা
ককরকে পড়লই বিপত্তিয়া শ্রী রাম চললই বন রটনা ।
আরে সখিআকে আনা ধানা কৈকেয়ীকে গুহে আপনা
কৌশিল্যাকে পড়লই বিপত্তিয়া শ্রী রাম চললই বনরটনা ।

শব্দার্থ ও টীকা :-

সোনাকে - সোনার । ভেলাই ঠাঁড়ি - ধাড়া হল,
দাঁড়ান । চললই বনরটনা - বনবাসে চলল । পড়লই বিপত্তিয়া - বিপদ পড়ল ।

মন মতু ভৌলো রাম কিয়া ভৌলোরে ধনিয়া
মায়াপুরকে হাট খেলি কিনলিয়ে নাউ,, এমাইচি, ধনিয়া

পকেটে পয়সা নাহি কিয়া কিনেউগে কনিয়া,
বার বছরকে দুলাহ দেখলুঁ আমার বছরকে কনিয়া ।
মন মতু তৌলো রাম কিয়া তৌলোরে বনিয়া ।

শব্দার্থ ও টীকা :- মন মতু তৌলো - মনকে তুলিও না । কিয়া - কি । বনিয়া - ব্যবসায়ী । মায়াপুরকে হাট - মায়ারূপ হাটে । গেলি - গেলাম । কিনলিয়ে - কিনলাম । নাউ - লবঙ্গ । এনাইচি - এলাচ । ধনিয়া - ধনে । কনিয়া - করে । দুলাহ্ - বর, পাত্র । দেখলুঁ - দেখলাম ।

রাস্তা চলার সময়কার নাটুয়া গান :-

এ জব্ তারে তো নাহারে গে নারে নারেকে নারে জে
হায়রে গরুকে নাম লিয়ে তরি যাই । এজব রামকে না লিয়াব জে
গোবিন্দকে নাম জে
হায়রে গরুকে নাম লিয়ে তরি যাই । এ জব্ অরনি বরনি দোনোসৌতিনগে
অধিরে রাতে পিয়া লে লে যায় । এ জব বেচাবো বেচাবো আংড়ি বাংড়ি
কুমার কিনে লেহ গঙ্গাজলি গাই । এ জব বেচাবো গে নাটারি
বেটারো শুদ্ধ, কিনি লেব অরনি পঁচাশ ।

শব্দার্থ ও টীকা :- জব - যখন । তরি যাই - উদ্ধার হই । অধিরে x রাতে - অর্ধেক রাত্রে । নাটারী - নাটুয়ার স্ত্রী ।

নগরে ভমি ভমি আইলে জোড়ি নাটুয়া
বইসি গেলে ।
যোগী রাজা দুয়ার, বইসি গেলে ।
লেহ লেহ আহে যোগী, ডালা ভরি সোনাওয়া
লেহ যোগী ভিখ ছাড়ো দুয়ার ।
নগরে ভমি ভমি আইলে জোড়ি নাটুয়া, বইসি গেলে ।

বইসি গেলে পোখারি পাটালুয়া বইসি গেলে ।

শব্দার্থ ও টীকা :- ভমি - ভ্রমন করে । আইলে - এল । বইসি - বসে ।

পোখারি পাটালুয়া - পুকুরের পাটালে, পুকুরের ধারে।

কেকর ঘরকে বহু বেটি সুন্দর তিরিয়া
একে লোটা সামার পানিয়া পিলইবে। আরে হাতে নাহি ডোরিয়া,
কলসে নাহি পনিয়া, কইসে করি যোগী পানিয়া পিলইবো।
তাঁহুঁ যদি সামার পানি নহি পিলইবে
তোর দেরহি সামার তেজাবো পরানওয়া। তাঁহুঁ যদি আহে যোগী তেজাবে পরানওয়া
আঁচলা সে, বেনিয়া ডোলাইবো আঁচলাসে। যোগী বেনিয়া ডোলাইবো আঁচলাসে।

শব্দার্থ ও টীকা :- কেকর - কার। বহু - বৌ। তিরিয়া - মেয়ে।
সামার - স্ত্রী। পানিয়া - পানী, জল। ডোরিয়া - দড়ি।
দেরহি - দেউড়ীতে। তেজাবো পরানওয়া - জীবন ত্যাগ করব।
তাহুঁ - তুমি। বেনিয়া ডোলাইব - পাখার বাতাস করব।
আঁচলাসে - আঁচলের।

কন্যার বাড়ীতে বরযাত্রী পৌঁছানোর সময়কার গান :-

উপর মহলে চড়ি, রাম গাঁউ ও জরু লিহারা,
কিত্তা দূর আবে আহো রাম শিবাকে বরাত।
কয় লাখ আবে আহো রাম আজান ও বাজান,
কয় লাখ আবে আহো রাম শিবাকে বরাত।
এক লাখ আবে আহো রাম আজান ও বাজান
দুই লাখ আবে শিবাকে বরাত
কাঁহাঁমে বসাবই আহো রাম আজান ও বাজান
কাঁহামে বসাবই আহো রাম শিবাকে বরাত।
আরে বাঙালা বসাবই আহোরাম আজান ও বাজান
মাড়োয়া বসাবই আহোরাম শিবাকে বরাত।

শব্দার্থ ও টীকা :- গাঁউ ও জরু লিহারা - গ্রামের স্ত্রী লোকেরা দেখছে।
কিত্তা দূর আবে - কত দূরে আসছে। শিবাকে বরাত - শিবের বরযাত্রী।

আজান ও বাজান - বাজনিয়া, বাদ্যকার। বসাইব - বসাব, বসতে দিব।
বাঙালী - ~~ঠেক~~ বৈঠক খানায়। মাড়োয়া - মণ্ডপ।

বিবাহের মন্ত্রপাঠ শেষ হওয়ার পরে এগান গাওয়া হয়।

আরে পিয়ালে শুতলে মাঝে আঙানা আরে মেঘুয়া লগউলে
আবা ঝড়ি বাদ্‌লা হো না। আরে কেকর ভিজাউলে
ঝিলমিল পাগিয়ারে লাল পাগিয়া হো না আরে কেকর ভিজাউলে আবা
সিথির সিন্দুর হো না।
আরে পিয়াকে ভিজালে ঝিলমিল পাগিয়ারে লাল পাগিয়া হো না
আরে হামার ভিজাউলে আবা সিথির সিন্দুর হো না।
আরে কাঁহাঁমে শুকাবো ঝিল মিল পাগিয়ারে লাল পাগিয়া হো না।
কাঁহাকে শুকাই এবই আহো রাম সিথির সিন্দুর হো না।
আরে মাড়োয়া শুকাএবই ঝিলমিল পাগিয়ারে লাল পাগিয়া হো না
আরে কোভরে শুকাএবই আবা সিথির সিন্দু হো না।

শব্দার্থ ও টীকা :- পিয়ালে - প্রিয় প্রেমিক। শতলে - ঘুমিয়ে আছে। মাঝে আঙানা - আঙিনার মাঝখানে। মেঘুয়া লাগাউলে - মেঘ লাগিয়েছে। আবা - আসছে। ঝড়ি - বৃষ্টি। পাগিয়া - পাগড়ি। কোভরে - বাসর ঘরে। শুকাএবই - শুকাতে দিব।

।। মুখা গানের বিভিন্ন অংশ ।।

(১) আসর বন্দনা (২) ছাব্বরা (৩) ঝুমুরিয়া গান (৪) নাটুয়া গান
(৫) মুখা নাচ ও গান

মুখা গানের চরিত্র সমূহ :- (১) নাটুয়া বা খলিফা (নাম-বরণ দাজ)
(২) চৌকিদার (নাম - বিকারমা) (৩) খাতারী সিপাহী (৪) মির্জাসাহেব
(৫) ছোক্‌ড়া বা নর্ত্তকী (৬) মাছুয়া বা জেলে (ধীবর) (৭) মাছুনিয়া বা
ধীবরের স্ত্রী (৮) সওদাগর (৯) চোর (১০) হাস্‌না (বুড়া) (১১) হাস্‌নি(বুড়ি)

মুখা গানের বিষয় বস্তু :-

মির্জাসাহেব একজন নামকরা জমিদার। চৌকিদার, সিপাহী এরা তাঁরই বেতনভোগী কর্মচারী। তাঁর জমিদারীতে নাচ-গানের আসর জমে থাকে। জমিদার সাহেব ও নাচ গানের পরম ভক্ত। তাঁর জমিদারীতে বসার আগে পর্য্যন্ত চলে খাঁতারী সিপাহী ও খলিফার নাচ-গান। ধীবর নদী নালা, খাল বিলে মাছ ধরে আর তার স্ত্রী মাছ বিক্রির কাজ করে। তাকে মাছের ডালা নিয়ে গ্রামে গ্রামে ঘুরতে হয়। জমিদার সাহেব চৌকিদারকে পাঠালেন মাছের জন্য ধীবরের বাড়ী। ধীবর ও তার স্ত্রী মাছ এনে জমিদারের হাতে দিল। বড় বড় মাছ। দেখে খুশী হলেন তিনি। জমিদার ধীবরকে মিমনভবানীপুরের মহাল (জলাশয়া) দান করলেন। তার পরের দিন জমিদার কুকুরকে সঙ্গে নিয়ে বাঘ শিকারে বের হলেন,। তিনি একজন ভাল শিকারী তাঁর কুকুরও বেশ শিক্ষিত ও সাহসী। বাঘের সঙ্গে লড়াই করে কুকুর বাঘকে মেরে ফেলল।

একদিন এক সওদাগর বানিজ্য করতে এসে জমিদারের বাড়ীতে আশ্রয় নিলেন। তিনি ও জমিদারের মতো গান-বাজনার ভক্ত ও মদ্যপায়ী। সারা রাত তিনি মদ খেয়ে নাটুয়া বা খলিফার গান শুনলেন। ঐ ফাঁকে সওদাগরের মাল-পত্র চুরি হয়ে যায়। শেষ পর্য্যন্ত খলিফার নিজের বুদ্ধি ও কৌশলে চোর দুজনকে ধরে ফেলে ও জিনিষ পত্র উদ্ধার করতে সক্ষম হয়। এরপর হাসনা আর হাসলি নামক দুজন বুড়া-বুড়ির রহস্যালাপ চলে তার মাঝে মাঝে নাটুয়া গান গেয়ে সেদিনকার মতো জমিদারীর আনন্দানুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষনা করে।

আসর বন্দনা :-

আরে জোড় হাত করি গে মিনতি গে মা সর গে সুতী।
হাঁরে ভাগবেরি সুমারো দৈবা ভাগমন্তী মৈয়াগে মা সর গে সুতী
রইনা ঘরি সুমারো দুরগা মা হায় গে মা সর গে সুতী
আরে গিতাবেরি সুমারো দৈবা সরসুতী মৈয়া গে মা সর গে সুতী
আরে ভুলচুক কণ্ঠমে চড়াবে সর গে সুতী।

শব্দার্থ ও টীকা :- সর গে সুতী - বিদ্যার দেবী সরসুতী। ভাগমন্তী - ভগবতী। সুমারো দৈবা - দেবীর পূজো করি। রইনা - রণ, যুদ্ধ। ঘরি - সময়। দুরগা মা - মা দুর্গা। গিতাবেরি - গীতের সময়।

ভুলচুক - ভুল ত্রুটি। কণ্ঠমে - কণ্ঠে। চড়াবে - দিবে, প্রবেশ করবে।

।। ছাব্‌রা ।।

হাঁরে পূরব বাহ্‌নিয়ো হো দিয়াল সিংহো উগলো সূরুয রে রামা
উনকো চরনওয়া দিয়ালা সিংহো শিরমে চড়বই রে রামা।
উত্তরে বাহ্‌নিয়ো হো দিয়াল সিংহো দেবস্থান রে রামা,
উনকো চরনওয়া দিয়ালা সিংহো শিরমে চড়বই রে রামা।
হাঁরে পশ্চিমে বাহনিয়ো হো দিয়াল সিংহো
গঙ্গা হলুমানরে রামা উনকো চরনওয়া দিয়ালা সিংহো
শিরমে চড়বই রে রামা। হাঁরে দক্ষিনে বাহনিয়ো দিয়াল সিংহো
ধরম্ করতালরে রামা, উনকো চরনওয়া দিয়ালা সিংহো
শিরেমে চড়বইরে রামা। হাঁরে তল বাহনু ধরতি হো
দিয়াল সিংহো উপর আসওয়ান রে রামা, বিচে বিচবাহনিয়ো দিয়াল সিংহো
পবন বাতাস রে রামা। হাঁরে শেষলা বন্ধাউনি হো দিয়াল সিংহো
গুরুকে চরনেরে রামা উনকো চরনওয়া দিয়াল সিংহো
শিরমে চড়বই রে রামা। হাঁ তব তো বাহ্‌নিয়ো হো দিয়াল সিংহো
দশকে চরনরে রামা।

শব্দার্থ ও টীকা :- বাহনিয়ো - বন্দনা করি। দিয়াল সিং - লোকের নাম। শেষলা - শেষ। বন্ধাউনি - বন্দনা। চড়বই - ধারন করব। দশকে - দশের, দশজনের, জনসাধারনের।

ঝুমুরিয়া গান : (মুখা নাচ ও গানের আসরে যে ঝুমুরিয়া ও নাটুয়ার গান হায় সেটার মধ্যে বিবাহের বিধি সম্পর্কিত কোন বিষয়ের উল্লেখ থাকে না।)

কৌনা ঘরে জন্ম লেলে রাধে উরুমল কেশ।
আহো রামা, কৌনা ঘরে গমাউলে হে রাধে অল্প বয়েস।।
বাবা ঘরে জন্ম লেলে রাধে উরুমল কেশ।
আহো রামা স্বামী ঘরে গমাউলে হে রাধে অল্প বয়েস।।
কেকরে বারি গোরি রামা কেকরে দুলাল।

কেকরে দরামে হে রাধে গেলে ফুল বাগ,
বাধাকেরা গোরি রামা সুশুরা দুলাল ।
আহো রামা স্বামীকে দরামে হে রাধে গেলে ফুলবাগ,
গাউলা বিদগ্ধ পতি রামা শুন ব্রজনর আহো রামা ধিরিজা ধরাউলে হে সখি
মিলতে মুরার ।

শব্দার্থ ও টীকা :-

কোনা - কোন, । লেলে - নিয়েছ । বারি - মেয়ে, কন্যা । দুলাল - পুত্র, ছেলে । দরামে - পথে, কৃপায় । ব্রজনর - ব্রজের মানুষ । ধিরিজা - ধৈর্য্য । ধরাউলে - ধরলে । মিলতে মুরার - প্রেমিকের সঙ্গে মিলন হবে ।

।। নাটুয়ার রহস্যমূলক গান ।।

তেলিয়াকে বরদা তেলনিয়া কইসে জিয়া রাম ।
আরে জেকর যৌগী নরবা ওকরো বড় ভাগ,
বিচ ঘরমে খড়া হুয়াউ গুটিকে কোন কাম রাম
তেলিয়াকে বরদা তেলনিয়া কইসে জিয়া রাম ।
জেকর যৌগী ঘেগায়ী ওকরো বড় ভাগ, ঘেগারে জো পানি ভরাউ
ঠিলিয়াকে কোন কাম রাম,
তেলিয়াকে বরদা তেলনিয়া কইসে জিয়া রাম ।
জেকর যৌগী পোঁটাহি ওকরো বড় ভাগ, পোঁটারে তরকারী ছোঁউকাউ
যিকে কোন কাম রাম, তেলিয়াকে বরদা তেলনিয়া কইসে জিয়া রাম ।

শব্দার্থ ওটীকা :-

তেলিয়াকে বরদা - কুল বলদ । তেলনিয়া - যারা ঘানিতে তেল পেরাই করে ও বিক্রি করে । তেলনিয়া - তেলিয়ার স্ত্রী । কইসে - কি ভাবে । জিয়া - জীবন ধারন করি । জেকর - যার । যৌগী - স্ত্রী । নরবা - নরবা + ওকরো + তার । ভাগ - ভাগ্য । ঘেগায়ী - যার গলা ভাঙ্গা হয় । ভরাউ - ভর্তি করে । ঠিলিয়ারে - কলসীতে । পোঁটাহি - যার মাঝ দিয়ে গাছ সর্দি বের হয় ।

।। ধীবর ও তার স্ত্রীর মাছ ধরার গান ।।

ওহি নদীয়মে জাল গিরইনু হে ওহি নদীয়ামে ।
শ্বশুর-ভাসুর মারে চান্না পুঁঠি, মুঁই মারু বুয়াল হে
ওহি নদীয়মে জাল গিরইনু হে ওহি নদীয়ামে ।

শব্দার্থ ও টীকা :-

ওহি - সেই, ঐ । নদীয়মে - নদীতে । গিরইনু - ফেললাম । চান্না পুঁঠি - মাছের নাম । মুঁই মারু - আমি মারি ।

ধীবরের স্ত্রীর মাছ বিক্রি করার সময়কার গান ।।

আরে জাতকে গোড়নিয়া নাম চানামুনিয়া
হো হো মাছ বেচইয়ো ঘরে ঘর কি হে হো ।
ভরল ফুলল ডালি হম্মা মাথামে লেকে আলি
কোই লেহো মাছ বেচইয়ো ঘরে ঘর, কি হে হো ।
আরে জাতকে গোড়নিয়া নাম চানামুনিয়া
হে হো মাছ বেচইয়ো ঘরে ঘর, কি হে হো ।

শব্দার্থ ও টীকা :- জাতকে - জাতের, গোষ্ঠীর বা সম্প্রদায়ের । গোড়নিয়া - ধীবরের স্ত্রী । বেচইহো - বিক্রি করি । ভরল ফুলল ডালি - ভর্তি ঝুড়ি । হম্মা - আমি । আলি - এলাম । লেহো - নাও ।

।। কন্যা বিদায়ের সময়কার গান ।।

আরে লালে লাল সুগওয়ারে সবুজ রাঙা ঠোর ।
সুগওয়া বিহাউলে বাবাহো মুলুককেরা ওর ।।
হাঁরে বাবা তোর কান্দে বেটি গে গামছওয়ে পঁছাউ লোর ।
আম্মা তোর কান্দে বেটি গে আঁচলওয়ে পঁছাউ লোর ।।
হারে ভইয়া তোর কান্দে বেটি গে চাদরওয়ে পঁছাউ লোর ।
ভৌজো তোর কান্দে বেটি গে নয়নে নাহি লোর ।।
হাঁরে ভলা ভোল ননদহে বিহাওয়া ভেলই তোর ।
ঘর সেতি সুশমন বাহির ভেলই মোর ।

শব্দার্থ ও টীকা :- যুবতী কন্যা । বিয়াউলে - বিবাহ হল । মুলুকেরা ওর - দেশের বাইরে বা বিদেশে । গামছাতে - গামছাতে । মোছাউ - মুছে । লোর - অশ্রু , চোখের জল । আশ্বা - মা । আঁচলতে - আঁচলে । ঘরমেতি মুশ্কান - ঘরের মেয়ে । তেলেই - হল ।

রাতথি যে বিনা খাবে যায়,মোর মুন্দর খিয়াওয়া ।
আরে লঙ্কা বেরা রাবন রাজা, সেও তেলে মহারে তেজা ,
সিয়াজী কে হরি নে লে যায়, রে মোর মুন্দর খিয়াওয়া ।
এত দেখিয়ে জটায়ি বেটুলা আবেরে ভাই ,
রাতথিমে সিহা লেবে লড়াই,রে মোর মুন্দর খিয়াওয়া ।
এত দেখিয়ে থো রাবন মুড়িল অস্ত্রিবান
জটায়িক সিহারে জ্বালায়, রে মোর মুন্দর খিয়াওয়া ।

শব্দার্থ ও টীকা :- রাতথিযে - রাতের সময় । বিনা - বিড়াল । খাবে - খেয়ে । খিয়াওয়া - খুব ভাল লাগে । লঙ্কাবেরা - লঙ্কার , লঙ্কা-রাজ্যের । তেলে - হল । মহারে তেজা - খুব শক্তিশালী । সিয়াজী কে - সীতা দেবীকে । হরি - হরণ করে । নেলে যায় - নিয়ে যায় । সিহা লেবে লড়াই - যুদ্ধ করল । সিহারে - সিল । জ্বালায় - পুড়িয়ে ।

.....

।। আলকাপ গান ।।

আলকাপ গানের ভূমিকা :-

আলকাপ গান এক সময়ে গাড়াগ্রামের নিরক্ষর মানুষের শিক্ষা ও আনন্দ দান করত । কালক্রমে মূল আলকাপ গান নিশ্চিহ্ন হয়ে বর্তমানে পাঁচরস অপেরার রূপ পরিগ্রহ করেছে । যেখানে গ্রামের সাধারণ লোকেরা সারারাত ধরে এমনকি সকাল দশটা পর্যন্ত আলকাপ গান শুনত সেখানে পাঁচরস অপেরা মাত্র তিন ঘণ্টার মধ্যেই শেষ হয়ে যায় । বর্তমানে সমস্যা ও জটিলতা খুব সহজ জীবন

তাই আলকাপ গান অচল হয়ে পড়েছে। পঁচ রস অপেরার সৃষ্টিতে সিনেমা ও কলকাতা শহরের থিয়েটার বিশেষভাবে ইন্ধন যুগিয়েছে ধরে নেওয়া যায়।

আলকাপ গান ও পঁচরস অপেরার মধ্যে গঠন গত ও শিল্পগত পার্থক্য চোখে ধরা পড়ে। তা ছাড়া উভয়ের শিল্পীরাও এক ধরনের নয়। আলকাপ গানের শিল্পীরা বেশীর ভাগ অশিক্ষিত ও নিরক্ষর আর পঁচরস অপেরার শিল্পীরা শিক্ষিত। পঁচরস অপেরার শিল্পীরা সকলেই আধুনিক রুচি অনুযায়ী ভাষা ব্যবহার করেন অথচ আলকাপ গানের ভাষা অনেকটা অশ্লীল ও আদি রসাত্মক।আলকাপ গানে সংলাপের চেয়ে গানটাই বেশী এমনকি অনেক সময় সংলাপের অংশ বাদ দিয়ে সেটা গানের মাধ্যমে শেষ করা হয় অন্যদিকে গোটা পঁচরস অপেরায় চার পাঁচটা গানের বেশী থাকে না। এখানে সংলাপটাই প্রধান।পঁচরস অপেরায় পাঁচটা রসের সমন্বয় ঘটেছে কিনা বলা যায় না। তবে এতে পাঁচটা অংশ লক্ষ্য করা যায় যেমন (১) আসর বন্দনা (২) বইকী (৩) ট্রেলার (৪) ফার্স ও (৫) পালা।

আলকাপ গানের পালা অংশের কাহিনী বেশীর ভাগ সামাজিক ও বাস্তব ঘটনা কে কেন্দ্র করে ধলিফার নিজস্ব তৈরী। তাই এই গুলো গানে বিমাতার জ্বালা, জমিদারের অত্যাচার, ভাইয়ে ভাইয়ে হিংসা ও মড়ক এ ইত্যাদি বিষয় স্থান পেয়েছে। উত্তর বঙ্গের মালদহ জেলায় এই ধরনের গানের বহুল প্রচলন দেখা যায়। যদিও এর কেন্দ্রবিন্দু মুর্শিদাবাদ।

আগেই বলা হয়েছে যে মুসলমানদের শেরশাহবাদ সম্প্রদায়ের এক অংশ পৈচি বা আশরফি সম্প্রদায় আলকাপ গানের স্রষ্টা। শেরশাহবাদ বরাবরই শাফেয়ী মজহাবকে অনুসরন করে এসেছে। এই মতের লোকেরা ইসলামের শরিয়তকে বেশ কঠোর ভাবে মেনে চলেন। অথচ পৈচি বা আশরফি সম্প্রদায় হানাফি মজহাবালম্বী থাকায় পীর দরবেশ ও আধ্যাত্মিক গান কাউয়ালির পরম ভক্ত হয়ে পড়ে ও কালক্রমে শরিয়ত বহির্ভূত গান-বাজনায় অংশ গ্রহন করে। অবশ্য এটাকে ধর্মান্তরিত মুসলমানের হিন্দু সংস্কৃতির একটা ফসল হিসাবে ধরে নেওয়া যেতে পারে। হানাফি মজহাবালম্বী অন্যান্য মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে ও এই আলকাপ গান প্রচলিত। বর্তমানে ডোমনী, নাটুয়া গানের মতো আলকাপ গানের ধারাও অত্যন্ত ক্ষীন।

আলকাপ গানের অংশ :-

(১) উদ্বোধন বা মুখপাদ (২) আসর বন্দনা

(৩) বইকী বা বৈঠক বৈঠকী । (৪) খাড়া বন্দনা বা ছাব্বরা ।
(৫) ঝুমুরিয়া, কমিক ও ফার্স (৬) পালা ।

আলকাপ গানের শিল্পী সংখ্যা :

বাজনাদার বা বাজনা বাদক ও ধুয়ারী - ৮ জন ।
ছোকড়া - - ৪ জন ।
অন্যান্য - - ১০ জন ।
মোট - ২২ জন ।

বাদ্য যন্ত্র : (১) হারমোনিয়ম (২) তবলা (৩) ফ্লুনেট (৪) কর্নেট (৫) বেহালা (৬) জুড়ি (৭) ঢোলক (৮) কাঁই (৯) সারিন (১০) ঘুঙুর (১১) করতাল ।

মালদহ জেলার মানিকচক থানার অন্তর্গত ভুট্টী দিয়াড়া, নাকিটোলা রহিমপুর, কালিয়াচক থানার মেহেরাপুর ছবিলপাড়া, সুজাপুর, ইংলিশবাজার থানার চণ্ডীপুরে আলকাপ গানের দল আজও বর্তমান ।

আসর বন্দনা :-

এই ছিলে মা কোথায় গেলে মহেশ্বর মনমোহিনী,
অপরাধ পেয়ে বুঝি লুকালে ত্রিনয়নী ।
স্বপ্নে মা দেখা দিলে আবার কোথায় লুকাইলে,
সুস্বপ্ন কেন ভাঙালে কোথায় গেলে মা জননী ।
এস গো মা সদয় হয়ে কার্তিক গনেশ সঙ্গে লয়ে,
সরস্বতী লক্ষ্মী লয়ে এস গো সিংহ বাহিনী ।

শব্দার্থ ও টীকা :-

মহেশ্বর মনমোহিনী - পার্বতী । ত্রিনয়নী - পার্বতী । কার্তিক গনেশ - পার্বতীর দুইছেলে । সরস্বতী - বিদ্যার দেবী । লক্ষ্মী - দুর্গার মেয়ে । সিংহবাহিনী - যার বাহন সিংহ অর্থাৎ দুর্গা ।

বট্‌কী বা বৈঠকী :

উজান গাঙ্গের নাইয়ারে ভাটির দেশে যাইও,
রঙ্গীলা পাল নইয়ে যায় নইয়ে যায় রে।
ভরা গাঙ্গের চইফলেতে বহে গঙ্গের পানি,
নৌকার উপরে দুই ঘুণিট পাল ঝিলমিল্ ঝিলমলি করে,
রঙ্গীলা পাল নইয়ে যায়, নইয়ে যায় রে।
আমার নইয়ে যেও মাঝি যাব বন্ধুর দেশে,
মধু মিষ্টি কথা কইহে বসব বন্ধুর পাশে
রঙ্গীলা পাল নইয়ে যায়, নইয়ে যায় রে।।

শব্দার্থ ও টীকা :- নাইয়া - মাঝি। নইয়ে যায় - নিয়ে যায়। চইফলেতে - তরঙ্গে। দুই ঘুণিট পাল - এক সঙ্গে দু পাল যুক্ত।

টিকি যারে মুসাফির মেরে দোকান। শ্বাস মেরি বুঢ়িয়া
নন্দী জোয়ান, পিয়া পরদেশ গঈ সুন্দর দোকান।
খাবেদেব হালুয়া পুরী মুহ্‌মে দেব পান,
শুইয়ে যাব লালি পালঙ্‌মে যৌবন করব দান,
টিকি যারে মুসাফির মেরে দোকান।

শব্দার্থ ও টীকা :- টিকি যারে - থেকে যাও। মুসাফির - পথিক। মেরে - আমার। শ্বাস - শ্বাশুড়ি। মেরি - আমার। বুঢ়িয়া - বৃদ্ধা। নন্দী - ননদী। পিয়া - প্রেমিক, স্বামী। পরদেশ গঈ - বিদেশ গিয়েছে। খাবে দেব - খেতে দিব। মুহমে - মুখে। শুইয়ে যাব - ঘুমিয়ে যাব।

খাড়া বন্দনা বা ছাব্‌রা :

আমরা সকলে বসে ভাবিতে ভাবনায় মরি।
দিয়ে শমন সেই নিরঞ্জন করবেন ডিগ্রি জারি।।
শুনতো দাদা বল্‌ছি কথা, ধন্য ইয়রাজের মাথা।
প্রথমে তৈয়ারী হইল ময়দা পিষবার যাঁতাহে।।
তারপর এল হারমোনিয়া, মাতিয়ে দিল সারা দুনিয়া,

তারপরে এল কলের গান, লোকে বাজিয়ে করে মান গো,
তার উপরে খানি ঘুরে কতই রকম কথা বলে।
দেশে এল কলের হাল, আশান পেল গাড়ীর বোল গো,
চারা ঘুষি কিছুই লাগে না গোবর খাবড় তুলতে হয় না
দেশে এল মোটর কার লোকে চড়ে করে হাট গো।
মোটর কারে তেলের জোড়া, আশান পেল বাগ্‌পী ঘোড়া,
দেশে এল হাত পাকাবার দড়ি অমন ছুটিছে রেল গাড়ী গো।
রেলের ধারে খাম্বা পোঁতা, তারে তারে আসছে কথা,
যখন তারটি হিলিয়ে দেয় অমন বাবুয়া কথা বুঝে লেয়।
প্রথমে ভূমিকম্প সব করে টলমল, যতই মতই জেলা দাদা
পেল রসাতল হে।
খবরেতে পেল জানা জাফর জেলার নাই ঠিকানা,
কথা দেখেন সত্য বটে মুঙ্গের জেলা গেছে ফেটে।
যারা ছিল উপ্‌ডাঙাতে তারা সবে বেঁচে আছে,
যারা ডুবার মধ্যে ছিল তারা প্রাণে মরি গেল গো।
কত ডুবিল হাতী ঘোড়া মুরগী উড়ে চালে বসিল,
গবর্মেণ্টের বলিহারী চাই, চাহে আহারে উঠায়।
দুই চক্ষেতে দেখিনি ভাই কানেতে শুনেছি,
আমরা সকলে বসে ভাবিতে ভাবনায় মরি।

শব্দার্থ ও টীকা :-
ময়দা পিষবার যাঁতা - কলের যাঁতা। কলের গান - রেডিও ও রেকর্ডের গান। কলেরহাল - ট্রাক্টর। আশান পেল - আরাম পেল। বোল্ - বলদ। চারা ঘুষি - খড় -ভুষি। মোটর কার - মোটর গাড়ী। তেলের জোড়া - তেলের সাহায্যে যা চলে। বাগ্‌পী ঘোড়া - যে ঘোড়া গাড়ী টানে। খাম্বা - খুঁটি। মতই মতই - অনেকগুলো। উপডাঙাতে - উপ জায়গায়।

উদ্বোধন বা মুখপাদ অংশ :-
আলকাপ গানের খলিফারা আনসেনকে নিজেদের গুরু বা ওস্তাদ বলে মনে করেন। মনে হয় তিনিই আলকাপ গানের আদি খলিফা। তাই আসর বন্দনার আগে দেবী সরস্বতী ও আনসেনের জয় ঘোষনা করা হয়।

' জয়, জয়, জয় মা সরস্বতী কি জয়
তানসেন ওস্তাদজী কি জয় ' ।।

মানদহের ইংলিশবাজার থানার যদুপুর গ্রামের মাঝ করা আলকাপগানের ধলিফা মুজাউদ্দিন তাঁর শিষ্য চন্দন দত্তপুরের সফিরুদ্দিন ধলিফা ও কালিয়াচক থানার হবিলাল পাড়ার আব্দুল রহমান ধলিফার নিকট থেকে সংগৃহীত আসর কদমা, ছোকড়ার বৈঠকী, খাড়া কদমা বা ছাবুরা, ফার্স ও খালা অংশের গান নিচে উদ্ধৃত করা হল ।

আসর কদমা :

শ্যামাগানে কেন মা গিরিরাজ কুমারী কেন মা তোমার এমন বেশ।
উলঙ্গ উন্মত্তো হয়েছ কি মতো নাই কেন তোমার লাজের লেশ ।।
মাগো, নাই কেন তোমার লাজের লেশ।
মুণ্ড মালা গলে কেমন দুলে,
নাই কেন তোমার লাজের লেশ মাগো, নাই কেন তোমার লাজের লেশ।
অসুরের রণে জন্ম লইয়াছ,
অহীর এমন মা কোথায় ফেলিয়াছ ?
মুণ্ড মালা গলে কেমন দুলে,
নাই কেন মা লাজের লেশ, মাগো নাই কেন মা লাজের লেশ।
শ্যামাগানে কেন মা গিরিরাজ কুমারী কেন মা তোমার এমন বেশ ।।

শব্দার্থ ও টীকা :-
গিরিরাজ কুমারী - হিমালয়ের কন্যা ।
উন্মত্তো - উন্মত্ত । লাজের - লজ্জার । লেশ - কণা ।

বইকী বা বৈঠকী :-

একটা দলে যতগুলো ছোকড়া থাকে তারা প্রত্যেকে আসরে একটা করে ২x নাচ ও গান গেয়ে চলে যায় । চঞ্চল দর্শক ও শ্রোতাদের শান্ত করার জন্যই বুঝি আলকাপ গানে বৈঠকী অংশের ব্যবস্থা করা হয়েছে । অন্যদিকে আলকাপ গানের পূর্ববর্তী তোষনী ও নাটুয়া গানের ঝুমুরিয়া অংশের প্রভাব ও কিছুটা পড়তে পারে তা ছাড়া নাচ ও গান তো মানুষের আদিম ও সহজাত প্রবৃত্তি ।

বৈঠকী গান :

সুজন নাইয়ারে নিদানকালে পার কর আমারে।
যে করিবে আমায় পার, তারে দিব ও গলায় হার রে,
নিদান কালে পার কর আমারে ।
এই যমুনার তরঙ্গ ভারী, পার কর মাঝি চরনে ধরি,
আমারে পার করে দিলে যাব বাপের বাড়ীরে,
নিদানকালে পার কর আমারে।
সুজন নাইয়ারে নিদানকালে পার কর আমারে ।

শব্দার্থ ও টীকা :

সুজন - বন্ধু । নাইয়া - মাঝি। নিদান কালে - বিপদের সময় ।

খাড়া বন্দনা বা ছাবুরা :

ধুলো খেলায় মত্ত হয়ে রয়েছ ভুলে, ভেঙে যাবে ভবের বাজার সন্ধ্যা লাগিলে।
বলে জানাই আমি প্রকাশে, দিনে যায় সে রাত্রে আইসে
জন্ম মৃত্যু মাসে মাসে ঐ আকাশে চলে।
ধুলো খেলায় মত্ত হয়ে রয়েছ ভুলে ।
ঐ যে দেশে ভবের নদী দিবা নিশি বয়।
ঐ নদীতে কোন্ মাঝিতে নৌকাটি চালায় ॥
কেবা নদী, কে বা মাঝি কেনা চড়নদার,
কে হয় দাঁড়ি, কে হয় মাঝি কে করিবে পার ?
চড়নদারে বলে, মাঝি সামালে সামাল।
আজ তুফানে নৌকা তোমার হইবে প্রমান ॥
দাঁড়ির তরে মাঝি বলে সরাসর বাঁধো কষে।
উজান মুখে ধরব নৌকা যতই তুফান আসে ॥
কেমন করিয়া গুন ধরিয়া যাবব নৌকা
তুফান উঠল ভারী। পিছন দিকে টানে নৌকা ছিঁড়ে গুনের দড়ি ॥
মুর্শিতে পড়ে নৌকা ঘুরে পাকে পাকে, ছয়জন দাঁড়ি মাঝি ডাকে
ডাকে চড়নদারে।
চড়নদারে বলে মাঝি সামালে সামাল। আজ তুফানে নৌকা তোমার
হইবে প্রমান ॥

যতগুন দাঁড়ি ছিল ছাড়িয়া পালায়, চড়নদার ভাবে কূল পাব কিনারায়।
দেহের মতন নৌকাটি ভাই মাটিতে মিশায়, কোন কোন নৌকাটি আগুনে জ্বালায়।

কলমেরই ঘোড়া বলে না পারি চলিতে, গুরু বলে এই কথার ভেদ রইল এতে।
ওগো তাইতো লিখি নাই মনে আমার সন্দ হয় তাই তো লিখি নাই।
ভেবে সুজাউদ্দিন বলে, কেমনে নৌকা লাগাব কূলে,
বুঝে চল ভাই সকলে নৌকা যে টলে।

ধুলো খেলায় মত্ত হয়ে রয়েছ ভুলে ভেঙে যাবে ভবের বাজার সন্ধ্যা লাগিলে।

শব্দার্থ ও টীকা :-

ভেঙে যাবে ভবের বাজার সন্ধ্যা লাগিলে - মৃত্যুর পর পৃথিবীর বাজার শেষ হবে। এই খাড়া বন্দনার মধ্যে দেহতত্ত্বের বিষয় নিহিত রয়েছে।

।। ফার্স ।।

কৌতুক বা হাস্যরস পরিবেশন করাই ফার্স অংশের উদ্দেশ্য। যুগ বা কালের পরিবর্তনে সমাজ পরিবার ও নরনারীর জীবন কিভাবে কতখানি প্রভাবিত হচ্ছে তা তুলে ধরা হয় রস রসিকতার মাধ্যমে। নব্য পন্থীরা এই পরিবর্তনকে সাদরে গ্রহন করলেও প্রাচীন পন্থীদের কাছে সেটা হয়ে উঠে একেবারে অসহনীয়। নারীরা নিজেদের স্বাধীনতা চায়। তারাও পুরুষের মতো সকলের সঙ্গে হৃদয় বিনিময়ের পক্ষপাতী। স্বামী কৃষক। তাকে যেতে হয় মাঠে হাল বাইতে। গ্রীষ্মের রোদে জমিচাষ করে বিকালে বাড়ী ফিরে। স্ত্রী তার অবাধ্য। সে তখন পর্য্যন্ত ভাত রান্না করে নি। স্বামীকে অনাহারে রেখে স্ত্রী ঐ গ্রামের রমেশ বাবুর সঙ্গে ভোট দিতে বেরিয়ে যায়। শেষ পর্য্যন্ত স্বামীর হাতের লাঠির মার খেয়ে স্ত্রী ক্ষান্ত হয়। ঠিকর এই ধরনের বিষয় লক্ষ্য করা যায় নিচের ফার্স অংশের গানটিতে।

।। গান ।।

স্বামী - ওগো আসমানী, জ্বলে পুড়ে এলাম দৌড়ে
মাঠ হৈতে হয় এখনি।
তুমি জলদি আনো এক লোটা জল
সাজিয়ে দাও চুলুম খানি।

স্ত্রী - মরা বলছে আবার কি? আমি স্বাধীন পেয়েছি

রমেশ বাবুর সঙ্গে এখন ভোট দিতে যাচ্ছি।

স্বামী -

মাগী আমার কথা শোন্ নৈলে মেরে করব খুন।

শব্দার্থ ও টীকা :- আসমানী - আকাশের মত রঙ, এখানে মেয়ে লোকের নাম। চুলুম - চিলিম। মরা - গালি বিশেষ।

।। পালা অংশের কাহিনী ও গান ।।

পৌরাণিক ঐতিহাসিক ও সামাজিক বিষয়কে কেন্দ্র করে পালা অংশের কাহিনী রচিত হলেও সামাজিক বিষয়টা বেশী প্রাধান্য পেয়ে থাকে। এ গুলোর ভিত নিঃসন্দেহে বাস্তবতার উপর সুপ্রতিষ্ঠিত। বাঙালী নর নারীর কোমল হৃদয়কে লক্ষ্য করে আলকাপ গানের খলিফা কাহিনী তৈরী করেন। করুন রসে পরিপূর্ন কাহিনীর দৃশ্য দেখে ও গান শুনে দর্শক ও শ্রোতাদের দুচোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ে। বিশেষ করে এই দিক থেকেই পাড়াগ্রামের নিরক্ষর কৃষক ও ক্ষেত মজুরেরা এই গানের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে ধর্মের জয় ও অধর্মের পরাজয় দেখানো হয়ে থাকে। এই কাহিনীগুলির মধ্যে কিছু অলৌকিতা থাকলেও মূলতঃ তার ভূমিকা নিতান্ত গৌন বলে মনে হয়।

xxx xx

কাহিনী :-

মেহের মিঞা ও লালু মিঞা দুভাই। পাড়াগ্রামে তাঁরা বসবাস করেন। দুভাইয়ের মধ্যে মেহের মিঞা বড়। অবস্থা নেহাৎ মন্দ নয়। গ্রামবাসীর কাছে তাঁরা বড় জমিদার ও ছোট জমিদার নামে পরিচিত। মেহের মিঞার এক ছেলে ও এক মেয়ে। তাদের নাম মালেক ও লুৎফা। লালু মিঞার একটি মাত্র ছেলে, নাম খালেক। মালেক ও লুৎফার জন্মের অল্পকাল পরেই তাদের মা মারা যান। মা হারা দুজন শিশু বাবার কোলে বড় হতে থাকে। দৈবক্রমে মেহের মিঞা খুব অসুস্থ হয়ে পড়েন। বাঁচার সম্ভাবনা নেই মনে করে তিনি ছেলে ও মেয়েকে ভাইয়ের হাতে সুঁপে দিয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

মাসে বেশীর ভাগ সময় লালু মিঞাকে বাইরে গিয়ে জমিদারীর খাজনা

আদায় করতে হয়। মালেক ও লুৎফা কাকীমার অধীনে থেকে স্কুলে পড়তে যায়। খালেক ও তাদের সঙ্গে একই স্কুলে পড়ে। স্কুলের প্রথম পরিক্ষার দিন অন্য দিনের চেয়ে সকালে যেতে হবে। সেদিন একাই খালেককে খেতে দেওয়া হল। কাকীমার কাছে মালেক ও লুৎফা খাবার না পেয়ে তারা অনাহারেই স্কুলে গেল। এদিকে কাকীমা দুজনকে মেরে ফেলার জন্য মিষ্টিতে বিষ মিশিয়ে টেবিলের উপরে ঢেকে রাখল। স্কুল থেকে ফিরে এলে কাকীমা মালেক ও লুৎফাকে টেবিলে রক্ষিত মিষ্টি খেতে বলল। কিন্তু লুৎফা অত্যন্ত চালাক মেয়ে। সে ভাবল কাকীমার এত আদর কেন? হয়তো এর মধ্যে কোন দুরভিসন্ধি রয়েছে মনে করে তারা মিষ্টি খেল না। কিছুক্ষন পরে খালেক স্কুল থেকে বাড়ী ফিরে এল। আর টেবিলে মিষ্টি দেখতে পেয়ে সে খেয়ে ফেলল। বিষের ক্রিয়ায় খালেকের মৃত্যু হয়। লালু মিঞা ছেলের মৃত্যুতে শোকাভিভূত হলেন। তাঁর স্ত্রীর হিংসার পরিনাম স্বয়ং আল্লাহো তালা হাতে হাতেই দিলেন।

।। গান ।।

মেহের মিঞা - তুমি নেয়াবান, করুনা নিধান
আমি কি মরিব অকালে খোদাবন্দ, কেন কুস্বপন
হেরিলাম নিশিকালে।
মাতৃ হারা ছেলে মেয়ে কারে যাব সঁপে দিয়ে
কোথায় রে ভাই লালু মিঞা
তোমায় দিব তুলে।

মালেক ও লুৎফা -
চাট্টি খাবার দাও ছোট মা যাব ইস্কুলে,
পরীক্ষা আরম্ভ হবে যাব সকালে।
দশটার পূর্বে কোসুচিন দিবে মাষ্টার আসিলে,
সঙ্গের সাথী ছিল যারা গেল সব চলে,
চাট্টি খাবার দাও ছোট মা যাব ইস্কুলে।

শব্দার্থ্যও টীকা :-
নেয়াবান - যে কৃপা করে। সঁপে দিয়ে - অর্পন করে।
চাট্টি খাবার - অল্প খাদ্য।

XXXXXXXXX

বিবেকের গান :-

ওরে পাষানী তুই পাষান খেতে হৃদয়কে পাষান বানালি,
ওরে অন্যের ছেলে মারব বলে রসগোল্লায় বিষ মিশালি।
সে ছেলে কি ছিল না তোর ?
নিজের ছেলের প্রাণ বধিলি ।

শব্দার্থ ও টীকা :-

বানালি - তৈরী করেছ ।

বিবেকের শেষ গান :-

জয়- জয় জয় ধর্মের জয় অধর্মের জয় হয় না রে,
অধর্মের জয় হয় না রে অধর্মের জয় হয় না,
জয় - জয় - জয় ধর্মের জয় ।।

****

।।। মালদহের গম্ভীরা গান ।।।

গম্ভীরা গানের ভূমিকা :-

ভোমনী , নাটুয়া , আলকাপ প্রভৃতি লোকনাট্যের সঙ্গে সঙ্গে মালদহের গম্ভীরা গানও আজ প্রায় অবলুপ্তির পথে । আলকাপ গানের সুর গম্ভীরা গানে প্রবেশ করলেও এর আবেদন অত্যন্ত ব্যাপক । তা ছাড়া এই গানের সাহিত্যিক মূল্যও কম নয় । সমাজকে সচেতন করে তুলবার প্রচেষ্টা এতে লক্ষ্য করা যায় । মোট কথা কিছু কিছু সমাজ সংস্কারকের ভূমিকাও গ্রহন করে থাকেন গম্ভীরা গানের গায়কেরা । তবে তাঁরা সমাজকে সংস্কার করার দায়িত্ব গ্রহন না করে কেবল মাত্র ইঙ্গিত দিয়ে থাকেন।পূজাকেন্দ্রিক গম্ভীরা গান নিজের সঙ্কীর্ন গন্ডী অতিক্রম করে ধর্ম নিরপেক্ষ উদার ভূমিতে এসে দাঁড়িয়েছিল । গম্ভীরা গানের তাৎপর্য যে যেভাবেই করুন না কেন মালদহ জেলার জনসাধারণ শিব অর্থে এটাকে গ্রহন করে থাকেন ।

গম্ভীরা পূজার শিব আর গম্ভীরা গানের শিবকে এক বলে মনে করা যায় না । এক জন হিন্দুদের দেবতা অন্যজন সমাজের সব দোষের ত্রুটি বিচ্যুতি, শোষন ও বৈষম্য দূর করে এক সর্বাঙ্গ সুন্দর সমাজ ও শান্ত

প্রতিষ্ঠাকারী । তাই গম্ভীরা গানের শিবকে রূপক অর্থে উপস্থিত হতে দেখা যায়। এটাকে রূপক লোকনাট্য নামেও অভিহিত করা যেতে পারে । প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় যে গম্ভীরা গানে মুসলমান গায়কের অনুপ্রবেশ না ঘটলে এই পর্যায়ে উন্নীত হতে পারত না তা ছাড়া মুসলমান সম্প্রদায়ের সৃষ্টি আলকাপ গানের সুর গ্রহন করাতে এই গান এক দিক বিশেষ মর্যাদা লাভ করেছে ।

খোটা বা সংমিশ্রিত ভাষায় রচিত ভোমনী গানের সঙ্গে গম্ভীরা গানের কিছু কিছু সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। বিভিন্ন বিচ্ছিন্ন ও খন্ড খন্ড সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয়কে কেন্দ্র করে যেমন ভোমনী গান গাওয়া হয় গম্ভীরা গানেও তার কোন ব্যতিক্রম দেখা যায় না । উভয় গানে আলকাপ গানের পালা গানের কাহিনীর মত কোন কাহিনী থাকে না । তবে ভোমনী গানে বিভিন্ন ঘটনা বর্ণনা করা হয় মাত্র । এতে সমাজ জীবনের সুখ দুঃখ প্রেম-ভালবাসা এমনকি রাজনৈতিক বিষয় স্থান পেলেও গম্ভীরা গানের মতো সামাজিক রাজনৈতিক নানা সমস্যা ও তা দূরীভূত করার জন্য সর্ব সাধারনের প্রতিভূ শিব বা ভোলা নানার কাছে ফরিয়াদ করা হয় না ।

শিবের পরিবর্তে 'ভোলা নানা' শব্দ ব্যবহারের বিষয়টাও একটু চমকপ্রদ । ভোলা নাম হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত । ব্যক্তি নামের তালিকা প্রস্তুত করলে এর প্রমান সহজেই পাওয়া যাবে । আর নানা শব্দটা মুসলমান সম্প্রদায় ব্যবহার করলেও হিন্দুরা তা গ্রহন করতে কোনরূপ দ্বিধা বোধ করে নি । সমাজে নানা-নাতির সঙ্গে যে ভাবে খামি ঠাট্টা ও মন খুলে কথা বার্তা চলে বোধ করি অন্যের সঙ্গে তা একবারে অসম্ভব । সকল রকমের আক্রমন সহ্য করার ক্ষমতা নানার রয়েছে । নাতির দুঃখে নানা অধিক কাতর হন । দুঃখ দূর না করতে পারলে ও তিনি নাতিকে কমপক্ষে আশ্বাস দিয়ে শান্ত করার চেষ্টা করেন । পূর্ববঙ্গে নাতির সংখ্যা যেখানে একজন মালদহের গম্ভীরায় সেখানে অধিক সংখ্যক নাতি বর্তমান । মোট কথা , ভোলা নানা বা শিবকে বাদ দিয়ে অন্যরা সবাই নাতির পর্যায়ে পড়ে । তবে একসঙ্গে বিভিন্ন চরিত্রের উপস্থিতিতে মালদহের গম্ভীরা নাট্যিক গুনে অধিকতর সমৃদ্ধ ।

অন্যান্য লোকনাট্য থেকে মালদহ গম্ভীরার বিষয়বস্তু অধিকতর বাস্তবতার উপর সুপ্রতিষ্ঠিত । এখানে কল্পনা বা রোমান্সের অবকাশ একবারেই নেই নিঃসন্দেহে বলা চলে । গম্ভীরা গানের গায়কেরা খাঁটি বাস্তববাদী ।

ব্যঙ্গকৌতুকের মাধ্যমে বিষয় বস্তুকে হাজির করা হয় জনসাধারনের সামনে। xxx ডোমনী, নাটুয়া, আলকাপ, কবিগানেও ব্যঙ্গ-কৌতুক রয়েছে xx তবে কবিগান ছাড়া এই ব্যঙ্গ কৌতুকগুলো অধিক মাত্রায় রঙ্গরসের সঙ্গে মিশে গিয়ে ওজনে অনেক হালকা হয়ে পড়েছে। লোকশিক্ষার ক্ষেত্রে কবিগান ও গম্ভীরার অবদান প্রায় সমান হলেও নাট্যিক মূল্য কবিগান অপেক্ষা গম্ভীরার অনেক বেশী। কবিগানের গায়কের মত গম্ভীরা গানের -পাত্র- পাত্রীরাও কিছু কিছু বিষয় নিয়ে হঠাৎ আসরে নেমেই সংলাপ ও গান তৈরী করে নিতে পারেন যদিও গম্ভীরা গানের রচয়িতার সংখ্যা কম নয়।

বিশ শতকের প্রথম থেকে গম্ভীরা গানের আধুনিক রূপের সূচনা। এই xx গানের xxxxxx ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহের ঘটনা, বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা আন্দোলনের বিষয়, মুসলমানদের বাংলা আক্রমন ও নবাব্য-কলাপ জালিয়ানওয়ালা বাগে হত্যাকান্ড, দার্জিলিং অঞ্চলের চা বাগানের শ্রমিক পীড়ন, মালদহের ইতিহাস বিখ্যাত আদিনা মসজিদের অধিকার নিয়ে সাঁওতাল বিদ্রোহ হিন্দু-মুসলমানদের সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা বিবাহে পন প্রথার প্রচলনের ফল, সমাজ জীবনে সুরাপানের কুফল, প্রাকৃতিক দুর্যোগে বিপর্যস্ত পল্লী জীবনের হাহা-কারের চিত্র সুন্দর ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন এখানকার অর্ধশিক্ষিত ও অশিক্ষিত গম্ভীরা গানের শিল্পীরা। স্বাধীনতা লাভের পরবর্তী কালে সরকারী প্রতিষ্ঠানের বিচ্যুতির বিষয় ও উপস্থাপিত হয়েছে এই গানে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, গ্রেট বৃটেনের সাম্রাজ্যবাদী নীতি, বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের কারন প্রভৃতি আন্তর্জাতিক বিষয়ও স্থান পেয়েছে বলাবাহুল্য। এক কথায় বলা যায় গম্ভীরা গানের প্রসার সারা দেশে না ঘটলেও বিষয়বস্তুর দিক থেকে এই গান নিজের খড়ের চালাঘর পেরিয়ে গ্রাম শহর, দেশ এমনকি মহাদেশকে দেখার সৌভাগ্য লাভ করেছে।

কবিগানে পরস্পর বিরোধী দুটি বিষয়কে কেন্দ্র করে দুজন গায়ক xx পৃথকভাবে xxx আসরে হাজির হয়ে যুক্তির মাধ্যমে তর্ক করেন। শেষে এক-জনকে পরাজয় বরন করতে হয়। এই দুই পক্ষের দুই চরিত্রের মধ্যে সামনা সামনি কোন সংলাপ, ছড়া বা গান চলে না। প্রথম পক্ষের বক্তব্য শেষ হওয়ার পর দ্বিতীয় পক্ষ আসরে হাজির হয়। নাট্যিক গুন এতে খুব একটা লক্ষ্য করা যায় না। কবি গানের গায়কেরা হঠাৎ এমন এক একটা কথা মুখ দিয়ে বের করেন যার অর্থ ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের কিংবা অনেক সময় বয়স্ক লোকদেরও মাথা বিগড়ে যায়। অবশ্য কবিগানের কবিরা সেটা ব্যাখ্যা করে বুঝাবার চেষ্টা করে থাকেন।

তবু ও আলকাপ গান ও গম্ভীরার মতো কবিগানে, সব শ্রেনীর শ্রোতা দর্শককে খুঁজে পাওয়া যায় না । গম্ভীরা গান আগে ভাগেই রচনা করা হয় । কিন্তু সংলাপের ক্ষেত্রে গম্ভীরা ও কবিগানে একই রকম উপস্থিত বুদ্ধির লীলাখেলা চলে । আলকাপ গানে বেশীর ভাগ সামাজিক বিষয় নিয়ে পালাগান রচিত হয় বলে এতে শ্রীমন্ত বা সাজঘর থাকে না । ত্রিপল বা সামিয়ানা টাঙানো হয় গানের আসরে । মাঝখানে উচু জায়গায় গান হয় । সামনের দিকে এক পাশে থাকে বাদক ধুয়ারী , খলিফা , ছোকড়া নাচুক ও অন্যান্য শিল্পী বৃন্দ । তার চারদিকে মাটির উপরে বসতে হয় দর্শকদের । বর্তমান পঞ্চরস অপেরায় অবশ্য গম্ভীরা গানের মতো সাজঘরের প্রয়োজন পড়ে । আর সেখান থেকে পাত্র-পাত্রীরা প্রতিটি দৃশ্য গানের শুরু আসরে এসে হাজির হয় ।

আলকাপ ও গম্ভীরা গানের পাশাপাশি গোটা পশ্চিম বাংলার পল্লীগ্রামে গুমানী দেওয়ানের কবিগান খুব জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল । ধর্ম-অধর্ম, নারী-পুরুষ , কর্ম ভাগ্য, হিন্দু মুসলমান, পুরাতন যুগ-আধুনিক যুগ , বেদ-পুরান-কোরান, ধর্মশাস্ত্র-বিজ্ঞান , হিন্দুস্থান-পাকিস্তান ইত্যাদি বহু বিষয় তাঁর কবিগানের অন্তর্ভুক্ত ছিল । তিনি ছিলেন একাধারে রসিক , দূরদৃষ্টা ও নির্ভীক উচিত বক্তা । ঠিক অনুরূপভাবে এই সকল গুনের অধিকারী ছিলেন গম্ভীরা গানের প্রবাদ শিল্পী যোগেন্দ্রনাথ চৌধুরী । তিনি মটরা খলিফা নামে অধিক পরিচিত । এই প্রসঙ্গে আরও দু তিন জনের নাম উল্লেখ করা যায় । তাঁরা হলেন নির্মল দাস (নিরু) , বিশ্বনাথ পন্ডিত (বিশু) ও বীরেন ঘোষ । মুসলমান রচয়িতা ও শিল্পীর মধ্যে মোহম্মদ মুন্সী রহমান (মুন্সী মাস্টার) ও সেখ সোলেমানের (সোলেমান ডাক্তার) নাম বিশেষভাবে উল্লেখ-যোগ্য । তাঁদের উদার দৃষ্টিভঙ্গীর জন্য গম্ভীরা গান সর্ব ভারতীয় লোক সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এক বিশিষ্ট মর্যদায় সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে । অপর দিকে গম্ভীরা মুখা নাচ অংশের মুসলমান শিল্পী সিদ্দিক শেখের নামও স্মরন করা যেতে পারে ।

গম্ভীরা গানের অংশ : (১) মুখপাদ (২) কদমা (৩) ডুয়েট বা দ্বৈত (৪) চারইয়ারী (৫) পালাকদী গান ও (৬) খবর বা রিপোর্ট ।

মুখপাদ অংশে চরিত্র পরিচিতি , কদমা অংশে শিবের কদমা, ডুয়েট চারইয়ারী অংশে নাটকের মতো বিভিন্ন চরিত্রের মধ্যে সংলাপ ও গান, পালাকদী

অংশে বিষয়বস্তু সম্পর্কে সংলাপ গুলি রঙ্গরসিকতা, খেমটা ও খবর বা রিপোর্ট অংশে কোন এক বিশেষ অঞ্চলের নূতন খবর পরিবেশিত হয়ে থাকে। সমাজের নানা ত্রুটি বিচ্যুতি অন্যায় দুর্নীতি সম্পর্কে জনসাধারণকে অবহিত করার এক বিশেষ সুযোগ পান গম্ভীরা গায়কেরা এই রিপোর্ট অংশে। চার ইয়ারী শব্দের দিকে একটু লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে ইয়ার শব্দটা মোটেই বাংলা নয়। মুসলমানী আমলে কিংবা মুসলমান শিল্পীর অনুপ্রবেশের ফলেই ঐ অংশটা যুক্ত হয়েছে অনুমান করা যায়।

বাদ্য যন্ত্র : (১) হারমোনিয়াম (২) জুড়ি (৩) ডুগি-তবলা (৪) বাঁশী। গম্ভীরা গানের আদিতে শুধুমাত্র ঢোলক ব্যবহৃত হত।

গম্ভীরা গানের রচয়িতা ও শিল্পীরা বেশীর ভাগ মালদহ জেলার ইংলিশ বাজার, মালদহ, হরিশ্চন্দ্রপুর ও ওল্ডমালদহের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকায় ঐ সব এলাকার বিষয় বস্তু বেশী পরিমাণে প্রাধান্য পেয়েছে। অবশ্য হরিশ্চন্দ্রপুর থানা বাদ দিয়ে অবশিষ্ট এলাকায় গম্ভীরা পূজোর প্রচলন লক্ষ্য করা যায়। বংলা ১৩৪৫ সালের ঐতিহাসিক বন্যায় এই জেলার দিয়াড় ও টাল অঞ্চল শুধু জলমগ্ন হয় নি মালদহ শহরের মতো উচু জায়গাও বন্যায় প্লাবিত হয়েছিল। মহম্মদ সুফী রহমানের রিপোর্ট অংশের গানে এই ভয়াবহ বন্যায় মালদহ শহরের চিত্র সুন্দর ভাবে পরিস্ফুট হয়েছে।

চাচা জান বাঁচা দায় হলো শহর যায় ভাস্যা।
কত উকিল মোক্তার হাকিম ডাক্তার হাগুছে দুয়ারে বইস্যা ।।
ক্ষীরোদ মাঝা, মহেন্দ্র শেঠে বাঁধলো বান বালুঝাটে।
বাঁধ ভাঙ্গ্যা ঢুকল বান, একজিবিশনের মাঠে
মাঠে হুক্কা ভাসে, দেখে পোস্ট মাস্টার হাসে ।।
আবার কালী মাঝা করে আঝা ব্যাণ্ডের পাঁচিন যায় ধুস্যা।

শব্দার্থ ও টীকা :- ভাস্যা - ভেসে। হাগুছে - পায়খানা করছে। বইস্যা - বসে। ভাঙ্গ্যা - ভেঙে। একজিবিশনের মাঠে - প্রদর্শনীর মাঠে। হুক্কা - হুকো। ধুস্যা - ধসে।

সমাজ জীবনে ছেলে ও মেয়ের দুর্ব্যবহার নূতন খাদ্যদান ও পিতার

ঔদাসী ন্য মনোভাব অতি সুন্দর ভাবে ব্যক্ত হয়েছে সেখ সোলেমান সাহেবের রচিত ডুয়েট অংশের গানে ।

(ছেলের বাবা)
আগে সামলা নিজের বাড়ী
দিনু পরেরি দোষ হয়ে বেহুঁস মেয়ে রেখে বাড়ী ।।
সোনার চুড়ি হাতে ঘড়ি চশমা আঁটে ।
খোপারি জড়িয়ে ফুল বাঁধে চেউ কেটে ।
ও ঘুরে মতলবে করে, ফ্যাসান ধরে
ও পরে মার্কা মারা শাড়ী ।।

(মেয়ের বাবা)
ছেলেরা আজ খেয়ে সুরাজ সেজে ধর্মা ষাঁড় ।
সাধু বেশে ঘরে এসে খুঁজে মধুর ভাঁড় ।
খেলে তাস-পাশা, লয়ে আশা করে আড্ডা জারি, ।।

গল্পীরা গানের সংবাদ বা রিপোর্ট অংশের স্থানীয় সামাজিক ও রাজনৈতিক ত্রুটি-বিচ্যুতি বিষয়ক সংলাপ ও গানের মূল সূত্র হল লোকশ্রুতি, স্থানীয় পত্র-পত্রিকার সংবাদ । অবশ্য তার সঙ্গে দলের খলিফা কিংবা সমগ্র দলের অভিজ্ঞতা-লব্ধ তথ্য রস-রসিকতার মাধ্যমে উপস্থাপিত হয় । ডুয়েট, চার-ইয়ারী, খানা-বন্দী গানেও সামাজিক ও রাজনৈতিকবিষয় লক্ষ্য করা যায় । দেশের সংবাদপত্র, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের বক্তব্য সামাজিক ও রাজনীতিবিষয়ক ভাবনাকে কেন্দ্র করে এখানে কারবার চলে । এর মধ্যে রচয়িতার সাধারন বক্তব্য একটা অবশ্যই থাকে তাছাড়া পাত্র-পাত্রীর রসরসিকতাপূর্ণ সংলাপ শ্রোতা ও দর্শকদের বৈষ্ণব পদাবলী কীর্তনের মতো এক নূতন চিন্তার জগতে ও আনন্দলোকে নিয়ে যায় ।

দেশের খাদ্যনীতি অর্থনীতির ত্রুটির ফলে গরীব চাষী ক্ষেতমজুর ও শ্রমিকদের অসহায় অবস্থার কথা প্রকাশ পেয়েছে সেখ সোলেমানের রচিত একটি গানে

দিন রাত খাইটা প্যাটে জুটে না ভাত
আর পরনেতে কাপড় দশ হাত হায় উপায় কিবা করি
ছিল মাচ্চা যত সব নেতা ভুক্তান ।
খাবার তরে করলে, চেঁচামেচি
দেখায়ে তখন আইনের ফুর কৈচি

মোদের ধইরা মাথা মুরে পিটায় বৃথা জেল জরে ।

শব্দার্থ ও টীকা :- ভুক্তান - শেষ। খাইটা - খেটে। প্যাটে - পেটে। ধইরা - ধরে। মাথা মুরে - মাথা মুণ্ডন করে।

বাংলাকে দুটুকরো করে বাঙালীর শক্তিকে দুর্বল করার বৃটিশ পলিশিকে প্রথমবার জনসাধারন ভাল মনে করে নি। তাই মোহম্মদ মুন্সীর একটি গানে ইংরেজদের প্রতি ক্ষোভ প্রকাশ পেয়েছে।

তুমি মুন্সির আগুনে ভুঁষের ধোঁয়া লাগিয়ে দিলে বঙ্গে।
আজ যাদু ডুবু খায় ভারতবাসী , স্বরাজ তরঙ্গে
ধান চাল করে বঙ্গের মাটি বুঁদলা গোপাল জোরের আঁটি
তাতে ফল ফলিয়ে ফলিল তরমুজ ফুটি আলু পটল কিতে।

শব্দার্থ ও টীকা :- বুঁদলা - বগল করলে, বুঝলে ।

ইংরেজ বনিকের শাসনে দেশের অর্থনৈতিক বুনিয়াদ একবারে ভেঙে গিয়ে দেশবাসীকে এক চরম দুর্দশার মধ্যে ডুবিয়ে দেয়। এই ধরনের বিষয় নিয়ে মনোরঞ্জন দাসের রচিত একটি গানে শিবের পরিবর্তে ভোলা মামা শব্দের ব্যবহার দেখা যায়।

বানিয়া হল দেশপতি কি বলব তাই দেশের গতি
কীচ দিয়ে কাচ নাদি নেয় যারে দিয়া খোলা।
কি বলব হে ভোলা মামা বুক ফুটেও মুখ ফুটে না
এ মুখ ফুটায় তারের মত উঠাও বনিকের খোলা।

শব্দার্থ ও টীকা :- বানিয়া - বেনে বনিক। দিয়া - দিয়ে। খোলা - খোলস, এখানে মূল জিনিষ।

****

লোক নৃত্যের (Folk Dance) ভূমিকা

আফ্রিকার বা-টু জাতির বিভিন্ন শাখার লোকেরা পরস্পর সাক্ষাতের সময় যে প্রশ্নবলী করে তার একটা সাধারন প্রশ্ন -'তুমি কোন নৃত্য কর ?' (১) অর্থাৎ নৃত্যের মধ্য দিয়ে মানুষের জীবন বিধৃত । (২)

আসলে নৃত্য আদিম যুগের সমগ্র জীবনকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত - কারন নৃত্য মানুষের আনন্দ প্রকাশের ফলশ্রুতি ।' (৩) আদিম মানুষ তার বুদ্ধিচিন্তার বাইরের জগৎকে জয়ে ও যাদু বিদ্যার মাধ্যমে তার ঐহিক ঋদ্ধির চেষ্টায় ছিল সচেষ্ট । এই প্রচেষ্টাই নৃত্যের উৎসে বর্তমান । (৪)

আদিম সমাজের পরবর্তী লোকসমাজেই ফসল লোকনৃত্য । তবে তা জলবায়ু ভৌগোলিক সংস্থান ও লোকসমাজের মানসিকতার উপরেই নির্ভরশীল । (৫)

নৃত্য আবার বিবিধ (১) শাস্ত্রীয় নৃত্য (২) লোকনৃত্য । লোকনৃত্যে অনেক অসংস্কৃত উপাদান আছে বটে তবে যৌথ জীবনযাত্রার অগ্রগতির রূপ বৃত্তেই তার অবস্থান।(৬)

অবিভক্ত বাংলার অসংখ্য -নৃত্যের মধ্যে ঘৌ, (৭) ও গম্ভীরার মুখোশনৃত্য(৮) সর্বাপেক্ষা উল্লেখ্য । তা রঙে রূপে চিত্তাকর্ষক, তবে মুখোশ বিহীন লোকনৃত্য ও অসংখ্য । উত্তর-পশ্চিম সীমান্তবঙ্গের মুসলিম সমাজের মধ্যে যে সব লোকনৃত্য(যৌথ ও একক) বর্তমান - তা আমাদের বর্তমান পরিচ্ছেদের অন্তর্ভুক্ত ।

পাদটীকা :

(১) Ethis Havlock - The Dance of life. CH II Sec. II

(২) Dutta Gurusaday - The Folk Dances of Bengal - P -1

(৩) ঘোষ প্রদ্যোত-লোকসংস্কৃতি : গম্ভীরা (১৯৮২) - পৃ - ৪০

(৪) Encyclopaedia Britannica -Vol-5. P. 418.

(৫) Maria Leach (Ed) - SDMFML - P- 276.

(৬) ifid -P 276 - Folk dance is communal reaction in movement patterns to lif's crucial cycles."

(৭) ভট্টাচার্য আশুতোষ - বাংলার লোকনৃত্য -প্রথম খণ্ড (১৯৭৬)

(৮) ঘোষ প্রদ্যোত - গম্ভীরা লোকসঙ্গীত ও উৎসব : একাল ও সেকাল(১৯৬৭) এবং লোকসংস্কৃতি : গম্ভীরা (১৯৮২)

উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত বঙ্গের মুসলমান সমাজের লোকনৃত্য :-

উত্তর-পশ্চিম সীমান্তবঙ্গের মুসলমান সমাজের লোকনৃত্য অধিকাংশ ক্ষেত্রেই লোক সঙ্গীতের সঙ্গে যুক্ত । অবশ্য সঙ্গীতকে বাদ দিয়ে শুধুমাত্র নৃত্যও লক্ষ্য করা যায় যা লোক ঐতিহ্যের শ্রেষ্ঠতম ও প্রাচীনতম ঐতিহ্য । আদিম মানুষ নাচের মাধ্যমে তার ধর্ম ও যাদু বিদ্যাকে রূপায়িত করেছে ।

সাধারনতঃ লোকপ্রথা , লোকাচার ও সামাজিক উৎসব অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করেই লোকনৃত্য পরিবেশিত হয় । একক ও যৌথ এ দু ধরনের নৃত্য সচরাচর চোখে পড়ে । ইসলাম ধর্মে নাচ ও গানকে সম্পূর্ণভাবে শরীয়ত বহির্ভূত রাখা হয়েছে । তবে শক্তিচর্চা ও অঙ্গ চালনার কৌশল যুক্ত রন নৃত্যের প্রচলন পৃথিবীর সর্বত্রই দেখা যায় । মহরম উৎসবে লাঠি , গুলিল , তরবারী ইত্যাদি খেলার সময় বাজনার তালে তালে হাত-পা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে মাটিতে ফেলে যে নাচ করা হয় তা রন নৃত্যের অন্তর্ভুক্ত । এতে কোন সঙ্গীত নেই । ধর্ম , যাদুবিদ্যা , লোক-সংস্কার , লোক-বিশ্বাস ইত্যাদিও লোক-নৃত্যের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে অঙ্গাঙ্গী ভাবে । বিষয় ভিত্তিক লোকনৃত্যের আবার অনেকগুলো ভাগ রয়েছে যেমন প্রেম নৃত্য , শিকারনৃত্য , কর্মনৃত্য , অনুকরন নৃত্য , যুদ্ধ নৃত্য, জারিনৃত্য , উদ্ভিদের নৃত্য , জন্ম ও মৃত্যু সংক্রান্ত নৃত্য, সারিনৃত্য , বাউল ও মরমিয়া নৃত্য, ঐন্দ্রজালিক নৃত্য, রোগ-ব্যাধি প্রতিকার্যে নৃত্য , ফসল ও উদ্ভিদ বৃদ্ধি সংক্রান্ত নৃত্য ইত্যাদি । আবার লোকনৃত্যকে ধর্মীয় , প্রাকৃতিক , সামাজিক, লোক বিশ্বাস , যাদুবিদ্যা ইত্যাদি ভাগেও ভাগ করা যেতে পারে । আগেই বলেছি উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত বঙ্গের অধিকাংশ মুসলমানই ধর্মান্তরিত । তাই হিন্দু সমাজের কিছু কিছু লোকনৃত্য মুসলমান সমাজে ও বর্তমান রয়েছে । কোথাও হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোককে যৌথভাবে নৃত্য করতে দেখা যায় । মালদহের গম্ভীরা মুখা নাচে আইহোর সেখ সিদ্দিক মিঞার পইরী নৃত্য সবিশেষ উল্লেখযোগ্য ।

নৃত্যে পুরুষ ও নারী উভয়ের ভূমিকা স্বীকার করার নয় । কারবালা যুদ্ধের কাহিনীকে কেন্দ্র করে মুসলমান পুরুষদের জারি নৃত্য অনেকটা স্ত্রী চরিত্র সুলভ ও করুনরসে পুষ্ট । নারীদের জারি বা মাতম নৃত্য বাঙালী নারীর করুন মনের ছাপ অত্যন্ত সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে । এই নৃত্যের মধ্যে কোন বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায় না । বিয়ের অনুষ্ঠানে মুসলমান মেয়েরা গানের সঙ্গে তালে তালে নেচে থাকে তবে এই অনুষ্ঠানের ঘোড়া নাচ ছেলেমেয়েদের কাছে আকর্ষনীয় । বাঁশ, শোলা

ও কাগজের তৈরী ঘোড়ার মাঝখানের ফাঁকা জায়গাতে একজন আরোহী ঢুকে পড়ে ও বাজনার তালে তালে নাচে । মৃদু ও দ্রুত এই দু ধরনের তালই লক্ষণীয় । ঘোড়া নৃত্যকে যুদ্ধ নৃত্যের অন্তর্ভুক্ত করা যায় এটি এক নৃত্য । গীত কাহিনী বা গীত মঙ্গলের নৃত্যও এক নাচের পর্যায়ভুক্ত । যে গীত গায় সেই-ই নাচে । পায়ে থাকে নূপুর ও হাতে লাঠি । বসে বসেও গীত গাওয়া হয় । গীত কাহিনীর বিশেষ কোন কোন চরিত্রকে , ফুটিয়ে তোলার জন্য ধাত্রা করে বিভিন্ন ভঙ্গীতে নৃত্য হয় । এছাড়া তোষনী , নাটুয়া বা অন্যান্য লোকনাট্যে ও নৃত্য বর্তমান । কর্মা-ধর্মা কনিয়া-পুতিয়া ইত্যাদি মেয়েদের ব্রতেও নৃত্য রয়েছে । এগুলো মেয়েদের যৌথ নৃত্য । অবশ্য এই ধরনের নৃত্য মুসলমানদের বিজস্ব নয় । হিন্দু সমাজের মেয়েদের মধ্যেও লক্ষ্য করা যায় । বর্তমানে ব্রত নৃত্যের ধারা মুসলমান মেয়েদের মধ্যে আর দেখা যায় না ।

প্রবল খরায় বৃষ্টি কামনার মাধ্যমে জীব-জগৎকে শান্ত ও জমিকে সরস করার উদ্দেশ্যে মুসলমান মেয়েরা বেঙ্ কুটা ও বুঁচা বা মাটির কলসী ভাঙা বিধির সময় নাচ-গান করে থাকে । বাড়ীর আঙিনায় ও মসজিদের সামনের জায়গাতে জল ঢেলে পিচ্ছল করার পর মেয়েরা যৌথভাবে নাচে । উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত বঙ্গের মুসলমান সমাজের লোক নৃত্য শুধুমাত্র হিন্দু প্রভাবই যথেষ্ট নয় । কারন আদিম সমাজ জীবন থেকে বাংলার লোক সংস্কৃতির যৌলিক উপকরণ গুলো এসে পরবর্তী কালের হিন্দু-মুসলমানের সাংস্কৃতিক জীবনের কোন কোন উপাদান এর মধ্যে মিশে গিয়ে এক নূতন রূপ লাভ করেছে ।